চালু হল ‘দুরন্ত বার্তা’ অ্যাপ
ডাউনলোড করুন প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 5 Tuesday, 5 December, 2023 ✱ ২৯ বর্ষ, ৫ সংখ্যা ✱ ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০, মঙ্গলবার, ৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

যাদবপুরের সমাবর্তন নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছিল রাজ্য। এ বার সমাবর্তন অনুষ্ঠান নিয়ে অনিশ্চয়তা রাজ্যপাল আনন্দ বোসের সিদ্ধান্তকে ঘিরেও! ...বিস্তারিত পাতা ৩

পুরাতন মালদা ব্লকের নারায়নপুর শিল্পাঞ্চলে গুজরাটের একটি নামিদামি শিল্প কারখানার চিমনি বিকল হয়ে যাওয়ায় দূষিত ছাইয়ে ভরে যাচ্ছে আশেপাশের গ্রাম। ...বিস্তারিত পাতা ৫

মৃত্যুর মিছিল। রক্তের প্রবাহ। হিংসার উদযাপন। গাজার দিকে তাকালে যেন চেনা যায় না ভূখণ্ডটিকে। গাজায় মৃত্যু ছাড়িয়ে গেছে ১৫ হাজার। ...বিস্তারিত পাতা ৬

‘কোহলিকেও প্রমাণ করতে হবে এখন টিমে খেলা যে কোনও জুনিয়রের জায়গায় ও সেরা বিকল্প। ঠিক একই রকম ভাবে রোহিতকেও প্রমাণ করতে হবে।’ ...বিস্তারিত পাতা ৮

জাতীয় সঙ্গীত অবমাননা মামলায় বিজেপি বিধায়কদের গ্রেফতার নয়, জানাল আদালত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বরঃ শাসক দলের দাবি, জাতীয় সঙ্গীত চলাকালীন স্লোগান দিয়েছিলেন বিজেপি বিধায়কেরা। আর বিজেপির দাবি, জাতীয় সঙ্গীতের কথা তাঁদের আগে থেকে জানানো হয়নি। তাঁরা যখন ধরনা দিচ্ছিলেন, তার মাঝেই শুরু হয়ে যায় ‘জন গণ মন’। সেই মামলায় বিজেপি বিধায়কদের গ্রেফতার না করার মৌখিক নির্দেশ দিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। তাঁর পর্যবেক্ষণ, ধরনা আগে থেকেই চলছিল, পরে বিজেপি বিধায়করা স্লোগান দেওয়া শুরু করেন। অর্থাৎ জাতীয় সঙ্গীত শুনেও তাঁরা থামেননি, এমনটা নয়। এই মামলা থেকে বিধায়করা অব্যাহতি পাবেন কি না, সে ব্যাপারে এখনও কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি। মামলাকারীদের আইনজীবী দাবি করেন, অপরাধযোগ্য না হওয়া সত্ত্বেও এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। জাতীয় সঙ্গীত অবমাননার ধারাও যুক্ত করা হয়েছে। তিনি সওয়াল করেন, বিরোধী দলের নেতারা ওই দিন বিধানসভার গেটের সামনে জমায়েত করেছিলেন। আর জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হচ্ছিল শাসক দলের জমায়েত থেকে। সেক্ষেত্রে কীভাবে জাতীয় সঙ্গীতের অপমান করা হয়েছে, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। মামলাকারীদের আইনজীবী রাজদীপ মজুমদারের দাবি, জাতীয় সঙ্গীত শুরু হওয়ার আগে কোনও নোটিসও দেওয়া হয়নি। বিচারপতি সেনগুপ্তও এদিন বলেন, ‘‘সুপ্রিম কোর্টের রায়ে এটা স্পষ্ট উল্লেখ করা আছে যে, জাতীয় সঙ্গীত হবে সেটা আগে থেকে ঘোষণা করতে হবে।’’ বিচারপতি আরও বলেন, ‘‘বেলা ৩ টে তখন ধরন চলছিল। এরপর বিরোধীরা যান বিধানসভা। তাঁরা স্লোগান দিতে দিতে ঢোকেন। হঠাৎ গান শুরু হয়ে যায়। জাতীয় সঙ্গীত শুরুর কথা জানানো হয়নি।’’ বিচারপতি প্রশ্ন করেন, কেউ এই এজলাসে হঠাৎ গান শুরু করলে কী করতে হবে? কিশোর দত্ত পালটা প্রশ্ন তোলেন, এজলাসে এমন কিছু হলে আমরা কি মামলার শুনানি বন্ধ করব না? এটা কোনও সাধারণ মামলা নয় বলে উল্লেখ করেন তিনি। উল্লেখ্য, ২৯ নভেম্বর তৃণমূল এবং বিজেপির জোড়া কর্মসূচি ছিল বিধানসভা চত্বরে। সে দিনই বিজেপি বিধায়কদের বিরুদ্ধে জাতীয় সঙ্গীতের অবমাননার অভিযোগ ওঠে।

মমতার ভাইপোর বিয়ে, বরকর্তা ফিরহাদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বরঃ উত্তরবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিধানসভায় মমতা জানান, তাঁর ভাইপোর বিয়ে। সেই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। গত বছরই দার্জিলিংয়ে এক অনুষ্ঠানে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, তাঁর পরিবারের এক সদস্যর সঙ্গে পাহাড়ের এক তরুণীর বিয়ে ঠিক হয়েছে। ৭ ডিসেম্বর সেই বিয়ে বলেই জানা গিয়েছে। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘আমি পাহাড়ে যাচ্ছি কারণ আমার ভাইপো বিয়ে করছে একটা পাহাড়ি মেয়েকে। আমার ভাইপো নিজে ডাক্তার। আর ওর বরকর্তা ফিরহাদ হাকিম।’’ এ প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, ‘‘অনেকে পাহাড়কে বিচ্ছিন্ন করার কথা বলেন।’’ এর আগেও বারবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, পাহাড়-সমতলকে এক নজরে দেখে তাঁর সরকার। ব্যক্তিগতভাবেও তিনি এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী। শুধু তাই নয়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও বারবার উত্তরবঙ্গে গিয়ে বলেছেন, তাঁর অভিধানে উত্তরবঙ্গ বা দক্ষিণবঙ্গ বলে কিছু নেই। বরং তার কাছে একটাই বঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ। এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পাহাড়ে গিয়ে একাধিকবার বলতে শোনা গিয়েছে, ‘‘আমাদের পরিবারের একজনের বিয়ে দিচ্ছি। পাহাড়ের পরিবারের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছে। আপনাদের বাড়িই এখন আমার বাড়ি।’’

‘দলে বয়সের উর্ধ্বসীমা থাকা উচিত, মেধাকে সুযোগ দিতে হবে’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বরঃ তৃণমূলের বৃদ্ধতন্ত্র নিয়ে তরুণদের মধ্যে যে একটা অসন্তোষ রয়েছে তা গত কয়েক বছর ধরে বারবার ভিসুভিয়াসের মতো বেরিয়ে এসেছে। লোকসভা ভোটের আগে সেই বিতর্ক নতুন করে মাথা তুলেছে। এমনকী এই ধারণাও তৈরি হয়েছে যে এ ব্যাপারে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে তীব্র মতান্তরের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সোমবার এ ব্যাপারে মুখ খুললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিষেক বয়সে তরুণ হলেও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। অতীতে তৃণমূলের আর কেউ এত কম বয়সে এই সুযোগ পাননি। এদিন অভিষেক বোঝাতে চান, শুধু তাঁকে নয়, দলের অন্য তরুণ নেতাদেরও সুযোগ দিতে হবে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে অভিষেক এদিন বলেন, ‘‘দিদির সঙ্গে কোনও মতান্তর নেই। আমি নেই কে বলছে, আমি তো আছি। শুধু একটা সভাতে ছিলাম না। সেখানে আমার ছবি না থাকায় কোনও সমস্যা নেই, দলনেত্রীর ছবি তো ছিল।’’ কিন্তু এর পরই অভিষেক বলেন, ‘‘তবে আমি মনে করি সব পেশায়, সর্বত্র যেমন একটা বয়সের উর্ধ্বসীমা থাকে, তেমনই রাজনৈতিক দলেও থাকা উচিত। কারণ, বয়স বাড়লে মানুষের প্রোডাক্টিভিটি কমে যায়। তিরিশ চল্লিশ বছর বয়সে একটা মানুষ যতটা দৌড়ে কাজ করতে পারেন, সত্তর বছরে পৌঁছে তা করা যায় না।’’ এর আগে ঠিক একই কথা বলে দলীয় ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তিনি বলেছিলেন, ‘‘দেহত্যাগ না করলে পদত্যাগ নয়, এ কেমন কথা।’’ কুণাল এখানেও থামেননি তিনি বলেছিলেন, ‘‘দলে এক শ্রেণির নেতা রয়েছেন যাঁদের মনোভাব হল, আমিই আমৃত্যু সাংসদ বা বিধায়ক থেকে যাব, আর কিছু কর্মী রয়েছেন যাঁরা সারাজীবন ধরে আমার জন্য দেওয়াল লিখে যাবে।’’ এদিন অভিষেক বলেন, ‘‘তৃণমূলে ব্যক্তিগত মতের সুযোগ রয়েছে। কারণ, তৃণমূলে অভ্যন্তরীণ গণতন্ত্র রয়েছে।’’ অর্থাৎ কুণালের মন্তব্যকে কোনও ভাবে এড়িয়ে যাননি অভিষেক। বরং সম্ভবত বোঝাতে চেয়েছেন, কুণাল সঠিক প্রশ্নই তুলছেন। এ ব্যাপারে এদিন রাজস্থানের উদাহরণ দিয়েছেন অভিষেক। রাজস্থানে নবীন নেতা শচীন পাইলটের সঙ্গে প্রবীণ নেতা অশোক গেহলটের বিরোধ গত তিন বছর ধরে চলছে। অশোক গেহলট কোনও ভাবেই শচীনকে মুখ্যমন্ত্রী পদ ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন না। অভিষেক এদিন বলেন, ‘‘রাজস্থানে কংগ্রেস মাত্র ২ শতাংশ ভোটে বিজেপির কাছে হেরেছে। কংগ্রেসের এই প্রবণতা রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখতে চান কেউ কেউ। এই ভুল যদি ৬ মাস বা এক বছর আগে সংশোধন করা যেত তাহলে এই ভরাডুবি হত না।’’ তাঁর কথায়, প্রতিভাকে কখনওই গায়ের জোরে বা ষড়যন্ত্র করে চেপে রাখা যায় না। তার স্ফুরণ ঘটবেই। তা সে সিপিএম হোক বা বিজেপি হোক বা কংগ্রেস হোক- যে কোনও পার্টিই হোক না কেন! তৃণমূল সূত্রের মতে, লোকসভা ভোটে দলে প্রার্থী বাছাই নিয়েই সম্ভবত এই মতান্তরের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। অভিষেক অবশ্য বলেন, ‘‘প্রার্থী কাদের করা হবে তা দলনেত্রীই স্থির করবেন।’’ কিন্তু এও বলেন, ‘‘যে অনেকে নতুন তৃণমূলের কথা বলছেন। কিন্তু নতুন তৃণমূল মানে এই নয় যে সব কুড়ি বছর বয়সি নেতাদের নিয়ে দল চলবে। প্রবীণরা থাকবেন, তাঁদের অভিজ্ঞতার গুরুত্ব রয়েছে। কিন্তু নবীনদেরও প্রতিভা ও মেধা অনুযায়ী সুযোগ করে দিতে হবে।’’

পুরনো ঘোড়ায় লাগাম টানতে না পেরে ব্যর্থ রাহুল, হারল কংগ্রেস

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বরঃ তিন রাজ্যে কংগ্রেসের ভরাডুবি নিয়ে কাটাছেঁড়া শুরু হয়েছে। তাতে উঠে আসছে নানা দিক। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড় এবং রাজস্থানে কংগ্রেসের পরিস্থিতি যে এমনটা হতে পারে তা নিয়ে আগে থেকে কোনও আন্দাজ ছিল না। উল্টে তারা দুটি রাজ্যে বেশ আত্মবিশ্বাসী ছিল। ফলে প্রচারেও তাদের এই ফাঁকফোকরগুলো নজরে এসেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, প্রবীণদের উপর অত্যাধিক নির্ভর করেছেন রাহুল গান্ধি তার প্রভাবও ভোটের ফলে পড়েছে। মধ্যপ্রদেশে ‘অ্যান্টি-ইনকাম্বেন্সিতে’ জর্জরিত ছিল বিজেপি। তা এতটাই দৃশ্যমান ছিল যে, মুখ্যমন্ত্রী শিবারাজ সিং চৌহানকে প্রচারের মুখ করতে চায়নি দল। তা সত্ত্বে সেখানে ভাল ফল করতে পারেনি কংগ্রেস। প্রদেশ সভাপতি কমল নাথ মনে করেছিলেন, বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ, দুর্নীতি, কর্মসংস্থানের অভাব এই সবই কংগ্রেসকে জিতিয়ে দেবে। ফলে নিবিড় ভাবে প্রচারেও সেভাবে মন দেননি তিনি। কংগ্রেস সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি এমন কি ‘জন আক্রোশ যাত্রা’ এর বিরুদ্ধেও ছিলেন যা পার্টি শেষ পর্যন্ত সেপ্টেম্বরে দলীয় নেতাদের পীড়াপীড়িতে সাতটি রুট অথবা অঞ্চলে নিয়েছিল। নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য রণদীপ সুরজেওয়ালাকে নিয়োগ করার আগে মধ্যপ্রদেশে তিনজন এআইসিসি ইনচার্জকে পরিবর্তন করা হয়েছিল। মুকুল ওয়াসনিক এবং জেপি আগরওয়ালকে সরানোর জন্য অনুরোধ করা হয়, কারণ তারা প্রভাবশালী নাথের সঙ্গে পেরে উঠছিলেন না। রাহুল গান্ধি কমল নাথকে লাগাম দিতে পারেননি, যখন তিনি সুনীল কানোগুলুকে রাজ্যে কাজ করার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছিলেন এবং পরিবর্তে তার নিজস্ব সংস্থাগুলি কাজে লাগাতে চেয়েছিলেন। রাজস্থানে প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলটের সঙ্গে তর্কেও জিততে পারেননি রাহুল। কংগ্রেস নেতা ভোটে নতুন মুখকে প্রার্থী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গেহলট অনড় থাকেন তাঁর অনুগত বিধায়কদের দাঁড় করাতে, যাঁরা শচীন পাইলটের নেতৃত্বে বিদ্রোহে মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অন্য দিকে ছত্তিশগড়ে, মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেলের কৌশলে ‘অতি আস্থা’ অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের জন্য দায়ী করা হচ্ছে। কংগ্রেস সম্প্রদায়গুলিকে বিশেষভাবে প্রজেক্ট করার পরিবর্তে মুখ্যমন্ত্রীর আশ্বাসের উপর আস্থা রেখেছিল। যার উল্টোটা বিজেপি করে সাফল্য পেয়েছে।

শুভেন্দুর দাবি

মোদিজির সঙ্গে কথা হয়েছে, দরকারে বাংলায় ‘১ লক্ষ নিয়োগ হবে’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বরঃ রবিবার চার রাজ্যে বিধানসভা ভোটের ফল প্রকাশ হয়েছে। তেলঙ্গনা বাদে বাকি তিন রাজ্যে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে বিজেপি। তিন রাজ্যের জয়ে রবিবার থেকে বাংলাতেও ‘গেরুয়া সেলিব্রেশন’ শুরু হয়েছে। সোমবার আবার বিধানসভায় লাড্ডু-মিছিল করেছেন বিজেপির বিধায়করা। পরে বিকেলে রেড রোডে সভা করে বাংলায় বদলের ডাক দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। রেড রোডের সভায় শুভেন্দু এদিন বলেন, ‘‘অপেক্ষা করুন, লোকসভায় বাংলাতেও বিজেপির জয় জয়কার হবে। মোদিজির সঙ্গে কথা হয়েছে, উনি বলেছেন প্রয়োজনে বাংলার জন্য ১ লক্ষ রিক্রুট করবে।’’ এই যে ১ লক্ষ নিয়োগের কথা বলেছেন শুভেন্দু তা আর তিনি ব্যাখ্যা করেননি। পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, হয়তো কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের কথা বোঝাতে চেয়েছেন বিরোধী দলনেতা। পঞ্চায়েত ভোটের সময়ে ৮০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। উচ্চ আদালতের ওই নির্দেশের পরেও সময়ের মধ্যে পুরো বাহিনী পাঠাতে পারেনি দিল্লি। ভোটের দিন আবার সব বুথে দেখা যায়নি কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের। হতে পারে লোকসভা ভোটের জন্য

এখন থেকেই কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়ে রেখেছেন শুভেন্দুরা। শুভেন্দু এদিন আরও বলেন, ‘‘আর কয়েক মাসের অপেক্ষা। তারপরেই লোকসভা ভোট। শুধু কেষ্ট, বালু, মানিক, পার্থ, অপা নয়, আসল চোরও জেলে যাবে।’’ দুর্নীতি কাণ্ডে রামপুরহাট-১ সহ বেশ কয়েকজন বিডিওর নামোল্লেখ করে তাঁদেরও জেলবন্দি করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। এদিনের ভাষণে আগাগোড়ায় শুভেন্দুর আক্রমণের নিশানায় ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভায় চলছে শীতকালীন অধিবেশন। বিধিভঙ্গের অভিযোগে সম্প্রতি শুভেন্দুকে সাসপেন্ড করেন স্পিকার। তারই প্রতিবাদে এদিন প্রথমে বিধানসভা থেকে ওয়াকআউট করেন বিজেপি বিধায়করা। পরে বাবা সাহেব আম্বেদকর মূর্তির পাদদেশে ধর্নায় বসে পড়েন তাঁরা। রেড রোডের সভায় শুভেন্দু বলেন, ‘‘বিধানসভার ভিতরে আমার সঙ্গে লড়তে পারে না। তাই আমাকে মিথ্যে অভিযোগে সাসপেন্ড করল। গত বছরও এভাবে আমাকে সাড় পাঁচ মাস বাইরে রাখা হয়েছিল। এর হিসাব হবে।’’

কংগ্রেস হেরেছে মানুষ নয় মমতা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বরঃ হিন্দিবলয়ের তিন রাজ্যের ভোটে জিতেছে বিজেপি। তার পর থেকেই নরেন্দ্র মোদি সহ বিজেপি নেতারা দাবি করতে শুরু করেছেন, এ হল কেন্দ্রের সরকারের প্রতি মানুষের জনাদেশ। রাজ্যে জয়ের হ্যাট্রিক আসলে চব্বিশের হ্যাট্রিকেরই গ্যারান্টি। চব্বিশ ঘণ্টা পর এ ব্যাপারে মুখ খুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘এটা কংগ্রেসের হার, মানুষের পরাজয় নয়। বাবুরা একটা বেশি পেয়েছে (পড়ুন রাজ্য) আর কংগ্রেস একটায় হেরেছে একটা পেয়েছে। কংগ্রেসের থেকে ছত্তীসগড় আর রাজস্থান নিয়ে নিয়েছে। আবার কংগ্রেস তেলঙ্গনায় জিতেছে।’’ ভোট শতাংশের হিসাবে দেখা গিয়েছে, মধ্যপ্রদেশে কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে ৮ শতাংশ ভোটের ফারাক রয়েছে। কিন্তু রাজস্থানে বিজেপি ও কংগ্রেসের মধ্যে ভোটের ফারাক মাত্র ২ শতাংশ আর ছত্তীসগড়ে ৪ শতাংশ। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়, ‘‘ইন্ডিয়া জোটের শরিকরা কেউ না কেউ ভোট কেটেছে। সেই জন্য বলছি আসন সমঝোতা করলে এটা হত না।’’ তৃণমূলনেত্রী আরও বলেন, ‘‘আমি এখনও মনে করি আসন সমঝোতা করলে চব্বিশ সালে বিজেপি আসবে না। ইন্ডিয়া জোট একসঙ্গে কাজ করবে। কিছু ভুল থাকলে শুধরে নেবে।’’ রাজস্থানের ভোট ফলাফলের উদাহরণ টেনে মমতা বলেন, ‘‘রাজস্থানে ভোটের ফারাক খুব কম। ৩৯ আর ৪২। অথচ ১২ শতাংশ ভোট কেটে নিয়েছে আমাদের ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থীরাই। এর জন্য শুধু রাজস্থানেই ৭০টা আসন জিতে গেছে বিজেপি। সুতরাং শুধু প্রচার করলেই হয় না,আর বক্তৃতা দিলেই হয় না। স্ট্র্যাটেজিটা ঠিক করতে হয়। স্ট্র্যাটেজি ঠিক করলেই সব ঠিক হবে।’’ তৃণমূলনেত্রী এদিন বোঝাতে চেয়েছেন, বিজেপির বিরুদ্ধে যে যেখানে শক্তিশালী সে সেখানে লড়বে। তবে কোনওভাবেই বিজেপি বিরোধী ভোট ভাগ করা যাবে না। তা যে কোনও মূল্যে ঠেকাতে হবে। একের বিরুদ্ধে এক লড়াই হলেই বিজেপির রথ আটকে দেওয়া যেতে পারে। পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, হিন্দিবলয়ের তিন রাজ্যে কংগ্রেস কখনও বসপা বা সপা কিংবা বামেদের সঙ্গে জোট করেনি। একাই চলেছে। কারণ, সামগ্রিক ভাবে এই সব দলগুলির কোনও একটি বা দুটি আসনেও বড় প্রভাব নেই। বিক্ষিপ্ত ভাবে কিছু ভোট রয়েছে মাত্র। কিন্তু কংগ্রেস

হারতেই এখন ইন্ডিয়া জোটের শরিকরা কৌশলগত ভাবে আসন সমঝোতার প্রসঙ্গ তুলছেন। কারণ, কংগ্রেস এখন দুর্বল হয়েছে। মনোবলও দুর্বল। তাই আসন সমঝোতার জন্য চাপ বাড়াতে চাইছেন নীতীশরা। এদিন বিধানসভার অধিবেশনে একাধিক বিষয়ে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘৮০০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। প্রায় পৌনে ৯ কোটি মানুষ এতে কভার পাচ্ছেন। কিছু অভিযোগ এসেছে। রেগুলেটরি কমিশন অভিযোগ পেয়েছে, ৫৫ হাসপাতাল, ৬৩ নার্সিংহোমের অভিযোগ নিষ্পত্তি হয়েছে। ৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়েছে। অনেকের লাইসেন্স বাতিল হয়েছে।’’ তিনি আরও বলেন, ‘‘স্বাস্থ্যসাথী কার্ড চিকিৎসা না করে ফিরিয়ে দিলে হবে না। এটা আমাদের স্বপ্নের প্রকল্প। বাংলায় শিশু মৃত্যুর হার সবচেয়ে কম। প্রসূতিদের জন্য আমরা ট্রানজিট ক্যাম্প করেছি। ৩০ হাজার শিশুকে বিনামূল্যে হার্ট অপারেশন। কয়েক লক্ষ মানুষকে চোখের আলোয় চশমা দেওয়া হয়েছে। ৪২ মাল্টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল।’’ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের টাকা বন্ধ করে দিয়েছে। বলেছে গৈরিকীকরণ করতে হবে। দলের রং তো ভোটে চলে। আমি তো সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের রং দলের রঙে করিনি। আমি নীল সাদা করেছি। আকাশের রঙ ওটা।’’ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রকল্পের উন্নয়ন প্রসঙ্গে মমতা আরও বলেন, ‘‘কাল আমি নিজে দেখেছি লক্ষ লক্ষ মানুষ হস্তশিল্প মেলায়। আমাদের হাতের শিল্প আমাদের সম্পদ। যত খুচরো বিক্রি বাড়বে। তত ভাল হবে। স্বনির্ভর গোষ্ঠী আজ অনেক কাজ করছে। এটা আমাদের সেরা গ্রুপ। আমাদের ইকনমি গ্রোথ বেড়েছে। উৎকর্ষ বাংলার মাধ্যমে অনেক প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। অনেক চাকরি হচ্ছে। খুব ভাল কাজ হচ্ছে। প্রশিক্ষণ দেওয়ায় আমরা দেশে এক নম্বর।’’ মমতা তাঁর ভাষণে বলেন, ‘‘আত্মনির্ভরশীলতা, আত্মসম্মান আমাদের কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। আমরা ক্ষমতায় এসে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি করেছি। আগের সেল্ফ হেল্প গ্রুপে যে সংখ্যক মহিলা যুক্ত ছিলেন, এখন তা আরও বেড়েছে। ২ হাজার কোটি বাম আমলে বিনিয়োগ ছিল। এখন ৯২ হাজার কোটি। সরকার সাহায্য করছে। পুরুষ ও মহিলার ভাগ দেখা হচ্ছে না। বাংলা এগিয়েছে। বাংলা মেলা দেখতে ভালোবাসে।’’

‘আমরা নিজেরাই নিজেদের নিয়ে গর্ব করতে ভুলে যাচ্ছি’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বরঃ সোমবার বিধানসভায় উদ্বোধন হল অত্যাধুনিক মিউজিয়ামের। উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিধানসভা তৈরির সময় থেকে এখনও পর্যন্ত বিধানসভার অভ্যন্তরের নানা সময়ের ইতিহাসকে ধরে রাখতেই এই উদ্যোগ। সেখানে বিভিন্ন স্থাপত্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে বাংলার ইতিহাস। শিল্পীদের কাজের প্রশংসা করতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘‘গায়ের ঘামটাও ফুটিয়ে তুলেছেন। শিরা, উপশিরাও বোঝা যাচ্ছে। কী সৃষ্টি করেছেন শিল্পীরা!’’ আগামীদিনে মিউজিয়ামে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নজরুল ইসলামের মূর্তিও রাখার অনুরোধ জানান তিনি। বিধানসভার ফাঁকা জমিতে গড়ে তোলা হয়েছে এই পাঁচতলা মিউজিয়াম। বিধানসভা ও পরিষদীয় রাজনীতির ইতিহাসকে ধরে রাখতেই এই উদ্যোগ। বিধানসভাকে ঘিরে রাখা বিভিন্ন জিনিস, ঐতিহাসিক নথি থাকবে এখানে। বিধানসভায় ঘটে যাওয়া ঐতিহাসিক ঘটনা, সভার কার্যবিবরণীও থাকবে এই মিউজিয়ামে। রাজনৈতিক তর্ক, সওয়াল-জবাব সবই সংরক্ষণ করা হবে। থাকছে লাইব্রেরিও। মিউজিয়ামের মধ্যে থাকবে অডিটোরিয়াম, অডিও-ভিজুয়াল রুম, ডিজিটাল রেকর্ডস রুম। বহু ইতিহাস আর ইতিহাস বদলের সাক্ষী এই বিধানসভা। সে সবই রাখা হচ্ছে এই মিউজিয়ামে। থাকছে অত্যাধুনিক টাচ

স্ক্রিন প্রযুক্তিও। স্ক্রিনে স্পর্শ করলেই ফুটে উঠবে রাজ্যের অনেক অজানা কাহিনী। মিউজিয়ামে ঢোকার জন্য শিক্ষার্থীদের কোনও খরচ করতে হবে না। আই কার্ড দেখিয়ে বিনামূল্যে এই মিউজিয়ামে ঢুকতে পারবেন তাঁরা। বাংলার সংস্কৃতি, স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার ভূমিকা এ সব সম্পর্কে বলতে গিয়ে কিছুটা আক্ষেপের সুরে মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, ‘‘বাংলাকে নিয়ে গর্ব করার মতো কত কিছু আছে। কিন্তু আমরা নিজেরাই নিজেদের নিয়ে গর্ব করতে ভুলে যাচ্ছি। বরং নিজেরা নিজেদের বেশি সমালোচনা করছি।’’

এসএসসি মামলায় আরও তৎপরতা, ‘সুপ্রিম’ নির্দেশ মিলতেই জরুরি ভিত্তিতে শুনানি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বরঃ নিয়োগ দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলা চলছে দীর্ঘদিন ধরে। মাসের পর মাস আদালতের দরজায় ঘুরছেন চাকরি প্রার্থীরা। মামলার ভিত্তিতে অনেককে গ্রেফতার করা হয়েছে ঠিকই, তবে বঞ্চিতরা এখনও সেই আঁধারেই রয়েছেন। তাঁদের একটাই দাবি, স্কুলে যেতে চাই, নিয়োগ চাই। মামলার পর মামলায় হতাশা আরও বেড়েছে তাঁদের। তাই এবার সুপ্রিম নির্দেশে শুরু হয়েছে তৎপরতা। মামলার নিষ্পত্তি করার সময় বেঁধে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। এবার হাইকোর্টে নতুন ডিভিশন বেঞ্চে এসএসসি সংক্রান্ত মামলার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন নিয়োগ মামলার আইনজীবীরা। সোমবার আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন চাকরিপ্রার্থীদের আইনজীবীরা। জরুরি

ভিত্তিতে শুনানির আবেদন জানানো হয়েছে। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছে বিচারপতি দেবাংশু বসাকের ডিভিশন বেঞ্চ। কবে শুনানি হবে আদালতের তরফ থেকে ঠিক করে জানানো হবে। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ ছিল দ্রুত সিবিআই তদন্ত শেষ করতে হবে ও নিয়োগ সংক্রান্ত সব মামলার নিষ্পত্তি করতে হবে। সেই নির্দেশ মতো হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস শিবজ্ঞানম এসএসসি সংক্রান্ত মামলা শুনানির জন্য নতুন বেঞ্চ গঠন করেছেন। সেই বেঞ্চেই হবে শুনানি। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগেই সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি অনিরুদ্ধ বোস এবং বিচারপতি বেলা এম ত্রিবেদীর ডিভিশন বেঞ্চে ছিল নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার শুনানি। সব মামলা হাইকোর্টে পাঠিয়ে দিয়েছে শীর্ষ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল, ৬ মাসের মধ্যে শুনানি শেষ করতে হবে, সিবিআই-কেও বলা হয়েছে সব মামলার তদন্ত ২ মাসের মধ্যে শেষ করতে হবে।

নীল-সাদা রঙেই আটকে ৭৮৮ কোটি টাকা, রাজ্যকে শর্ত মনে করাল কেন্দ্র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বরঃ তিন রাজ্যে উঠেছে গেরুয়া ঝড়। আর সেই ফলাফলের দিনই রাজ্য সরকারকে ‘রং’ নিয়ে বার্তা দিল মোদি সরকার। নীল-সাদা রং না বদলালে মিলবে না জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের বরাদ্দ। রাজ্যকে আরও একবার এ কথা মনে করিয়ে দিল কেন্দ্রীয় সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে বরাদ্দ আটকানোর বিষয়ে অভিযোগ জানিয়েছিল রাজ্য। এই খাতে পাওনা ৭৮৮ কোটি টাকা চেয়ে সম্প্রতি চিঠি দিয়েছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব। হাসপাতালের জেনারেটর চালানোর তেলও প্রায় জুটবে না, এমনই অবস্থা। সেই কারণেই দিন কয়েক আগে মুখ্যমন্ত্রী নিজে প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি দেন। রবিবার মুখ্যমন্ত্রীর দাবি শুধু খারিজ করা হয়েছে, তাই নয়। প্রেস বিবৃতি জারি করে নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছে কেন্দ্র। কেন্দ্রের স্পষ্ট বার্তা, বরাদ্দ পাওয়ার জন্য জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের যে চুক্তি ছিল, তা মেনে কাজ করেনি বাংলা। মানা হয়নি ডিপার্টমেন্ট অব এক্সপেন্ডিচারের দেওয়া

গাইডলাইনও। বারবার শর্তের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার পরও নিরুত্তাপ থেকেছে পশ্চিমবঙ্গ। তাই টাকা যে দেওয়া হবে না, সেটা আরও একবার জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আসলে বাংলায় সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের রং নীল-সাদা। জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের চুক্তি অনুযায়ী এই সব বিল্ডিং-এর রং হওয়ার কথা ছিল, হলুদ। শুধু তাই নয়, বাংলায় এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের নাম সুস্বাস্থ্য কেন্দ্র। কেন্দ্রের শর্ত অনুসারে নাম হওয়ার কথা ছিল আয়ুস্মান ভারত-হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য এ বিষয়ে সাফাই দিয়েছিলেন চিঠিতে। তিনি দাবি করেছিলেন, ২০১১ সাল থেকে তৈরি হওয়া প্রায় ১১ হাজার হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টার লক্ষাধিক মানুষকে পরিষেবা দিচ্ছে। সেই সময় থেকেই সেগুলি নীল-সাদা। এখন ১১ হাজার ভবনের রং করতে গেলে বিপুল টাকা খরচ হবে। রং ভিত্তিক ব্র্যান্ডিংয়ের শর্ত তাই বাদ দেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছিল। তবে সেই চিঠিতে চিঁড়ে ভেজেনি। উল্লেখ্য, ব্র্যান্ডিংয়ের গাইডলাইন জারি হয়েছিল ২০১৮ সালে। বাংলা সহ সব রাজ্যেই তাতে মউ স্বাক্ষর করে। ২০২৩ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে গাইডলাইন সুনিশ্চিত করার সময়সীমা ছিল। সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও বাংলা কেন্দ্রের নির্দেশিকা না মানায় ১১ এপ্রিলের পর ৩ নভেম্বর ফের চিঠি দেয় কেন্দ্র। তাতেও কোনও লাভ হয়নি। শুধু তাই নয়, স্বাস্থ্য মন্ত্রকের সেন্ট্রাল কাউন্সিলের বৈঠকেও গরহাজির ছিল বাংলা। ২০২২ সালের মে মাসে গুজরাটে যে বৈঠক হয়েছিল, সেখানে কোনও প্রতিনিধি পাঠায়নি একমাত্র পশ্চিমবঙ্গই।

গোয়ালপোখরে কাফ সিরাপ পাচারের সময় বিএসএফের গুলিতে জখম বাংলাদেশি

ইসলামপুর, ৪ ডিসেম্বর ঃ দক্ষিণ দিনাজপুরের গোয়ালপোখরের নরগাঁও বিওপি এলাকায় কাফ সিরাপ পাচারের সময় বিএসএফের গুলিতে জখম এক বাংলাদেশি পাচারকারী। তার নাম জহিরুল ইসলাম। বাড়ি বাংলাদেশর ঠাকুরগাঁও জেলার গেরওয়াডাঙ্গি এলাকায়। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার ভোরে নরগাঁও বিওপি এলাকায় কয়েকজন বাংলাদেশি কাফ সিরাপ পাচারের চেষ্টা করছিল। সেইসময় বিএসএফ জওয়ানরা ওই বাংলাদেশি পাচারকারীদের আটকানোর চেষ্টা করলে পালটা তাঁদের ওপর ধারাল অস্ত্র নিয়ে চাাও হয় পাচারকারীরা। আত্মরক্ষার্থে বিএসএফ জওয়ানরা গুলি চালায়। সেইসময় এক পাচারকারী গুলিতে জখম হয়। তাকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে কর্তব্যরত চিকিসক তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করে। পাচারকারীদের হামলায় এক বিএসএফ জওয়ানও আহত হয়েছেন বলে বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

অ্যাতলেটিকো মাদ্রিদকে হারিয়ে তিনে উঠে এল বার্সেলোনা

বার্সেলোনা, ৪ ডিসেম্বর ঃ অ্যাতলেটিকো মাদ্রিদ ছেড়ে গতবার বার্সেলোনায় যোগ দিয়েছিলেন সেই পর্তুগিজ তারকা ফুটবলার জোয়াও ফেলিক্স-ই জিতিয়ে. দিলেন বার্সেলোনাকে। দারুন এক উপভোগ্য ম্যাচ অলিম্পিক স্টেডিয়ামে রবিবার রাতে দেখল কয়েক লক্ষ দর্শক। সফরকারীদের ১-০ গোলে হারিয়ে জয় পেয়েছে স্বাগতিক বার্সেলোনা।১৫ ম্যাচে ১০ জয় ও ৪ ড্রয়ে বার্সেলোনার পয়েন্ট ৩৪। এক ম্যাচ কম খেলে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে চারে নেমে গেল অ্যাতলেটিকো মাদ্রিদ। বার্সেলোনার সমান ১৫ ম্যাচে ৩৮ পয়েন্ট করে নিয়ে জিরোনা দুইয়ে এবং রিয়াল মাদ্রিদ শীর্ষে অবস্থান করছে।

জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সুতিঃবিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি সহ নানাবিধ দাবি নিয়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালো বিড়ি শিল্পে যুক্ত সাতটি ট্রেড ইউনিয়ন। গত রবিবার বিকেলে বিড়ি শ্রমিকদের নিয়ে মুর্শিদাবাদেরস্তুতির সাজুর মোড় এলাকায় ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে দেয় ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ। প্রায় ১৫ মিনিট ধরে চলে এই অবরোধ। এদিকে শুধু অবরোধই নয়, সাজুর মোড় এলাকায় বিড়ি শ্রমিকদের নিয়ে একটি সভাও করে ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ। সভায় বিভিন্ন প্রান্ত থেকে কয়েক শতাধিক মহিলা বিড়ি শ্রমিকের পাশাপাশি সাধারন মানুষ উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন CITU, INTUC, AITUC, UTUC, AIUTUC, FITU এর নেতৃবৃন্দ। পাশাপাশি সভা ও অবরোধ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন যৌথ সংগ্রাম কমিটির উত্তরবঙ্গের কনভেনর মোহাম্মদ আজাদ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। অবিলম্বে বিড়ি শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি না হলে আগামীদিনে বিড়ি কোম্পানির মালিকদের বাড়ির সামনে ধর্নায় বসার হুশিয়ারি দেন বিড়ি শিল্পের সঙ্গে যুক্ত সাতটি ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দ।

অন্ধ্রপ্রদেশের পালনাড়ুর কারিশমা সুপার মার্কেটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, বিপুল পরিমানে ক্ষয়ক্ষতি

অমরাবতী, ৪ ডিসেম্বর ঃ অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের পালনাড়ুর কারিশমা সুপার মার্কেটে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। রবিবার মাঝরাতে আগুন লাগে। আগুন নেভায় দমকলের কর্মীরা। যদিও এই অগ্নিকাণ্ডে কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। আগুন লাগার পর দমকলে খবর দেওয়া হয়, দমকলের ইঞ্জিন এসে আগুন নেভানোর কাজ করে।আগুনে সুপার মার্কেটের অনেক জিনিসপত্র ও সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। আগুনে পুড়ে সুপার মার্কেটের প্রায় ৩ কোটি টাকার সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এর আগে অন্ধ্রপ্রদেশের নানদয়াল জেলায় অগাস্ট মাসে একটি শপিং কমপ্লেক্সে আগুন ধরে গিয়েছিল। তার ফলে প্রায় ১৫টি দোকান আগুনে পুড়ে গিয়েছিল।

মহিলা, যুবক, কৃষক ও দরিদ্রদের ক্ষমতায়নই দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চাবিকাঠিঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর ঃ মহিলা, যুবক, কৃষক ও দরিদ্রদের ক্ষমতায়নই দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চাবিকাঠি। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রাক্কালে সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেছেন, নেতিবাচকতা প্রত্যাখ্যান করেছে দেশ। এটা আমার বিরোধী দলের বন্ধুদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ। পরাজয়ের (বিধানসভা নির্বাচনে) ক্ষোভ প্রকাশ করার পরিবর্তে, তাঁদের উচিত এই পরাজয় থেকে শিক্ষা নেওয়া এবং গত ৯ বছর ধরে বিদ্যমান নেতিবাচকতার ধারণা পরিহার করা এবং ইতিবাচকতার সঙ্গে অধিবেশনে যাওয়া। দেশও তাঁদের (বিরোধীদের) প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করবে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, যখন সুশাসন থাকে, তখন ক্ষমতাবিরোধী শব্দটি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। মোদীর কথায়, যারা জনগণের জন্য কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, তাঁদের জন্য উসাহব্যাঞ্জক বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন যে, আমরা সকলের সহযোগিতা কামনা করছি। এবারও, প্রক্রিয়াটি হাতে নেওয়া হয়েছে...আমি আমাদের সমস্ত সাংসদদেরও অনুরোধ করছি, জনগণের আকাঙ্ক্ষা এবং উন্নত ভারতের ভীত মজবুত করার জন্য এই গণতন্ত্রের মন্দির অপরিহার্য। প্রসঙ্গত, সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার পর, লোকসভার ভিতরে এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর উপস্থিতিতেই বিজেপি সাংসদরা স্লোগান দিতে থাকেন, তিসরি বার মোদী সরকার এবং বার বার মোদী সরকার।

সংসদে যে কোনও বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুত সরকারঃঅর্জুন রাম মেঘওয়াল

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর ঃ সংসদে যে কোনও বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুত রয়েছে সরকার। সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিন এই বার্তা দিয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। সোমবার সংসদ চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেছেন, আজ শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিন। বিরোধী দল কোনও বিষয়ে আলোচনা করতে চাইলে নোটিশ দিতে পারেন। লোকসভার স্পিকার এবং রাজ্যসভার চেয়ারম্যান যে বিষয়েই সিদ্ধান্ত নিন না কেন, সরকার সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত।বিরোধীদের উদ্দেশ্যে ফলপ্রসূ আলোচনার আহ্বান জানিয়ে অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেছেন, আমরা ফলপ্রসূ অধিবেশন চাই। আমি বিরোধীদের অনুরোধ করছি, তাঁরা যে বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করতে চান, সে বিষয়ে নোটিশ দিন। সরকার প্রতিটি বিষয়ে আলোচনা করতেপ্রস্তুত। প্রসঙ্গত, ৪ ডিসেম্বর থেকে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হয়েছে। শীতকালীন অধিবেশন চলবে আগামী ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। মোট কাজের দিন ১৫টি।

বিজেপির জয়কে গুরুত্ব দিচ্ছেন না মায়াবতী, ১০ ডিসেম্বর লখনউ-তে বৈঠক ডাকল বিএসপি

লখনউ, ৪ ডিসেম্বর ঃ রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ ও ছত্তিশগড়ে বিজেপির 'অভূতপূর্ব' জয়কে গুরুত্ব দিচ্ছেন না বহুজন সমাজ পার্টির প্রধান মায়াবতী। সোমবার বিএসপি প্রধান মায়াবতী এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, ভীমরাও আম্বেদকরের জীবন সংগ্রাম থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। মায়াবতী এদিন নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, দেশের চারটি রাজ্যে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হওয়া নির্বাচনের ফলাফল যখন একটি দলের পক্ষে একতরফা হয়েছে, তখন সকলের সন্দেহ, বিস্ময় ও উদ্বিগ্ন হওয়া স্বাভাবিক, কারণ নির্বাচনের পুরো পরিবেশ বিবেচনায় এমন একটি অদ্ভুত ফলাফল মানুষের গলার নিচে নামানো খুব কঠিন। মায়াবতী আরও লেখেন, পুরো নির্বাচনের পরিবেশ ছিল ভিন্ন এবং জোরদার টক্করের। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং সম্পূর্ণ একতরফা হওয়া এমন একটি রহস্যময় বিষয় যার জন্য গভীর চিন্তাভাবনা এবং এর সমাধান প্রয়োজন।মায়াবতী এক্স হ্যান্ডেলে আরও জানান, বিএসপি-র সমস্ত সদস্য এই নির্বাচনে শরীর, মন, অর্থ এবং শক্তি দিয়ে লড়েছিল, যা বাতাবরণে নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছিল, তবে তাদের এমন অদ্ভুত ফলাফলে হতাশ হওয়া উচিত নয় বরং পরম শ্রদ্ধেয় বাবা সাহেবের জীবন সংগ্রামের দ্বারা অনুপ্রেরণা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। মায়াবতী এরপর এক্স-এ লেখেন, এই নির্বাচনী ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে, গ্রাউন্ড রিপোর্ট এবং লোকসভা নির্বাচনের নতুন প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনার জন্য ১০ ডিসেম্বর লখনউতে দলের একটি সর্বভারতীয় বৈঠক ডাকা হবে।

তেলেঙ্গানার ডিন্ডিগুলে ভেঙে পড়ল প্রশিক্ষণ বিমান দু'জন পাইলটের মৃত্যু, ব্যথিত রাজনাথ সিং

হায়দরাবাদ, ৪ ডিসেম্বর ঃ তেলেঙ্গানার ডিন্ডিগুল জেলায় ভেঙে পাল ভারতীয় বায়ুসেনার একটি প্রশিক্ষণ বিমান। ডিন্ডিগুলে এয়ার ফোর্স একাডেমিতে প্রশিক্ষণের সময় সোমবার সকাল ৮.৫৫ মিনিট নাগাদ পাইলেটুস প্রশিক্ষণ বিমান ভেঙে পড়ে, এই ঘটনায় ভারতীয় বায়ুসেনার দুই পাইলটের মৃত্যু হয়েছে। দু'জন পাইলটের মধ্যে একজন পাইলট এবং অপরজন প্রশিক্ষক।বায়ুসেনার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, একটি পাইলেটুস পিসি ৭ এমকেক্ক বিমান সোমবার সকালে হায়দরাবাদ থেকে একটি নিয়মিত প্রশিক্ষণের সময় দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়েছে। বিমানে থাকা দু'জন পাইলটের মৃত্যু হয়েছে। মাটিতে আছড়ে পড়ার পর বিমানটিতে আগুনও ধরে যায়। সাধন নাগরিক জীবন অথবা সম্পত্তির কোনও ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। দুর্ঘটনার কারণ জানতে কোর্ট অফ ইনকোয়ারির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।বিমান দুর্ঘটনায় দু'জন পাইলটের মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। ব্যথিত রাজনাথ সিং নিজের এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, হায়দরাবাদের কাছে এই দুর্ঘটনায় মর্মাহত। এটা খুবই দু ঃখজনক যে দু'জন পাইলট প্রাণ হারিয়েছেন। এই দু ঃসময়ে. শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা।

জাতীয় সঙ্গীত মামলায় হাই কোর্টের দ্বারস্থ ১০ বিজেপি বিধায়ক

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বরঃবিধানসভায় জাতীয় সঙ্গীত অবমাননা মামলায় এফআইআরকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন ১০ জন বিজেপি বিধায়ক। তাঁরা এই মামলায় দ্রুত শুনানির আর্জি জানিয়েছেন। আবেদন মঞ্জুর করে মামলার অনুমতি দেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। সোমবার দুপুরেই মামলার শুনানি।বিজেপির ১১ জন বিধায়কের বিরুদ্ধে বিধানসভায় জাতীয় সঙ্গীত অবমাননার অভিযোগ জমা পড়েছিল স্পিকারের কাছে। স্পিকার তা কলকাতা পুলিশকে পাঠিয়ে দেন। এর পরেই বিজেপি বিধায়কদের নোটিস ধরায় লালবাজার। আগামী ৫ ডিসেম্বর তাঁদের হাজিরাও দিতে বলা হয় কলকাতা পুলিশের সদর দফতরে। তার আগে সোমবারই এফআইআরকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে উচ্চ আদালতে গেল বিজেপি।গত মঙ্গলবার থেকে বিধানসভায় বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করছে তৃণমূল। বুধবার সেখানে হাজির ছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর নেতৃত্বে বিধানসভার অম্বেডকর মূর্তির পাদদেশে ধর্নায় বসেন শাসকদলের মন্ত্রী, বিধায়কেরা। ওই একই সময়ে তৃণমূলের বিক্ষোভস্থল থেকে মাত্র ৫০ মিটার দূরে বিধানসভার সিঁড়িতে বসে পাল্টা বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন বিজেপি বিধায়কেরা। তুলছিলেন সরকার-বিরোধী স্লোগান।তৃণমূল বিধায়কেরা জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার সময়েও বিজেপি শিবির থেকে স্লোগান শোনা যাচ্ছিল বলে অভিযোগ। এ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জাতীয় সঙ্গীত অবমাননার অভিযোগ তোলেন। পরে বিধানসভার পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, উপ মুখ্যসচেতক তাপস রায় ১২ জন বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে বিধানসভার স্পিকারের কাছে একটি অভিযোগপত্র জমা দেন।

বেহালা শরৎ সদনে 'বেহালা যাদুবিন্দু' নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ শীর্ষক এক অনবদ্য অনুষ্ঠান

কলকাতাঃ গত ৩রা ডিসেম্বর বেহালা শরৎ সদনে 'বেহালা যাদুবিন্দু' নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ শীর্ষক এক অনবদ্য অনুষ্ঠান উপস্থাপিত করে। 'প্রাচীন বাঙলা গান ও রবীন্দ্রসংগীত ' ছিল এই অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তু । রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে বাউল, সারি , কীর্তন মিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন তা' সবাই জানেন। কিন্তু কৈশোরকালে শোনা ও শেখা (কিশোরী চাটুজ্জের কাছে দাশরথী রায়ের পাঁচালি) ঢপ কীর্তন, মনোহরশাহী কীর্তন, গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রার গান, দাশরথি রায়ের পাঁচালি, হরিনাথমজুমদার (

কাঙাল ফিকিরচাঁদ), গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাটকের গান, তরজার সুর, ভাওয়াইয়া, গোপাল উড়ের গান কিভাবে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতভাবে রবীন্দ্রসংগীতে মিশেছে তারই তথ্য সমৃদ্ধ উদাহরণ 'বেহালা যাদুবিন্দু' পরিবেশন করে। তথ্য, ভাষ্য, বিন্যাস ও পরিকল্পনা এক কথায় অনবদ্য। সঙ্গীত পরিচালক শ্রী রাম জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে এক মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠান শ্রোতাদের কাছে উপস্থাপিত হয়। উল্লেখযোগ্য সম্মেলক গান। তবে লয়ের ব্যাপারে আরও সচেষ্ট হলে ভাল হতো। একক গানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আলোক রায় (ভাওয়াইয়া), রীতা ব্যানার্জী, মিতালি গোস্বামী, দেবীপ্রসাদ রায়, ও রুণা নস্কর। প্রত্যেককে নিজ নিজ গানে মুন্সিয়ানা দেখিয়েছেন। ভাষ্য পাঠে মৌমিতা আদক অনবদ্য। যন্ত্র শিল্পীদের মধ্যে তবলায় শঙ্কর সাহা ও এস্রাজে দেবাশিস হালদার শ্রোতাদের মন কেড়েছে। যাদুবিন্দুর সঙ্গীত পরিচালক রাম জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয় এরকম এক অজানা তথ্যসমৃদ্ধ অনুষ্ঠান শ্রোতাদের উপহার দেওয়ার জন্য।

যাদবপুরের সমাবর্তন নিয়ে তৈরি হল অনিশ্চয়তা

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর ঃ যাদবপুরের সমাবর্তন নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছিল রাজ্য। এ বার সমাবর্তন অনুষ্ঠান নিয়ে অনিশ্চয়তা খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সিদ্ধান্তকে ঘিরেও!রাজভবন সূত্রে খবর, যাদবপুরে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান নিয়ে সন্তুষ্ট নন রাজ্যপাল। আর সেই ই তিনি সমাবর্তন নিয়ে বৈঠকের অনুমতি দেননি।সমাবর্তন নিয়ে রাজ্যের যুক্তি ছিল, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যের বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ার নেই। ফলে অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ সমাবর্তন নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না জানিয়ে সেই অনুষ্ঠানে সায় দেয়নি রাজ্য। এ বার সমাবর্তন নিয়ে অসম্মতির ইঙ্গিত দিলেন রাজ্যপাল। যদিও বোসের যুক্তি অন্য।প্রতি বছর ২৪ ডিসেম্বর দিনটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের জন্য ধার্য রয়েছে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আগে ' বৈঠক করেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সমাবর্তন নিয়ে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেখানেই। কিন্তু এ বার বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে কোর্ট বৈঠকের অনুমতি চাওয়া হলেও রাজ্যপাল তা দেননি। কোর্ট বৈঠক না হলে সমাবর্তন হওয়াও সম্ভব নয়। ফলে সমাবর্তনের ভাগ্য ঝুলেই রইল।

জম্মু কাশ্মীরের রাজৌরি, পুঞ্চে ব্যাপক তল্লাশি, আটক ৩ জন

জম্মু, ৪ ডিসেম্বর ঃ নিরাপত্তা বাহিনী সোমবার জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি এবং পুঞ্চ জেলায় অভিযান চালিয়ে তিনজনকে আটক করেছে। সোমবার পুলিশ আধিকারিক সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। রাজৌরি এবং পুঞ্চ জেলার জঙ্গলে সন্দেহভাজন সন্ত্রাসবাদীদের নির্মূল করার জন্য নিরাপত্তা বাহিনী ব্যাপক অনুসন্ধান অভিযান শুরু করেছিল, তারপরই তিনজন ধরা পড়ে।আধিকারিকরা জানিয়েছেন, রাজৌরির বুধল, থানামান্ডি, সন্দরবানী, কালাকোট এবং পুঞ্চের মেনধারের বিভিন্ন অংশে পুলিশ, সেনাবাহিনী এবং সিআরপিএফের যৌথ অনুসন্ধান অভিযান চলছিল। রবিবার রাতের দিকে বুধলের বারোতে নামক স্থান থেকে তিনজনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করা হয়।সোমবার সকাল থেকে মুরাদপুর, বাথুনী, ঘাই ভাওয়াল (সুন্দরবানি), কালাকোটে তাত্তা পানি ব্রোহ, মানজাকোটে গম্ভীর মুগলান এবং রাজৌরির রাজধানী-থানামান্ডিতে তল্লাশি চলছে। আধিকারিরা জানিয়েছেন, নিরাপত্তা বাহিনী পুঞ্চ জেলার মেনধার সেক্টরের নিয়ন্ত্রণ রেখা (এলওসি)-র কাছে গুরসাই, জাবরানওয়ালি গালি, সারুতি এবং আরি গ্রামেও চিরুনি তল্লাশিতে নিযুক্ত রয়েছে।

রাধিকাপুর এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনা, বাতিল ও রুট বদল বেশ কয়েকটি ট্রেনের

মুর্শিদাবাদ, ৪ ডিসেম্বর ঃআপ রাধিকাপুর এক্সপ্রেস (১৩১৪৫) দুর্ঘটনার কবলে পড়ায় উত্তরবঙ্গগামী বেশ কয়েকটি ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। পথ বদল করা হয়েছে বেশ কয়েকটি ট্রেনের।আপাতত ডাউন রুটে ট্রেন চলাচল শুরু হলেও আপ রুটে সোমবার প্রায় দুপুরেও দাঁড়িয়ে রয়েছে রাধিকাপুর এক্সপ্রেসের ইঞ্জিন। ইঞ্জিন সরানোর কাজ চলছিল সেই সময়। জোরকদমে চলে উদ্ধার কাজ। অন্যদিকে, আপ রাধিকাপুর এক্সপ্রেসের যাত্রীদের স্পেশাল ট্রেনে নিউ ফরাক্কা স্টেশনে নিয়ে গিয়ে অন্য ট্রেনের মাধ্যমে পাঠানো হয় গন্তব্যস্থলে।রবিবার রাত ১টা ৩০

ভোটে হারই বিরোধীদের কাছে সুবর্ণ সুযোগঃ প্রধানমন্ত্রী, সংসদে 'ক্ষোভ' না-দেখানোর অনুরোধ

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর ঃ ভোটে হারই বিরোধীদের কাছে সুবর্ণ সুযোগ। পরাজয়ের জন্য (বিধানসভা নির্বাচনে) ক্ষোভ প্রকাশ করার পরিবর্তে, তাঁদের উচিত এই পরাজয় থেকে শিক্ষা নেওয়া। বিরোধীদের উদ্দেশে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়ে বলেছেন, নেতিবাচকতা প্রত্যাখ্যান করেছে দেশ। সোমবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরুর আগে সংসদ চত্বরে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ বিরোধীদের, ভোটে পরাজয়কে শেখার সুযোগ হিসাবে দেখা শুরু করুক বিরোধীরা।বিরোধীদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, গত ৯ বছর ধরে বিদ্যমান নেতিবাচকতার ধারণা পরিহার করা উচিত এবং ইতিবাচকতার সঙ্গে অধিবেশনেআসা দরকার। তবে, দেশও তাঁদের (বিরোধীদের) প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করবে। মোদীর সংযোজন, ' ভাল জনাদেশের পর আমরা নতুন সংসদ ভবনে আজ মিলিত হচ্ছি। নেতিবাচক সবকিছুকে ত্যাগ করতে হবে। বিরোধীদের সঙ্গে আমি সবসময় আলোচনা করি। দেশের ভিত্তি আরও মজবুত করার মঞ্চ হল সংসদ। প্রত্যেক সাংসদের কাছে আবেদন, আলোচনায় অংশগ্রহণ করুন, পরামর্শ দিন। এই অধিবেশনকে পরাজয়ের রাগ দেখানোর মঞ্চ হিসেবে বেছে নেবেন না। দেশের উন্নয়নে ইতিবাচক পদক্ষেপ করুন, বিরোধিতার জন্য বিরোধিতা করবেন না।''

রাতের তাপমাত্রা আরও নামল কাশ্মীরে, মাইনাস ৩.৪ ডিগ্রিতে কাঁপছে পহেলগাম

শ্রীনগর, ৪ ডিসেম্বর ঃরাতের তাপমাত্রা আরও নামল কাশ্মীরে, শীতের দাপটে কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে গোটা কাশ্মীর উপত্যকা। ভূস্বর্গের প্রায় অধিকাংশ স্থানেই রাতের তাপমাত্রা নেমে হিমাঙ্কের নীচে পৌঁছেছে। মাইনাস ৩.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে কাঁপছে পহেলগাম। কাজিগুন্ড, কুপওয়ারা এবং গুলমার্গ-সহ বেশ কয়েকটি স্থানে তাপমাত্রার পারদ হিমাঙ্কের নীচে পৌঁছেছে।কুপওয়ারায় পারদ নেমে মাইনাস ২.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, কোকেরনাগে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ০.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গুলমার্গে মাইনাস ৩.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং দক্ষিণ কাশ্মীরের কাজিগুন্ডে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা মাইনাস ০.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীরের গ্রীষ্মকালীন রাজধানী শ্রীনগরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ০.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবহাওয়াবিদদের মতে, শুষ্ক ও মেঘলা আবহাওয়া চলবে ১০ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

উত্তর কাশ্মীরে বারামুল্লায় আগুনে ভস্মীভূত ৫টি বাড়ি, পুড়ল একটি ফার্নিচারের ফ্যাক্টরিও

শ্রীনগর, ৪ ডিসেম্বর ঃউত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলায় বিধ্বংসী আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে ৫টি বাড়ি। এছাড়াও একটি ফার্নিচারের ফ্যাক্টরিও পুড়ে গিয়েছে। রবিবার রাতে বারামুল্লা জেলার শেরবাগ কানলিবাগ এলাকায়. একটি আসবাবপত্র কারখানা এবং পাঁচটি আবাসিক বাড়ি পুড়ে গিয়েছে। রাত ৯.৩০ মিনিট নাগাদ ফার্নিচারের ফ্যাক্টরি থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়, সেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে সংলগ্ন কয়েকটি বাড়িতে।আগুন লাগার কিছুক্ষণের মধ্যেই দমকল ও পুলিশের খবর দেওয়া হয়। কিন্তু, স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দমকল অনেক দেরিতে আসে। তাই আগুনের গ্রাসে চলে যায় স্থানীয় কয়েকটি বাড়ি। পরে দমকলের কয়েকটি ইঞ্জিন এসে দীর্ঘ চেষ্টার পর আগুন আয়ত্তে এনেছে। আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায় সেনাবাহিনীও। আগুন এতটাই ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল যে, ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে ৫টি বাড়ি ও একটি ফার্নিচারের ফ্যাক্টরি।

ঝাড়খণ্ডের গিরিডিতে তিন যুবককে পিষে দিল গাড়ি

গিরিডি, ৪ ডিসেম্বর ঃ ঝাড়খণ্ডের গিরিডিতে তিন যুবককে পিষে দিল একটি গাড়ি, এই দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একজন যুবকের। রবিবার গভীর রাতে বাগোদর থানা এলাকার জিটি রোডে ঘাঘরা মোড়ের কাছে একটি গাড়ি একটি বাইককে ধাক্কা মারলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। তিনজন বাইক আরোহী রাস্তা পার হচ্ছিলেন তখনই গাড়িটি তাদের ধাক্কা দেয় বলে অভিযোগ।

ঝড়-বৃষ্টিতে চেন্নাইয়ে ভেঙে পড়ল নবনির্মিত দেওয়াল, ঝাড়খণ্ডের দুই শ্রমিকের মৃত্যু

চেন্নাই, ৪ ডিসেম্বর ঃ প্রবল ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে চেন্নাইয়ে নবনির্মিত দেওয়াল ভেঙে প্রাণ হারালেন দু'জন পরিযায়ী শ্রমিক। মৃত দুই শ্রমিক ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। দমকা হাওয়া ও প্রবল বৃষ্টিপাতের মধ্যে, সোমবার সকালে চেন্নাইয়ের ইস্ট কোস্টাল রোডের কানাথুর এলাকায় একটি নবনির্মিত দেওয়াল ভেঙে পড়ে। পুলিশ জানিয়েছে, দেওয়াল ভেঙে ৩ জন গুরুতর আহত হন। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, সেখানে দু'জনকে মৃত ঘোষণা করা হয়। একজন গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মৃতদের বাড়ি ঝাড়খণ্ডে। কানাথুর পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

রাজধানীতে বাতাসের গুণগতমান 'খারাপই', বাইরে বেরোতে 'ভয়' পাচ্ছেন দিল্লিবাসী

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর ঃ রাজধানী দিল্লিতে বাতাসের গুণগতমান এখনও খারাপই। সোমবার সকালেও দিল্লির বাতাসের গুণগতমান ছিল খারাপের পর্যায়েই। কুয়াশা ও ধোঁয়াশার মধ্যেই ঘুম ভেঙেছে দিল্লিবাসীর, সকাল ৯টা পর্যন্ত ধোঁয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল রাজধানী দিল্লির নানা প্রান্ত। রাজধানী দিল্লিতে এখনই বাতাসের গুণগতমানের উন্নতি হবে না বলে মনে করা হচ্ছে।দিল্লির কালিন্দী কুঞ্জ, আনন্দ বিহার প্রভৃতি এলাকা এদিন সকালে ছিল মাত্রাতিরিক্ত দূষণের কবলে। দিল্লিতে দূষণ এখন এতটাই বেশি যে, বারুর বাইরে বেরোতে 'ভয়' পাচ্ছেন দিল্লিবাসী। এদিন সকালে এক প্রাতঃ ভ্রমণকারী বলেছেন, বাইরে বেরোনো এবং ভিতরে থাকাও কঠিন হয়ে পড়েছে, হার্টের সমস্যার কারণে হাঁটা জরুরী... দূষণের কারণে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে... বৃষ্টিপাত হলেও দূষণের কোনও পরিবর্তন হয়নি।

ফরাক্কায় লরির সঙ্গে সংঘর্ষ দূরপাল্লার ট্রেনের আগুনে পুড়ল ইঞ্জিন, আহত ১৫ জন যাত্রী

মুর্শিদাবাদ, ৪ ডিসেম্বর ঃমুর্শিদাবাদ জেলার ফরাক্কার বল্লারপুর স্টেশনের কাছে ঘটে গেল ভয়াবহ দুর্ঘটনা। রবিবার গভীর রাতে মালদার দিকে যাচ্ছিল একটি বালি বোঝাই লরি। বল্লালপুর ওভারব্রিজে ওঠার বদলে রেললাইনে নেমে যায় লরিটি। এরপরই ট্র্যাকে আটকে পড়ে সেটি। সেই সময় ওই ট্র্যাক দিয়ে যাচ্ছিল আপ রাধিকাপুর এক্সপ্রেস। ট্র্যাকটিকে ধাক্কা মারে দ্রুত গতিতে আসা ট্রেনটি। দুর্ঘটনার জেরে ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন লেগে যায়। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। লরির যন্ত্রাংশ ভেঙে আটকে যায় রেললাইনে। এরপরই আপ ও ডাউন দুই লাইনের ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখা হয়। রেলের আধিকারিক ঘটনাস্থলে পৌঁছন। ঘটনার পর থেকেই লরির চালক পলাতক। এর জেরে আটকে পড়ে কলকাতা থেকে আগরতলাগামী আপ ০২৫০১, আপ হাওড়া-কাটিহার এক্সপ্রেস। রেল সূত্রের খবর, কলকাতা- রাধিকাপুর এক্সপ্রেস ট্রেনটি রবিবার সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে ছেড়ে রাধিকাপুর যাচ্ছিল। সোমবার রাত ১.২৫ নাগাদ ফরাক্কার বল্লালপুরের ব্রিজ নিচে রেললাইনে উপর একটি বালি বোঝায় লরি চলে আসায় ট্রেনের চালক হঠাৎ ব্রেক কষেন। সেই সময় ট্রেনটি ধাক্কা মারে বালি বোঝায় লরিটিকে। হঠাৎ ব্রেক কষতেই ট্রেনের ইঞ্জিনে আগুন লেগে যায়। রেল লাইন থেকে ইঞ্জিনের কোচটির চাকা চ্যুত হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন রেল দফতরের একাধিক আধিকারিক, রেল পুলিশ ও ফরাক্কা থানার আইসি দেবব্রত চক্রবর্তী ও বিশাল পুলিশ বাহিনী। তড়িঘড়ি দুটি দমকলের ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। জানা গিয়েছে, এই দুর্ঘটনার জেরে প্রায়.১৫ জন যাত্রী আহত হয়েছেন। তবে তাঁদের কারও আঘাত গুরুতর নয় বলে জানা গিয়েছে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,০৫ডিসেম্বর ঃ মঙ্গলবার, ১৮অগ্রহায়ন মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ ০৫ডিসেম্বরঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতন্যাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৮অগ্রহায়ন মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৮অগ্রহায়ন মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ১৮অগ্রহায়ন মাস ১৯৪৪, মৈতৈ ঃ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪৪শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে সোমবার । জোয়ার- সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাত৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৬ টা ২৫মনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৫ টা ০১ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃঅতীত উদ্যোগগুলি থেকে আসা সাফল্য আপনার প্রত্যয় বাড়িয়ে তুলবে। শুভ দিন **বৃষভ রাশিঃ**কাজের চাপ এবং ঘরে বিরোধ কিছু চাপের সৃষ্টি করতে পারে। ব্যস্ততার মধ্যে বিনিয়োগ করবেন না- তাতে লোকসান হবেই যদি না আপনি বিনিয়োগ সময় সব দিক লক্ষ্য **মিথুন রাশিঃ**সংসারে শান্তি। বিবাহের যোগ হতে পারে আজ। **কর্কট রাশিঃ**আপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। **সিংহ রাশিঃ**কিছু মানুষের মনে হতে পারে যে আপনি নতুন কিছু শেখার পক্ষে বেশিই বয়স্ক- কিন্তু একদমই সত্যি নয়-আপনার প্রখর এবং সক্রিয় মনের কারণে আপনি সহজেই নতুন জিনিস শিখতে পারবেন। আজ আপনি সহজেই মূলধন- অনাদায়ী ঋণ জোন হবে **কন্যারাশিঃ**আপনার ইচ্ছা শক্তির অভাব আপনাকে আবেগগত ও মানসিক মনোভাবের শিকার করতে পারে। একদিনের জন্য বাঁচার মানসিকতার ফলে । **তুলা রাশিঃ**জয় উদযাপন আপনাকে প্রচুর আনন্দ দেবে। **বৃশ্চিক রাশিঃ**বাচ্চাদের সাথে খেলা আপনাকে এর চমকার নিরাময়কারী অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। একদিনের জন্য বাঁচার **ধনু রাশিঃ** আপনার ঝগড়াটে ব্যবহার জন্য আপনার শত্রুর তালিকা বৃদ্ধি পাবে। পরে আপনি অনুতপ্ত হবেন যে কেউ আপনাকে এই রকম ব্যবহার করে **মকর রাশিঃ**আপনার শক্তি পুনরুদ্ধার করতে সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিন, যেহেতু ক্ষীণ শরীর শুভ **কুম্ভ রাশিঃ**যারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ এবং উপভোগ। আপনার আর্থিক জীবন আজ সমৃদ্ধ হবে। সে নি জান **মীন রাশিঃ**আপনার শিশুসুলভ স্বভাব ভেসে উঠবে এবং আপনি একটি কৌতুকপূর্ণ মেজাজের মধ্যে থাকবেন। যারা দুধ শিল্পের সাথে যুক্ত তারা আজ

সোনারপুরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু গৃহবধূর

দুরন্ত বার্তা, সোনারপুর, ৪ ডিসেম্বর ঃ ভর সন্ধ্যায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। মৃতার নাম সুমিতা মন্ডল(৩২)। সোমবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর তেমাথা মোড় এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোনারপুর থেকে তেমাথার দিকে যাচ্ছিল একটি লড়ি, সেই সময় তেমাথা থেকে একটি স্কুটি করে স্ত্রী ও সন্তানকে নিয়ে স্বামী কৃষ্ণ মন্ডল সোনারপুরের দিকে আসার পথে সেই লড়িটি স্কুটিকে সামনাসামনি ধাক্কা মারে। যার ফলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ও গৃহবধূর। তবে অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে যায় তার স্বামী ও সন্তান। তারা এই মুহূর্তে স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সোনারপুর থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। পাশাপাশি লরির চালককে আটক করেছে। আটক করা হয়েছে ঘাতক লরিটিকেও।

ক্যানিংয়ে পালিত হল কৃষক দিবস, সম্মান জানানো হল সেরা কৃষকদের

দুরন্ত বার্তা, ক্যানিং, ৪ ডিসেম্বর ঃ কেন্দ্রীয় মৃত্তিকা লবনতা গবেষণা সংস্থার উদ্যোগে সোমবার ক্যানিং আঞ্চলিক অফিসে পালিত হল কৃষক দিবস। আধুনিক কৃষি পদ্ধতি সম্পর্কে কৃষকদের উৎসাহিত করার পাশাপাশি কিভাবে কৃষকরা আরও ভালো ফসল পেতে পারবেন, কিভাবে একই জমিতে একাধিক ফসল একসাথে চাষ করতে পারবেন তা নিয়েই সোমবারের অনুষ্ঠানে আলোচনা হয়। পাশাপাশি চাষবাস করতে গিয়ে কিভাবে কৃষকরা ব্যাঙ্ক লোন পাবেন সে বিষয়ে কৃষকদের সচেতন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এই সংস্থার প্রাক্তন প্রধান বিজ্ঞানী বি মাজি, সংস্থার কলকাতা আঞ্চলিক কেন্দ্রের প্রধান টি কে ঘোষাল, জু লজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ক্যানিং আঞ্চলিক শাখার প্রধান জে এস যোগেশ কুমার, সহ কৃষি সচিব ক্যানিং ভূমি রক্ষা সংস্থা সুকান্ত কুমার দাস, এই সংস্থার বর্তমান প্রধান ধীমান বর্মণ সহ ক্যানিং মহকুমার বিভিন্ন ব্লকের কৃষি আধিকারিকরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রায় শ'পাঁচেক কৃষক। এদিন কৃষকদের চাষবাস সংক্রান্ত নানা ধরনের পরামর্শ দেওয়া হয়। কিভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে চাষ করবেন, কিভাবে এক জমিতে একই সময়ে একাধিক চাষ করে মুনাফা বাড়াবেন, কিভাবে জৈব সার প্রয়োগ করে জমির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়াবেন পাশাপাশি কিভাবে ব্যাঙ্কের মাধ্যমে সহজে কৃষিঋণ পাবেন এই সমস্ত বিষয় নিয়েই এদিন আলোচনা হয়। কৃষকরাও তাঁদের নানা ধরনের সমস্যার কথা তুলে ধরেন কৃষি বিশেষজ্ঞদের কাছে। সেই সমস্যা সমাধানের সূত্রও বলে দেন বিশেষজ্ঞরা। এসবের পাশাপাশি এদিন ক্যানিং মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তের সেরা দশজন কৃষককে সম্মান জানানো হয় এই কৃষক দিবসের মঞ্চ থেকে। তাঁদের হাতে মেমেন্টো এবং শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয় সংস্থার তরফে। ক্যানিংয়ের হিঞ্চেখালির বাসিন্দা পার্থ সারথি পাইক সেরা কৃষকের পুরস্কার পেয়ে বলেন, এই ধরনের সম্মান আমাদের আরও ভালো চাষ করতে উদ্বুদ্ধ করবে। আমরা এই সংস্থার কৃষি বিজ্ঞানীদের পরামর্শ নিয়ে চাষ করে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। আগের তুলনায় ফলন অনেক বেড়েছে। একই সময়ে একই জমিতে একাধিক চাষ করছি। ধান চাষের পাশাপাশি মাছ চাষ, হাঁস, মুরগী চাষ করে লাভবান হয়েছি। সংস্থার প্রধান বিজ্ঞানী ধীমান বর্মণ বলেন, আমরা কৃষকদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে চাষে উৎসাহিত করছি। পাশাপাশি রাসায়নিক চাষ বাদ দিয়ে জৈব পদ্ধতিতে কিভাবে অনেক বেশি এবং ভালো ফলন মেলে সে বিষয়ে পরামর্শ দিচ্ছি। অনেকেই সেই পরামর্শ মেনে চাষ করে ভালো ফল পেয়েছেন।

প্রাইমারি টেট পরীক্ষার দিন পরিবর্তন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর ঃ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ চলতি বছরে প্রাইমারি টেট পরীক্ষার দিনক্ষণ পরিবর্তন করেছে। আগে আগামী ১০ই ডিসেম্বর এই পরীক্ষা হওয়ার কথা থাকলেও তা পরিবর্তন করে ২৪ ডিসেম্বর দুপুর বারোটা থেকে এই পরীক্ষা নেওয়া হবে বলে পর্ষদের তরফে এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। অনিবার্য কারনে এই দিনক্ষন পরিবর্তন করা হল বলে জানানো হয়েছে।

দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমদ অন্নদা ঠাকুর মহোদয়ের ১৩৪তম জন্মোৎসবে যুগল মন্দিরে তার মূর্তির সম্মুখে চলছে হোম যজ্ঞ। রয়েছেন সংঘের সাধারণ সম্পাদক কাম ট্রাস্টি ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই। আগামী ১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে পালিত হবে। এছাড়া এই উপলক্ষে ধর্মসভা ভক্তিগীতি কীর্তনাদি অনুষ্ঠিত হবে।
ছবি সুবল সাহা

নৌসেনার হাতে সার্ভে ভেসেল তুলে দিল গার্ডেনরিচ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর ঃ গার্ডেনরিচ জাহাজ নির্মাণ সংস্থার আরও এক মাইলস্টোন তুলে ধরল। সোমবার নৌসেনার হাতে তারা তুলে দিল সার্ভে ভেসেল আইএনএস সন্ধ্যায়ক। এটিই ভারতে নির্মিত সবচেয়ে বড় সার্ভে ভেসেল বা নৌসেনার পর্যবেক্ষক জাহাজ। মোট চারটি একই ধরনের ভেসেল তৈরির বরাত পেয়েছিল গার্ডেনরিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স লিমিটেড। নৌসেনা দিবস যার প্রথমটির আনুষ্ঠানিক হস্তান্তর হল বলে খবর মিলেছে। উল্লেখ্য, ২০২১ সালে ৫ ডিসেম্বরে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তৎকালীন রাষ্ট্রমন্ত্রী পুষ্পা ভাট প্রকল্পের উদ্বোধন করেছিলেন। ইতিমধ্যে জাহাজ হস্তান্তরের নথিতে নৌসেনা এবং জাহাজ নির্মাণ সংস্থার কর্তাদের সইসাবুদ সম্পূর্ণ হয়েছে। ৪ ডিসেম্বর সোমবার ছিল নৌসেনা দিবস। সেদিনই আইএনএস সন্ধ্যায়কের হস্তান্তরে খুশি সেনার আধিকারিকরা। গত ৬২ বছর ধরে নৌসেনার সঙ্গে কাজ করছে গার্ডেনরিচের ভারত বিখ্যাত জাহাজ নির্মাণ সংস্থা। ১৯৬১ সালে প্রথমবার আইএনএস অজয় তৈরি করেছিল জিআরএসই । এর পর থেকে আরও ৭০ টি জাহাজ নৌসেনার জন্য তৈরি করেছে এই সংস্থা। সেনা সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, সার্ভে ভেসেল বা পর্যবেক্ষক জাহাজগুলি উপকূলীয় অঞ্চলের পাশাপাশি গভীর জলে জটিল সমীক্ষা চালাতেও পারে। প্রতিনিয়ত মহাসাগরীয় এবং ভৌগলিক তথ্য সংগ্রহ করবে জাহাজগুলি। হেলিকপ্টার বহনে সক্ষম, কম তীব্রতার যুদ্ধেও অংশ নিতে পারে, হাসপাতাল-জাহাজ হিসাবে কাজ করতে পারে এটি। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ত্রাণ পৌঁছানো-সহ বিভিন্ন কাজ করার সময় আইএনএস সন্ধ্যায়ক কাজে লাগবে বলেও জানতে পারা গিয়েছে।

ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব না পড়লেও মেঘাচ্ছন্ন উপকূল, কলকাতার তাপমাত্রা বৃদ্ধি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর ঃ ঘূর্ণিঝা।রে কোনও প্রভাব পা।বে না পশ্চিমবঙ্গে, তবে ঘূর্ণিঝা। ' প্রভাবে মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠল পশ্চিমবঙ্গের উপকূল। সোমবার সকাল থেকেই মেঘলা হয়ে ওঠে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন উপকূলবর্তী জেলা। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গের ঘূর্ণিঝা।রে প্রভাব না প।লেও বুধবার ও বৃহস্পতিবার কলকাতা-সহ বিভিন্ন জেলায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। ৫ তারিখও বৃষ্টি হতে পারে ঝা।গ্রাম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায়। এই ঘূর্ণিঝা।রে প্রভাবেই শীত থমকে গিয়েছে দক্ষিণবঙ্গে, ডিসেম্বর মাসেই শীতের উধাও হয়ে গিয়েছে। তাপমাত্রার নামার পরিবর্তে বা।ছে, রাতেও অনুভূত হচ্ছে না ঠান্ডা।

কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্রই বা।ছে রাতের তাপমাত্রা। সোমবার কলকাতায় তাপমাত্রার পারদ চা।ে ২১.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে, যা স্বাভাবিকের থেকে ৫ ডিগ্রি বেশি।

রাতে জোড়া অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা হাওড়ায়

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর ঃ রবিবার রাতে জোড়া অগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটলো হাওড়ায়। এদিন রাত দশটা নাগাদ সাঁকরাইলের আন্দুল ফ্লাইওভারের কাছে একটি ইলেকট্রিক পোস্টে আগুন লাগে। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে ওই ইলেকট্রিক পোস্ট। বেশ কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। এর পাশাপাশি, এদিনই রাত দেড়টা নাগাদ আরেকটি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে লিলুয়ার কৈবর্তপাড়া লেনে। এখানে একটি জঞ্জালের স্তূপে আগুন লাগে বলে দমকল সূত্রে জানা গেছে। দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

বাসন্তীতে উল্টালো যাত্রী বোঝাই ট্রেকার

দুরন্ত বার্তা, বাসন্তী, ৪ ডিসেম্বর ঃ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যাত্রী বোঝাই একটি ট্রেকার উল্টে গেল নয়ানজুলিতে। সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তীর সোনাখালি এলাকায়। বাসন্তী থেকে ক্যানিংয়ের দিকে আসার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাসন্তী রাজ্য স।কের পাশে একটি নয়ানজুলিতে উল্টে যায় ট্রেকারটি। ট্রেকারে থাকা যাত্রীদের মধ্যে তিনজন আহত হন। তাঁদেরকে উদ্ধার করে বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সেখানেই তাঁরা চিকিসাধীন। ঘটনার খবর পেয়ে বাসন্তী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ট্রেকারটিকে উদ্ধার করেছে।

পথ দূর্ঘটনায় অল্পের জন্যে প্রাণে বেঁচে গেলেন ফরিদা বেগম সেখ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৪ ডিসেম্বর ঃ সোমবার দুপুরে জয়নগর থানার দক্ষিন বারাসাত দাস পাড়ার কাছে পথ দূর্ঘটনায় অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেলেন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারপার্সন ও বর্তমান ১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ফরিদা বেগম সেখ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, দক্ষিন বারাসাত থেকে একটি প্রাইভেট গাড়িতে করে জয়নগরের বাড়িতে ফিরছিলেন জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার কাউন্সিলার ফরিদা বেগম সেখ। গাড়িতে তিনি একাই ছিলেন। আচমকা এদিন দুপরে কাউন্সিলারের গানিটি দাস পাড়ার কাছে নিয়ন্ত্রন হারিয়ে জয়নগর থেকে দক্ষিন বারাসাতমুখী একটি যাত্রী বোঝাই অটোতে ধাক্কা মেরে রাস্তার পাশে ফুটপাতে উঠে যায়।আর অটোটি উল্টো যায়।গুরুতর জখম হন অটো চালক সহ চারজন অটোর যাত্রী। আর কাউন্সিলার ও চোট পান। বেঁচে যান প্রাণে। স্থানীয় মানুষ আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় নার্সিংহোমে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। এবং ঘটনার খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ গিয়ে দূর্ঘটনাগ্রস্থ পাইভেট গাড়ি ও অটোটি জয়নগর থানায় নিয়ে আসে। এবং পাইভেট গাড়ির চালককে আটক করে জিজ্ঞেসাবাদ করে তদন্তের কাজ শুরু করেছে। তবে পথ দূর্ঘটনা ইদানীং জয়নগর রোডে বেড়ে চলায় আতঙ্কিত সাধারণ মানুষ।

যাদবপুরের সমাবর্তন নিয়ে তৈরি হল অনিশ্চয়তা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর ঃ যাদবপুরের সমাবর্তন নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছিল রাজ্য। এ বার সমাবর্তন অনুষ্ঠান নিয়ে অনিশ্চয়তা খোদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য তথা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের সিদ্ধান্তকে ঘিরেও! রাজভবন সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, যাদবপুরে ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান নিয়ে সন্তুষ্ট নন রাজ্যপাল। আর সেই ই তিনি সমাবর্তন নিয়ে বৈঠকের অনুমতি দেননি। সমাবর্তন নিয়ে রাজ্যের যুক্তি ছিল, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্যের বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার এক্তিয়ার নেই। ফলে অন্তর্বর্তীকালীন উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ সমাবর্তন নিয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না জানিয়ে সেই অনুষ্ঠানে সায় দেয়নি রাজ্য। এ বার সমাবর্তন নিয়ে অসম্মতির ইঙ্গিত দিলেন রাজ্যপাল। যদিও বোসের যুক্তি অন্য। প্রতি বছর ২৪ ডিসেম্বর দিনটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানের জন্য ধার্য রয়েছে। সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আগে ' বৈঠক করেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। সমাবর্তন নিয়ে যাবতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সেখানেই। কিন্তু এ বার বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে কোর্ট বৈঠকের অনুমতি চাওয়া হলেও রাজ্যপাল তা দেননি। কোর্ট বৈঠক না হলে সমাবর্তন হওয়াও সম্ভব নয়। ফলে সমাবর্তনের ভাগ্য ঝুলেই রইল।

দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে মেয়ের সামনেই মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ কোন্নগরে

বনস্পতি দে, কোন্নগর, ৪ ডিসেম্বর ঃ বাড়ি-বাড়ি কাজ করে সংসার চালান মহিলা। স্বামী নেই। অনেক কষ্টের মধ্যেই মানুষ করছেন তিনি। একাকী সেই মহিলার দিকেই নজর ছিল প্রতিবেশী যুবকের। রাত্রিবেলা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে মেয়ের সামনেই মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশী সেই যুবকের বিরুদ্ধে। গোটা ঘটনায় গ্রেফতার অভিযুক্ত। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, হুগলির কোন্নগরের ঘটনা। জানা গিয়েছে, নির্যাতিতা মহিলা কালনার বাসিন্দা। তিনি কোন্নগরে মেয়ে আর দিদির সঙ্গে থাকেন। গত শনিবার রাত তখন দু'টো নাগাদ দশ বছরের মেয়েকে ঘরে ঘুমোচ্ছিলেন তিনি। অভিযোগ, চুপিসারে দরজা ভেঙে ঘরে ঢোকে অভিযুক্ত। মুখ চেপে ধরে নির্যাতিতার। মেয়ের সামনেই মহিলার পোশাক ছিঁড়ে দেয়। তারপর তাঁকে ধর্ষণ করে। অভিযোগ, এরপরও ক্ষান্ত হননি অভিযুক্ত। নজর গিয়ে পড়ে দশ বছরের ওই নাবালিকার উপর। বাচ্চাটিকে হাত ধরে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে বেরিয়ে আসেন তাঁর দিদি। বাধা দেন অভিযুক্তকে। এরপরই ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় ওই যুবক। এই ঘটনার পর উত্তরপাড়া থানার অন্তর্গত কানাইপুর ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিতা। পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। শ্রীরামপুর আদালত তাকে ১৪ দিনের জেল হেফাজতে পাঠায়। কানাইপুর পঞ্চায়েতের উপ প্রধান ভবেশ ঘোষ বলেন, ঘটনার কথা শুনেছি,নিন্দনীয় ঘটনা। পুলিশ অভিযোগ পেতেই ব্যবস্থা নিয়েছে। রাতে আরও বেশি করে যাতে পুলিশ টহল হয় তা দেখতে বলব। আতঙ্কিত নির্যাতিতা বলেন, আমার ঘরের ছিটকিনি আলগা। ও যখন ঢুকেছে আমি টের পাইনি। আমি শুনতে পাইনি। তবে ঘুমের মধ্যেই বুঝতে পেরেছি আমার নাইটি তুলছে। একবার নামিয়েও দিলাম। তারপর ফের একই কাজ। এরপরই আমায় ধর্ষণ করে। এই সব করার পর বলছে আমি এলাকার ডন। এমনকী আমায় মেরে ফেলার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছে।

রেলের উচ্ছেদ নোটিশের প্রতিবাদে হরিপালে মিছিল পথসভা

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়,শিয়াখালা, ৪ ডিসেম্বর ঃ হরিপাল স্টেশন সংলগ্ন ছোট ছোট দোকানদার ও ব্যবসায়ীবৃন্দকে রেলের তরফ থেকে উচ্ছেদ নোটিশ ধরানোর পরিপ্রেক্ষিতে আজ হরিপালে হরিপাল উচ্ছেদ বিরোধী নাগরিক কমিটির উদ্যোগে এক বিশাল মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই পথসভায় মূল বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবি মান্না। ওই পথসভায় বেচারাম মান্না অভিযোগ করেন পুড়শুড়ার বিজেপি বিধায়ক বিমান ঘোষ তার নিজের প্যাডে রেল কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এলাকার দুস্থ দোকানদারদের উচ্ছেদের নোটিশ পাঠান। এতে হরিপালের বিজেপি কর্মকর্তারাও ইন্ধন যোগাচ্ছেন বলে মন্ত্রী দাবি করেন। তিনি বলেন আমরা দীর্ঘদিন ধরে দেখে আসছি এখানে ছোট ছোট দোকান করে বহু মানুষ তাদের সংসার প্রতিপালন করছেন তাই হঠাৎ করে এই উচ্ছেদ নোটিশে তারা আতঙ্কিত। এজন্য রেল কর্তৃপক্ষের প্রতি আমাদের দাবি উপযুক্ত পুনর্বাসন দিয়ে তবেই এই সমস্ত ছোট ছোট দোকানদারদের উচ্ছেদ করতে হবে। এই পথসভায় এলাকার সমস্ত দোকানদার এবং তৃণমূল নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন।

অসুস্থ পেঁচা উদ্ধার বাগনানে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৪ ডিসেম্বর ঃ বাগনান ২ নং ব্লকের আকুভাগ গ্রামে ঘুড়ির নাইলন মাঞ্জা সুতোয় একটি লক্ষ্মী পেঁচা গুরুতর ভাবে জড়িয়ে গিয়ে ঝুলতে থাকে।জানা গিয়েছে এলাকার প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক আশিস মাঝি স্থানীয় পরিবেশ কর্মী রঘুনাথ মান্না ও কৌস্তভ করের সাহায্য নিয়ে পেঁচা টিকে উদ্ধার করেন এবং পরিবেশকর্মী চিত্রক প্রামানিকের হেফাজতে দিয়ে যান। চিত্রক পেঁচাটিকে নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে কয়েকদিন ধরে পেঁচাটির চিকিৎসা করেন। প্রথম থেকেই তার লক্ষ্য ছিলো লক্ষ্মী পেঁচা টিকে সুস্থ করে নিজের এলাকাতেই মুক্তি দেওয়া কারণ এই সময় লক্ষ্মী পেঁচার প্রজননের সময়। এছাড়াও এই সময় বাসায় ডিম অথবা ছানা থাকতে পারে। চিকিৎসার পর পেঁচাটির ডানার চোট সেরে যায় এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠে। অবশেষে আজ বিশ্ব বন্যপ্রাণ সংরক্ষণ দিবসের দিন চিত্রক , সুমন্ত দাস, ইমন ধাড়া ও পলাশ প্রধান - আকুভাগ এলাকাতেই গিয়ে পেঁচা টিকে মুক্ত করে দেয় তার স্বাভাবিক আবাসস্থলে। পরিবেশ কর্মী চিত্রক জানান, ঘুড়ির নাইলন মাঞ্জা ও পুকুরের উপর বেআইনি জাল দেওয়ার জন্য প্রতি বছর বহু পাখির মৃত্যু ঘটে। স্থানীয় প্রশাসনের উচিত নাইলন মাঞ্জা বিক্রি বন্ধ করা ও বেআইনি জাল খুলে দেওয়া। পেঁচা জমির ইঁদুর, সাপ খেয়ে বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষা করে। এখন এদের প্রজননের সময়। পুরানো বাড়ির মাঠগুদাম, কড়িবর্গা, ঘুলঘুলিতে এরা বাসা করে ও ছানাদের বড়ো করে। কাল পেঁচার ভ্রান্ত ধারণা থেকে এদের ছানাদের মেরে দেবেন না।

গোঘাটে হাজার আসনের ফুটবল স্টেডিয়াম গড়ে তোলা হবে

দুরন্ত বার্তা, গোঘাট, ৪ ডিসেম্বর ঃ গোঘাটে হাজার আসনের ফুটবল স্টেডিয়াম গড়ে তোলা হবে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের তহবিল থেকে এর জন্য টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতি স্টেডিয়াম নির্মাণের দায়িত্ব সামলাবে। জানা যায় গোঘাট হাইস্কুলের মাঠে কংক্রিটের স্টেডিয়াম গড়ে উঠবে। প্রথম পর্যায়ের কাজে প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। পরবর্তীতে দু বছরে হাজার আসনে স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হবে। ইতিমধ্যেই টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। স্টেডিয়াম মহকুমা খেলাধুলার মধ্যে বড়সড়ো ভূমিকা রাখবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই হাই স্কুলের মাঠে সারা বছরই ফুটবল প্রতিযোগিতায় আসর বসে। স্থানীয় এলাকার ছেলেদের নিয়ে কোচিং করানো হয় ফুটবল মাঠে। স্টেডিয়ামটি নির্মিত হলে বড় ধরনের ফুটবল প্রতিযোগিতা করানো সম্ভব হবে। অল্প বয়সীদের মধ্যে ফুটবল খেলার আগ্রহ বাড়বে। পাশাপাশি দর্শকরা বসে ফুটবল খেলা দেখতে পারবেন। গোঘাট এক নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি নারায়ণচন্দ্র পাঁজা জানান, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ২০২৩ -২৪ এর অর্থ বছরের আঠারো লক্ষ টাকা খরচে স্টেডিয়ামটি নির্মাণ করা হবে। স্টেডিয়ামটি পুরো কংক্রিটের হবে। প্রথম আসরে ৩০০ জনে বসার তৈরি করা হবে। পরবর্তীতে হাজার স্টেডিয়াম গড়ে তোলা হবে। গ্রামীন এলাকায় ফুটবল সহ সব ধরনের খেলার আগ্রহ এবং জনপ্রিয়তা বাড়তে স্টেডিয়াম গড়ে তোলা হচ্ছে। ব্লকে অল্প বয়সীদের বিশেষ করে আদিবাসী ও তপশিলি সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েদের খেলাধুলায় অংশগ্রহণ করা নিয়ে বিশেষভাবে উৎসাহ দেওয়া হবে। সকলেই আশাবাদী এই স্টেডিয়ামকে কেন্দ্র করে আগামী দিনে খেলাধুলার জগতে এলাকার বহু ছেলে-মেয়ে উঠে আসবে।অন্যদিকে স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন বহু বছর আগে ফুটবল প্রতিযোগিতায় নিয়ে ব্যাপক উন্মাদনা ছিল। স্থানীয় ক্লাব গুলি বিভিন্ন জায়গায় জেলার হয়ে অংশগ্রহণ করত। যদিও ক্রিকেটের জনপ্রিয়তা পড়লেও ফুটবলের ভাটা পড়ে। তবে ফুটবল নিয়ে নতুন করে উৎসাহ বাড়ছে।

তারকেশ্বরে গৃহবধূকে খুন করে গলায় দড়ি দিয়ে টাঙিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, তারকেশ্বর,৪ ডিসেম্বর ঃ বিয়ে করা স্বামীর পরকীয়া মেনে নিতে পারেননি স্ত্রী। সেই নিয়ে সাংসারিক অশান্তি লেগেই থাকত। তবে স্বামী প্রেমের সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে আসতে নারাজ। এরপর ঘটল মর্মান্তিক ঘটনা। 'কাঁটাকে' চিরতরে পৃথিবী থেকে সরাতে ভয়ঙ্কর পথ বাছলেন স্বামী। গৃহবধূকে খুন করে গলায় দড়ি দিয়ে টাঙিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠল তাঁর বিরুদ্ধে। অভিযুক্তর শাস্তির দাবিতে পুলিশের গাড়ি আটকে বিক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দা এবং গৃহবধূর বাপের বাড়ির লোকজনদের। তারকেশ্বরের নস্কর পুর এলাকার ঘটনা। মৃতের নাম নমিতা দাস (২৬)। অভিযুক্ত স্বামী সৌমেন দাসকে আটক করেছে তারকেশ্বর থানার পুলিশ। মৃতের পরিবার সূত্রে খবর, সাত বছর আগে বিয়ে হয় নমিতা ও সৌমেনের। তাঁদের তিন বছরের এক কন্যা সন্তানও রয়েছে। মৃতের পরিবারের

অভিযোগ, অভিযুক্ত সৌমেন দাস অন্য এক মহিলার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে জ।িয়ে প।ে। এই নিয়ে নিত্য দিন অশান্তি সংসারে। সোমবার সকালে সৌমেন দাস তার শ্বশুর বা।িতে ফোন করে জানায়, তারঁ স্ত্রী অসুস্থ।মৃতার পরিবারের লোকজন এসে দেখেন নমিতা দাস মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন ঘরের মেঝেতে। গলায় ছিল ওনার ফাঁস। ঘটনার খবর পেয়ে আগেই ঘটনা স্থলে পৌছয় তারকেশ্বর থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে মৃতার পরিবারের তরফ থেকে লিখিত অভিযোগ করা হলে ঘটনা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মৃতার বাবা জানিয়েছেন, জামাই অশান্তি করে। একবার মেয়ে বিষ খেয়েছিল। তারপর অনেক বুঝিয়ে শ্বশুরবাড়ি দিয়ে এসেছিলাম। এবার মেরে ফেলল। নিজের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ উড়িয়ে অভিযুক্ত স্বামী সৌমেন দাস বলেছেন, আমি এমন কিছুই করিনি। আমাদের মধ্যে যথেষ্ঠ ভালবাসা ছিল।

শুরু হলো শৈলেন মান্না স্টেডিয়ামে 'বেআইনি' পার্কিং সরানোর কাজ

শ্রেয়া আদক, ৪ ডিসেম্বর ঃ সোমবার থেকেই শুরু হলো হাওড়ার শৈলেন মান্না স্টেডিয়ামে 'বেআইনি' পার্কিং সরানোর কাজ। ওই স্টেডিয়ামে 'নো পার্কিং' বোর্ড লাগানো হলো হাওড়া সিটি পুলিশের তরফ থেকে। গাড়ি পার্কিংয়ের জন্য পুরনিগমের অনুমতি থাকলেও সেই নিয়ম না মেনে এতদিন ধরে সেখানে 'অবৈধভাবে' তার প্রায় দশগুণ বেশি গাড়ি পার্কিং করার অভিযোগ উঠেছিল। অবশেষে ওই 'বেআইনি' পার্কিং সরানোর বিষয়ে প্রশাসনিক স্তরে উদ্যোগ নেওয়া শুরু হলো। সোমবার সকাল থেকেই শুরু হলো 'বেআইনি' পার্কিং সরানোর কাজ। ইতিমধ্যেই শৈলেন মান্না স্টেডিয়ামে হাওড়া সিটি পুলিশের নামে স্টেডিয়ামের বেশ কিছু জায়গায় 'নো পার্কিং বাই হাওড়া সিটি পুলিশ' হোর্ডিং দেওয়া হয়েছে। আপাতত ৩০টির মতো গাড়ি মাঠের বাইরে স্টেডিয়াম চত্বরে রাখা যাবে বলে জানা গেছে। ৩ দিন দিন সময় দেওয়া হয়েছে ত্রিশটি বাদে বাকি সব গাড়ি সরিয়ে নেওয়ার জন্য। তার মধ্যে না সরানো হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানা গেছে। এই ব্যাপারে হাওড়া পুরনিগমের প্রশাসকমন্ডলীর প্রধান ডাঃ সুজয় চক্রবর্তী বলেন, যখন শুনেছি ঘটনাটি ঘটেছে প্রথমে মৌখিকভাবে সতর্ক করা হয়েছে। যে ৩০টি গাড়ি রাখা হবে তার ডিটেলস দিতে বলা হয়েছে। এর বাইরে বাকি সব গাড়ি সরিয়ে নিতে হবে। বিষয়টি লিখিতভাবে পুরনিগমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। তাদের সময় দেওয়া হয়েছে। এই অনুযায়ী প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কেউ যদি সময়মতো গাড়ি না সরান তাহলে পুলিশের সাহায্য নিয়ে সরানো হবে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সব গাড়ি সরিয়ে দেওয়া হবে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Ex. Eng./Water Supply (West), KMC invites e-tender online for the following works :
(1) NIT No.: KMC/WS/WEST/W-76/T-07/2023-24
Name of the Work : **Augmentation of F.W. Supply alongwith replacement of Old & Worn out F.W. Main by New 100MM. DIA. D.I. Pipe near 37/2/H/8, 37/2/1A, 37/2/H/9/1 ETC. K.T. Sarani in Ward No. 76;** Estimated Amount : **Rs. 1,99,682.00;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **18 Days;**
(2) NIT No.: KMC/WS/WEST/KG-M21/T-8/2023-24
Name of the Work : **Fittings & Fixing MS Flange to the existing 400 MM DIA UFW Main near 44/1B D.H Road under water supply WEST.;** Estimated Amount : **Rs. 1,99,581.00;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **7 Days;**
(3) NIT No.: KMC/WS/WEST/W-75/T-06/2023-24
Name of the Work : **Repairing of existing F.W. & U.F.W. main alongwith some other ancillary works at Shah Rajab Road, Hospital Lane, Chapel Road ETC; and other areas in Ward No. 75;** Estimated Amount : **Rs. 1,99,589.00;** Earnest Money : **Rs. 4,000.00;** Period of Completion : **21 Days;** Last Date & Time of receipt/opening of Tender (Online) : **12.12.2023 at 1 pm/14.12.2023 at 1 p.m.** (for Sl. no. 1 to 3); The bid forms and other details are available from the website **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. no. 1 to 3).

The Executive Engineer (Civil)/Borough-VIII, KMC invites E-tender online percentage rate two bid system for the following works :
(1) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/083/029/2023-2024/BUSTEE
Name of the Work : **Repairing of Bustee passages at 165, 173, 342, 238 Kalighat Road, Kali Lane ETC in Ward No. 83;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 3,74,135.11;** Earnest Money : **Rs. 7,500.00;** Period of Completion : **90 Days;**
(2) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/083/028/2023-2024/BUSTEE
Name of the Work : **Repairing of Bustee privies at 114, 116, 238, Kalighat Road, 34 M. H. Street etc. in Ward No. 83;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 3,45,845.52;** Earnest Money : **Rs. 7,000.00;** Period of Completion : **90 Days;**
(3) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/083/027/2023-2024/BUSTEE
Name of the Work : **Removal of Chokage at 114/3C T.G. Road, 116, 144, 146, K.G Road etc in Ward No. 83;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 2,95,949.97;** Earnest Money : **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **90 Days;**
(4) NIT No.: KMC/EE(C)/BR-VIII/069/029/2023-2024/R
Name of the Work : **Improvement of Road surface by lowering of manhole, Gullypit and allied civil works alongwith Palit Street from 76 Sarat Bose Road to 11 Ritchie Road in Ward No. 69;** Estimated Cost (including GST & CESS) : **Rs. 4,99,972.46;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **45 Days;** Last Date & Time of submission of Bid : **18.12.2023 at 12 noon** (for Sl. no.1 to 3) **& 15.12.2023 at 12 noon** (for Sl. no. 4); Date of opening of Tender : **21.12.2023 at 12 noon,** (Sl. no.1 to 3) & **18.12.2023 at 12 noon** (for Sl. no. 4); The bid forms and other details are available on and from **08.12.2023 at 5 p.m.** (for Sl. no.1 to 3) & **07.12.2013 at 5 pm** (for Sl. no.4). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no.1 to 4).

The Executive Engineer/(Roads), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works :
(1) NIT No.: KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/182 (1st Call)
Name of the Work : **Hotmix and Jhama at different places of Nayabad Main Road from Green Club to Das Para Bridge under Br-XII;** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,99,730.10** (excluding contingency amount); Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **180 Days;**
(2) NIT No.: KMC/ROADS/NORTH/152/2023-2024 (1st Call)
Name of the Work : **Repairing of Tiljala Road from JN. of Gorachand Road to Dr. Biresh Guha Road under Br.-VII;** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,96,082.97;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **45 Days;**
(3) NIT No.: KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/260 (1st Call)
Name of the Work : **Repairing of water leakage spots at different places of N.S.C. Bose Road, Raja S.C. Mullick Road, B.M. Sarani & Other places under Br-X;** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,95,502.90** (excluding contingency amount); Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **30 Days;**
(4) NIT No.: KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/239 (1st Call)
Name of the Work : **Laying seal coat at Corn Field Road and Mandeville Garden in Ward No. 69, Br.-VIII;** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 1,75,600.31** (excluding contingency amount); Earnest Money : **Rs. 3,600.00;** Period of Completion : **30 Days;**
(5) NIT No.: KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/240 (1st Call)
Name of the Work : **Laying seal coat at fern place from Bijon Setu to Moni Mukherjee and Fern Road from 19, Fern Road to Moni Moni Mukherjee Road in Ward No. 68, Br.-VIII;** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 1,69,346.23** (excluding contingency amount); Earnest Money : **Rs. 3,400.00;** Period of Completion : **30 Days;**
(6) NIT No.: KMC/ROADS/SOUTH/2023-2024/254 (1st Call)
Name of the Work : **Repairing of Road Surface at D.H. Road (Eastern Flank) from premises no. 10A D.H. Road to Judges Court Road X-ing by layning Hotmix under Br-IX;** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,94,555.24** (excluding Contingency Amount); Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **45 Days;**
(7) NIT No.: KMC/ROADS/NORTH/151/2023-2024 (1st Call)
Name of the Work : **Repairing of E.M. Byepass service Road infront of Panchannagram Bus Stand, Land Mark Hotel, P.C. Chandra Garden & Chingrighata Canal etc under Br.-VII;** Estimated Amount (including GST & CESS) : **Rs. 4,98,944.95;** Earnest Money : **Rs. 10,000.00;** Period of Completion : **45 Days;** Last Date & Time of Submission of Bid : **19.12.2023 at 12 noon** (for Sl. no. 1 to 6) & **16.12.2023 at 12 noon** (for Sl. no. 7); The bid forms and other details are available on and from **08.12.2023 at 12 noon** (for Sl. no.1 to 5), **09.12.2023 at 12 noon** (for Sl. no. 6) & **06.12.2013 at 12 noon** (for Sl. no.7). The websites **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. no. 1, 2 and 7), **https://wbtenders.gov.in** (for Sl. no. 3 to 6).
1037/23-24

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৫ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ১৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩০

যুদ্ধ কি বন্ধ হবে না

সম্পাদকীয়

গাজার যুদ্ধ কি থামবে না। আজ বিশ্ব জুড়ে এই তর্জই চলছে। কি করলে এই বিশাল ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে মানুষ রক্ষা পাবে কেউ কি বলে দিতে পারবেন। বৃহত্তম আল শিফা হাসপাতালে যা ঘটে চলেছে, তাতে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে নিন্দার ঝড় উঠেছে আমেরিকা ও ব্রিটেনেও। যুদ্ধ শুরুর পর থেকে আমেরিকা ও ব্রিটেনের সরকার ইজরায়েলের পাশে সবচেয়ে দৃঢ়ভাবে রয়েছে। কিন্তু আল শিফার ঘটনাকে যুদ্ধাপরাধ বলতে তারাও পিছপা হচ্ছে না। হাসপাতালকে সামরিক ঘাঁটি বানানো অবশ্যই যুদ্ধাপরাধের মধ্যে পড়ে। ইজরায়েলের তরফে বারবার বলা হচ্ছিল, আল শিফা হাসপাতালের নিচে সুড়ঙ্গের মধ্যে রয়েছে হামাসের মূল সামরিক ঘাঁটি। সেখানে আশ্রয় নিয়ে রয়েছে হামাসের সমস্ত জঙ্গি নেতারা। হাসপাতালের নিচে সুড়ঙ্গে জড়ো করা রয়েছে বিপুল অস্ত্রশস্ত্রও। ইজরায়েল এ ব্যাপারে ২০১৪ সালে দেওয়া আমেরিকার একটি গোয়েন্দা তথ্যকেও হাতিয়ার করেছে। ওই গোয়েন্দা তথ্যে দাবি করা হয়েছিল, আল শিফা হাসপাতালকে হামাস সামরিক ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করছে। আল শিফা হাসপাতালের নিচের সুড়ঙ্গে হামাসের যুদ্ধের নিয়ন্ত্রণকক্ষও করা হয়েছে।হাসপাতালকে সামরিক ঘাঁটি বানানো হলে সেটা অবশ্যই অপরাধ। সেক্ষেত্রে বিরোধী পক্ষেরও অধিকার থেকে থাকে হাসপাতালে হামাস ঘাঁটিতে হামলা চালানোর। কিন্তু যুদ্ধের আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে হাসপাতালে হামলা চালানো তা অতি সতর্কতার সঙ্গে চালাতে হবে। এক্ষেত্রে মার্কিন সংবাদমাধ্যম ইরাকের মসুলে আইএস জঙ্গির ঘাঁটিতে হামলার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছে। মসুলের একটি বড় হাসপাতালে ইসলামিক জঙ্গি সংগঠন আইএস তাদের সামরিক ঘাঁটি বানিয়েছিল। সেই ঘাঁটিতে হামলা চালানোর আগে মার্কিন বাহিনী হাসপাতালটিকে সম্পূর্ণ রোগী ও চিকিৎসক মুক্ত করে। দীর্ঘ সময় ধরে রোগীদের, চিকিৎসক ও চিকিৎসাকর্মীদের হাসপাতাল ছাড়ার রাস্তা তৈরির পরে মার্কিন বাহিনী জঙ্গিদের খোঁজে হাসপাতালে ঢুকেছিল। কিন্তু ইজরায়েল আল শিফা হাসপাতালে হামলা চালানোর জন্য যথেষ্ট সতর্কতা গ্রহণ করেনি বলেই সর্বত্র অভিযোগ। গাজার বৃহত্তম হাসপাতাল আল শিফায় ইজরায়েলি হামলার সময় হাজার-হাজার রোগী ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল। হাসপাতালের চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের দাবি ছিল, সেখানে কোনও হামাস জঙ্গি নেই। কিন্তু ইজরায়েল জেদ ধরে থেকে যে, রোগী ও সাধারণ মানুষকে মানব ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে হাসপাতালে আশ্রয় নিয়েছে হামাসের সমস্ত জঙ্গি নেতারা। আল শিফায় ইজরায়েলি বাহিনীর হামলার পর সেখানে সদ্যোজাতদের মৃতদেহের ছবি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ হয়েছে। মৃত্যু হয়েছে অসংখ্য রোগীর। হাসপাতাল ছেড়ে পালাতে হয়েছে বহু মানুষকে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত ইজরায়েল প্রমাণ করতে পারেনি যে, আল শিফায় হামাসের সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। সামান্য কয়েকটি অস্ত্র হাসপাতাল চত্বরে পড়ে থাকার ছবি প্রকাশ্যে আনা হলেও, হাসপাতালের সুড়ঙ্গে অস্ত্রভাণ্ডারের হদিশ মেলেনি। বরং আল শিফা হাসপাতালে মৃত শিশু ও অসহায় রোগীদের ছবি বিশ্বজুড়ে তোলপাড় ফেলেছে। এই ঘটনাকে যুদ্ধাপরাধ বলে চিহ্নিত করছে বিশ্বের অধিকাংশ দেশ। যুদ্ধে বিমানবাহিনীর ব্যবহার শুরু হয়েছে, তবে থেকেই নিরীহ মানুষের মৃত্যুর ঘটনা সামনে আসছে। একদা যুদ্ধ হত দু'-পক্ষের সেনার মধ্যে। ফাঁকা মাঠে বা মরুভূমির মধ্যে দু'-পক্ষের বাহিনী যুদ্ধ করত। তাতে সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন হত কি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে যখন বিমানবাহিনীর ব্যবহার ব্যাপকভাবে শুরু হল, তখন থেকেই সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন হয়ে উঠেছে। মানুষের জীবন থেকে শুরু করে ঘর, বাড়ি, সম্পত্তি সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতির মুখে পড়ছে। ইজরায়েল বারবার দাবি করছে যে, তাদের যুদ্ধ হামাসের সঙ্গে, প্যালেস্টাইনের সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ নয়। সাধারণ প্যালেস্টিনীয়দের যে ক্ষতি হচ্ছে, তা ' ড্যামেজ'। কিন্তু সেটা কি মেনে নেওয়া যায়।

কথা নয় নীতি গ্রহণ মাদির

আগ বাড়িয়ে চিনের সঙ্গে কোনও কথা নয় নীতি গ্রহণ করেছেন মোদি। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন চিন যদি স্বেচ্ছায় তাদের দখল স্থানগুলি ত্যাগ করে তাহলে আলোচনার বৈঠকে বসা হবে। নচেৎ নয়। চিনের আগ্রাসী নীতি এবং আলোচনা এক সঙ্গে মেনে নিতে পারছে না ভারত। ২০১৪ সালে রাশিয়ার ক্রিমিয়া দখল করে নেওয়ার সময়ে রাষ্ট্রপুঞ্জে ভোটাভুটি হলে চিন সেখানে অনুপস্থিত ছিল। এদিকে রাশিয়ার ইউক্রেন নিয়ে যে ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে তাকে একেবারে আমল দিতে চাইছে না চিন। চিনের ছোট ভাই হয়ে থাকতে রাজি নয় রাশিয়া। চিনের সঙ্গে ব্যবসা চালিয়ে যাওয়ার চেয়ে ইউরোপের দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা করলে বেশি লাভ রাশিয়ার। সেই কারণে রাশিয়া এখন ইউরোপের দেশগুলি ওপরে বেশি করে ঝুঁকতে শুরু করে দিয়েছে। মধ্য এশিয়াতে চিন রাশিয়ার সহযোগিতা কথা প্রকাশ পেলেও রাশিয়া কোনও সময়ে চাইবে না যে এশিয়ার দেশগুলি তার হাত ছাড়া হয়ে যাক। ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতি থেকে চিন রাশিয়ার মতভেদ শুরু হয়েছে। চিনের বৃহত্তর বাণিজ্যের অংশীদার হচ্ছে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন। তুলনায় রাশিয়ার সঙ্গে তাদের ব্যবসা কম। ফলে রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ বাঁধলে চিনের পক্ষে রাশিয়াকে সমর্থন করা খুবই মুশকিল। চিনের সঙ্গে ইউক্রেনের ব্যবসা বাণিজ্য নতুন মাত্রা যোগ দিতে শুরু করে দিয়েছে। আর একটি বিষয়কে ভারত উল্লেখযোগ্য বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছে সেটা হচ্ছে চিন রাশিয়ার যৌথ বিবৃতিতে ভারতের সঙ্গে সীমান্ত নিয়ে সংঘর্ষের কথা বলা নেই। বেজিংয়ের ইন্ধন সত্ত্বেও কাশ্মীর নিয়ে রাশিয়া ভারতকে খোঁচা দেয়নি। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে বিদেশ মন্ত্রক মনে করছে যে চিন রাশিয়া ঐক্য জোট বেশি দিন স্থায়ী হবে না। এটা হচ্ছে শেষে যেভাবে কোলাকুলির মতো কূটনীতি। শত্রুতাকে আপাতত চাপা রেখে মিলনের চিত্রটাকে সামনে এনে গোটা বিশ্বকে খানিকটা চমকে দেওয়া আর কী। চিন এখন রাজনৈতিক চমকানি দিতে শুরু করে দিয়েছে। বাদ পড়ছে না রাশিয়া এবং আমেরিকাও। ২০০১ সালে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পদে পুতিন থাকার সময়ে চিনের সঙ্গে চুক্তি হয়। চিন রাশিয়ার মধ্যে কোনও জোট প্রকাশ পায়নি। তবে ভারত চিন আক্রমণ করলে রাশিয়ার কী ভূমিকা হবে তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছে বিদেশ মন্ত্রক।

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্র বলেন, মনীষীদের লেখা পড়তে হবে। যিনি মনীষীদের লেখা পড়েন এবং তাদের কথা স্মরণ করেন এবং তাদের চলার পথ ধরে জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন তিনি কোনও রকমভাবে বাজে কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েন না।

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত

মা সারদার পুজোও করতে হবে। তবেই সেই পুজো সম্পূর্ণতা লাভ করতে পারবে। ঠাকুর বলতেন, পুরুষ এবং নারী মিলেই এই বিশ্ব সংসার। পুরুষকে বাদ যেমন দিয়ে বিশ্ব সংসার তৈরি হতে পারে না। ঠিক তেমনি নারীকে বাদ দিয়ে বিশ্ব সংসার নির্মাণ হতে পারে না। সেই কারণে দরকার রয়েছে নারী জাগরণ।জীবন ধর্মের সবচেয়ে সেরা কি? সেটা হচ্ছে মাতৃভক্তি। মায়েরপ্রতি আকর্ষণ অনুভব করা। মায়ের প্রতি যার আকর্ষণ রয়েছে তাকে কেউ পরাস্ত করতে পারবে না। এটা হচ্ছে মাতৃ আশির্বাদ। এর থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যায় না। মায়ের ভক্তি পয়সা দিয়ে কেনা যায় না। আবার মাতৃভক্তি কোনও সময়ে ঋণ হয় না। মাতৃভক্তি হচ্ছে অকৃত্রিম। এই জগতে সেরা হচ্ছে মাতৃভক্তি। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে যাঁরা সুনাম অর্জন করেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন মাতৃভক্ত। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি নিয়ে বাঙালিরা এখন গর্ব অনুভব করে থাকে। বিদ্যাসাগর মাতৃভক্তির জোরে তিনি বিখ্যাত হতে পেরেছিলেন। তার ওপরে রয়েছে নারীদের শিক্ষিত করার ইচ্ছে। তিনি নারী জাতির উন্নতির জন্য বিবিধ কাজ করে গিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কাজ করেছেন বিধবা বিবাহ।

ভারতের সঙ্গে স্থায়ী ব্যবসায়িক মৈত্রী ডাক ইউরোপ ইউনিয়ন

রবীন্দ্রকুমার শীল

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেছিলেন ইউরোপ ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ফন ডের লেয়েন। তিনি চিনকে নিশানা করে বার্তা দিয়েছেন। ভারতকে সতর্ক থাকতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, চিন যেভাবে আগ্রাসন নীতি গ্রহণ করে এগিয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে তাতে প্রশান্ত এবং ভারত মহাসাগর আগামী দিনে বিপদে পড়তে পারে সে দিকে ভারতকে নজর রাখতে হবে। ভারতকে শক্ত হাতে এর মোকাবিলা করতে হবে। রাশিয়াকে চিন সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে বিশ্ব থেকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দ্রুত অপসারন করার চেষ্টা। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় যাতে বিশ্বে থাকতে না পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে চিন এবং রাশিয়া পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। উত্তর কোরিয়া এখন সারা বিশ্বকে আতঙ্কের মধ্যে রাখতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের উস্কানিতে এই সব হচ্ছে বলে তিনি মনে করেন। তাইওয়ানের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। সেই কারণে তারা রাশিয়াকে ইউক্রেন যুদ্ধে সমর্থন করতে শুরু করেছে। এর মূলে রয়েছে চিনের আগ্রাসী নীতি। চিন চাইছে না এশিয়ার কোনও দেশ মাথা তুলে দাঁড়াক। চিন এবং রাশিয়া আগামি দিনে এশিয়া জুড়ে রাজ স্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। এ ব্যাপারে একমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ব্রিটেন এবং আমেরিকা। ব্রিটেন এবং আমেরিকা এখন বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশের. রক্ষাকর্তারূ' উপস্থিত। আমেরিকা এখন তাইওয়ানের সরকারকে রক্ষা করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। তাইওয়ান বিপন্ন হলে আমেরিকা সর্বশক্তি দিয়ে তাকে রুখবে বলে চরম হুঁশিয়ারী দেওয়ার ফলে চিন এখন তাইওয়ান দখলে নামছে না। চিন চেষ্টা করছে ধীরে ধীরে আমেরিকার শক্তিকে নাশ করার। আমেরিকার সঙ্গে রাশিয়াকে লেলিয়ে দেওয়ার রাস্তা করতে শুরু করছে চিন। চিন চাইছে ভারত যেন আমেরিকার ছায়া থেকে বের হয়ে আসে। পাকিস্তানকে সেই কারণে চিন সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে। কাশ্মীরে চিন ঢুকে রয়েছে। তার একমাত্র ভারতকে খানিকটা রাজনৈতিকভাবে কঠিন অবস্থায় নিয়ে যাওয়ার। বিশ্ব রাজনীতিতে ভারত যাতে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে শুরু করে দিয়েছে চিন। ভারতের আর্থিক বাজারের দিকে চিন সরকার নজর রাখছে। ভারতের শেয়ার বাজারের দিকে লক্ষ্য রাখছে চিন সরকার। ভারতের মতো দেশে চিন লগ্নি করার পথ তৈরি করার চেষ্টা করছে। কিন্তু লাদাখ সীমান্ত সংঘর্ষ চিনকে এই পরিকল্পনা থেকে খানিকটা সরে যেতে বাধ্যে হয়েছে। ভারত চিনা পণ্য প্রথম বয়কট করতে শুরু করে দিয়েছিল। যদিও ইউরোপ ইউনিয়ন এখনও পুরোপুরি চিনা পণ্য বয়কট করেনি। তবে রাশিয়ার পণ্য ইউরোপ ইউনিয়ন বয়কট করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে রাশিয়া আর্থিক দিক দিয়ে ক্রমশ শক্তি হারাতে শুরু করেছে। আজকে রাশিয়ার যা শক্তি রয়েছে তাতে ইউরোপ ইউনিয়ন যদি বয়কট সিদ্ধান্ত চালু রাখে তাহলে কিন্তু রাশিয়া একেবারে পথের

ভিখারিতে পরিণত হয়ে যাবে। সেই কারণে রাশিয়া মুখে যতই বলুক তাদের শক্তি রয়েছে কিন্তু কার্যত তারা দিশাহারা এখন অবস্থায়। রাশিয়ার সঙ্গে এখন বিশ্বের আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী দেশ কোনও ব্যবসা বাণিজ্য নেই। ভারতের.মতো দেশের. সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করে কতদিন রাশিয়া মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে। বেশি দিন দাঁড়িয়ে থাকতে রাশিয়া পারবে না। একটি সময়ে তাদেরকে আমেরিকার কাছাকাছি আসতে হবে। কারণ আমেরিকার ব্যবসাটা ভালো বোঝে। অর্থনীতিটা ভালো করে বোঝে। যার ফলে আমেরিকার বিশাল পুঁজির অধিকারী।

ভারতকে সাবধান করে দিয়েছেন ইউরোপ ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট উরসুলা। তিনি বলেছেন, ভারতকে এখন থেকে সতর্ক হয়ে পা ফেলতে হবে। রাশিয়ার সঙ্গে ইউরোপের মতভেদের সময়ে ট্রেড টেকনিক্যাল কাউন্সিল গড়ার কথা ভাবতে হবে। ইউরোপের সঙ্গে এই কাউন্সিলের সম্পর্ক রয়েছে একমাত্র আমেরিকার। ট্রেডকে এখন প্রাধান্য দিতে হবে। বিশ্বের বর্তমান অবস্থাটা এখন পুরোপুরি ট্রেডের ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেই কারণে ট্রেডকে সঙ্গে নিয়ে ইউরোপের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়তে হবে ভারতকে। বিদেশ মন্ত্রকের কূটনীতিক উদ্যোগে যে রাইসিনা সংলাপে আন্তর্জাতিক মঞ্চকে কাজে লাগিয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে তোপ দাগতে ইউরোপের ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট উরসুলা সেটা তাদের জানা ছিল। ইউরোপ এখন রুশ বিরোধী শিবিরে পরিণত হয়েছে। ইউক্রেনকে আগামি দিনে ইউরোপ ইউনিয়নের নথিভূক্ত করা যায় কিনা তা নিয়ে ভাবনা চিন্তা চলছে। ইউরোপ ইউনিয়নের সদস্য হতে পারলে আবার ইউক্রেনকে গঠন করতে বেশি সময় লাগবে না। নতুন করে ইউক্রেনকে তৈরি করা দ্রুত সম্ভব হবে। রাশিয়া যেভাবে ইউক্রেনবাসীদের ক্ষতি করে দিয়েছে তা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিরোধী। তার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশন থেকে রাশিয়াকে বের করে দেওয়া হয়েছে। রাশিয়া এখন আর রাষ্ট্রপুঞ্জের মানবাধিকার কমিশনের সদস্য নয়। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার অপরাধী বলে রাশিয়াকে ঘোষণা দিতে ইউরোপের বেশ কিছু দেশ উদগ্রীব। তারা মনে করছে রাশিয়া যুদ্ধাপরাধী দেশ। এদের সঙ্গে কেনও রকম কূটনীতিক সম্পর্ক রাখা উচিত হবে না। ঠিক একইভাবে চিনের সঙ্গে ভারতের কোনও রকম সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভব নয়। চিনের আগ্রাসী নীতির সঙ্গে ভারতের নীতির কোনও মিল থাকতে পারে না। চিন যেভাবে ভারতের সীমান্ত এলাকা দখল করে রয়েছে তা কিন্তু সত্যিকারের চিন্তার বিষয়। ভারত সরকারকে এ ব্যাপারে সতর্ক হয়ে থাকতে হবে। চিন কিন্তু ভারতে প্রবেশ করার চেষ্টা করবে। চিনের সঙ্গে কূটনীতিক সম্পর্কের চিড় ধরতে পারে বলে ইউরোপ ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মনে করেন। ভারতকে এখন সৌরশক্তি নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করতে হবে। রাশিয়ার কাছ থেকে জ্বালানি কিনে বিদ্যুৎ তৈরি করতে গেলে ভারত পরনির্ভরশীল হয়ে পড়বে। রাশিয়া চায় ভারত পরনির্ভরশীল দেশ হয়ে থাকুক। তাহলে তাদের তেল, জ্বালানি এবং গ্যাস বিক্রি হতে থাকবে। ভারতের বাজার তাদের করতলগত হয়ে যাবে। ভারত আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হলেও পরনির্ভরশীল দেশ হিসাবে পরিচিতি লাভ করতে চায় না। আত্মনির্ভরশীল ভারত তৈরি করতে বধ্যপরিকর প্রধানমমন্ত্রী মোদি। ভারত াকিস্তান হতে চায় না। ভারতকে স্বনির্ভরশীল দেশে পরিণত হতে পারে। সেই ক্ষমতা ভারতের রয়েছে। তার জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। ট্রেড টেকনিক্যাল কাউন্সিল গড়তে হবে। ইউরোপ ইউনিয়ন মনে করে রাশিয়া এখন গোটা ইউরোপের সঙ্গে সরাসরি যুদ্ধ করতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের লক্ষ্য কেবল ইউক্রেন নয়, তাদের লক্ষ্য হচ্ছে সারা বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করা। তার জন্যই তারা ইউক্রেনকে ভাগ করে দেওয়ার খেলায় মেতেছে। কৃষ্ণ সাগর দখল করে সেখানে বাণিজ্যতরী পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। যুদ্ধ জাহাজ পাঠানোর ব্যবস্থা করবে। ইউক্রেনের সম্পদকে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে যা এতদিন ধরে পূর্ব জার্মানে করে এসেছিল রাশিয়া। পূর্ব জার্মান হাতছাড়া হয়ে যেতেই রাশিয়া এখন খুব বিপদে পড়ে গিয়েছে। তারা বিজ্ঞানে অগ্রসর হতে পারছে না। জার্মানরা বিজ্ঞানে রাশিয়াকে সহযোগিতা করেছিল। সেই কারণে রাশিয়া এখন সমুদ্র পথ দখল করে নেওয়ার চেষ্টা করছে। সঙ্গে রাখছে ইউক্রেনকে। তবে ইউক্রেন জয় করা সম্ভব হবে কিনা তা ভবিষ্যত বলতে পারে।

আন্তর্জাতিক কটূনীতির দিকে ভারতের লক্ষ্য

এখন আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে কিন্তু মোদি সরকার সাফল্য দেখতে পারছে। ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধ হওয়ার ফলে ভারত এখন বেশ ঠাণ্ডা মাথায় কূটনীতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়া ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে আগ্রহী। এদিকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান রাশিয়ার সমর্থন পেতে মস্কোতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। রাষ্ট্রপুঞ্জে রশিয়ার বিরুদ্ধে প্রস্তাবে ভারত ভোট দেয়নি। ভারত থেকে বারবার বলা হয়েছিল ভারসাম্য নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। যুদ্ধ ভারত চায় না। উভয় পক্ষকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে যুদ্ধ থামাতে হবে। রাশিয়া মারিয়ুপোল অধিকার করতে চায়। সেখান দিয়ে তারা একটি সেনা করিডর গড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছে। এদিকে কিভ সরকার থাকুক বলে রাশিয়া চিন্তা করতে শুরু করেছে। এখন ইউক্রেন সরকারের বিরুদ্ধে কোন কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করছে না রাশিয়া। এদিকে জেলেনস্কি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন নেটোতেইউক্রেন যুক্ত হবে না। রাশিয়া আগে থেকেই বলে আসছিল ইউক্রেন নেত্বড়টো গেলে যুদ্ধ হবে। নেটো যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় রুশ বাহিনী কিভ শহরের ওপরে আক্রমণ প্রায় বন্ধ রেখেছে। কিন্তু তারা মারিয়ুপোল অধিকার করার চেষ্টা করছে। সেখান দিয়ে একটি রাস্তা নির্মাণ করে কৃষ্ণ সাগরের সঙ্গে যুক্ত করা হবে। ভারত এখন কোনও পক্ষতে নেই। বিদেশ মন্ত্রী জয়শঙ্কর বলে দিয়েছেন যে ভারত বরাবরই শান্তির পক্ষে কথা বলে এসেছে। ইউক্রেন যুদ্ধটা হচ্ছে শক্তিধর দেশের স্বার্থের যুদ্ধ। এতে ভারতের অংশ গ্রহণ করে কোনও লাভ নেই। ভারত বিশ্বের বৃৎ শক্তি শিবিরের.অংশ হয়ে থাকতে চায় না। জোট নিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাসী ভারত সরকার। এদিকে ভারতের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা খুবই কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। কারণ পাকিস্তানের কাছ থেকে পাক অধিকৃত কাশ্মীর অধিকার করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল কেন্দ্রীয় সরকার সেখানে জল ঢেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে পাকিস্তানের আইএসআই গুপ্তচর সংস্থা। তারাই চিনকে পেছন থেকে উস্কে দিয়েছে যে ভারতের সীমান্ত এলাকায় ব্যস্ত রাখলে ভারতীয় সেনারা আর পাক অধিকৃত কাশ্মীরের দিকে মন দিতে পারবে না। পাকিস্তান এখন চিনের সবচেয়ে বড় তাবেদার দেশ। আগে পাকিস্তান আমেরিকার তাবেদার দেশ ছিল। কিন্তু ওসামা বিন লাদেনকে পাকিস্তান গোপন আশ্রয় দেওয়ার ফলে আমেরিকা বেশ ক্ষুব্ধ। াকিস্তান সরকারের সহায়তায় গোপন ঘাঁটিতে লাদেন সুরক্ষিত ছিল। মাত্র কয়েকজন পাক প্রশাসন কর্তারা তা জানতেন। আর কারোর পক্ষে লাদেনের খবর জানা সম্ভব ছিল না। ফলে আমেরিকাকে লাদেন খুঁজে বের করতে বহু অর্থ ব্যয় করতে হয়। পাশাপাশি ব্যবহার.করতে হয়েছিল গুপ্তচর বিমান। এমনকী উপগ্রহ থেকে বারবার ছবি তুলে .তার পর্যবেক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বহু অনুসন্ধান করে লাদেনের খোঁজ পায় আমেরিকা। সেই সময়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন বারাক ওবামা। তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিয়েছিলেন যে ওসামা বিন লাদেনকে একেবারে মেরে ফেলবে। সেই কারণে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে লাদেন হত্যা অভিযান করেছিল আমেরিকার সেনারা। সারা বিশ্ব বিশেষ করে হোয়াইট হাউসে বসে ওসামা বিন লাদেনের হত্যাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন প্রেসিডেন্ট ওবামা। লাদেন হত্যার গোটা পরিকল্পনাটি তৈরি করেছিল পেন্টাগন। আমেরিকার নেভি সিলস লাদেন হত্যা অপারেশনে অংশ গ্রহণ করে। সেই কারণে পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র বলে ঘোষণা গৃহীত হলেও তা কিন্তু রাষ্ট্রপুঞ্জে স্বীকৃতি লাভ করেনি চিনের ভেটো দেওয়ার ফলে। চিনও এখন কাশ্মীর নীতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে। চিনকে পাশে পেয়ে পাকিস্তান মনে সাহস পেয়েছে তার ফলে ভারত পাক সীমান্তে পাক সেনারা এখন টহল দিচ্ছে। এদিকে 'কাশ্মীর ফাইল' নিয়ে বিরুপ সমালোচনা করেছেন কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ফারুক আব্দুল্লা। তিনি বলেছেন মিথ্যা প্রচার করা হচ্ছে। 'কাশ্মীর ফাইল'টিতে প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরা হয়নি। এজিকে বিজেপি দলের নেতারা 'কাশ্মীর ফাইল' চলচ্চিত্রকে সত্য তথ্য ভিত্তিক গল্প বলে অ্যাখ্যা দিয়েছে। কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে কেঃদ্রীয় সরকার সদর্থক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল। ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর থেকে কাশ্মীরের ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়নি বলে দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে বিজেপি সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কাশ্মীর সমস্যা সমাধান করতে একেবারে কাশ্মীরটাকে দুটো ভাগে বিভক্ত করে দিলেন। কাশ্মীর ভারতের কেঃদ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত হল এবং পাশাপাশি লাদাখকেও কেঃদ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করা হল। এর ফলে সেখানে যারা বিচ্ছিন্নতাবাদী আঃেদালন করছিল তারা বেশ মুশকিলে পড়ে গেল। কাশ্মীর কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল হওয়াতে পাকিস্তানের বিদেশ নীতি একেবারে মুখ থুবড়ে পড়ল। এখন আর কাশ্মীর নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রপুঞ্জে কোনও বক্তব্য রাখতে পারছে না। আমেরিকাও এখন পাকিস্তানের কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে ফেলেছে। ফলে পাকিস্তানের চিন ছাড়া আর কোনও পথ খোলা নেই। তারপরে রাশিয়ার সমর্থন পেতে সেখানে গিয়েছিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান। ইউক্রেন যুদ্ধের সময়ে হঠাৎ করে কী কারণে পাক প্রধানমন্ত্রী সেখানে গেলেন তা কিন্তু রহস্য থেকে গেল। তবে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক থেকে বলা হয়েছে পাকিস্তানের প্রতিচি পদক্ষেপ ভারত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। পাকিস্তানকে জঙ্গি মদতপুষ্ট রাষ্ট্র বলে সবাই গ্রহণ করে নিতে চায়। পাকিস্তান জঙ্গি দমন করতে পারেনি। পাকিস্তানে নামে গণতান্ত্রিক দেশ। কিন্তু সেখানে সেনারা দেশ পরিচালনা করে থাকে। সেনা প্রধানরা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী হন। সেনাদের দ্বারা পাকিস্তানের প্রশাসন পরিচালিত হয়। প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানও এখন ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছেন। যে কোনও সময়ে সেনারা সেখানকার ক্ষমতা দখল করে নিতে পারে যা অতীত কালে হয়েছিল। দেখা গিয়েছে বহু ক্ষেত্রে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইরা পাক প্রশাসনকে পরিচালনা করে। এদিকে চিন গালওয়ান সীমান্ত থেকে তাদের সেনা সরাই নি। উপরন্তু লাদাখে ভারতের বেশ কিছু অঞ্চল ঘিরে বসে রয়েছে। সেখান থেকে চিনারা সেনা সরানোর কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে না। গালওয়ান উপত্যকায় ১৬ টি চিনা সেনা ছাউনি দেখতে পাওয়া গিয়েছে। যেসব স্থান আগে ভারতের ছিল সেই সব স্থান চিনা সেনারা অধিকার করে বসে গিয়েছে। উপগ্রহ চিত্র থেকে পরিস্কার দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে চিন সেখানে পাকা রাস্তা তৈরি করছে এবং সেনা প্রস্তুতি বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। গালওয়ান নিয়ে যখন ভারতীয় সেনারা ব্যস্ত তখন পাকিস্তান আবার সীমান্ত এলাকা সেনা বাহিনী বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবার সেনা বাহিনী বৃদ্ধি করতে শুরু করে দিয়েছে। পাকিস্তান যে কোনও সময়ে বিক্ষিপ্ত আক্রমণ করতে পারে বলে জানতে পারা গিয়েছে। আসলে ভারতকে অস্থির করতে এবং চাপে রাখতে কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করে দিয়েছে চিন এবং পাকিস্তান। ভারতের এই চরম মুহূর্তে আমেরিকা কতখানি সাহায্য করতে বা বোঝা খুবই মুশকিল। যদিও এখন আমেরিকার তাদের সেনাদের ভারত মহাসাগর এবং চিন সাগরে মোতায়েন করতে শুরু করে দিয়েছে। জাপান বরাবরই ভারতের পাশে থেকেছে। তাছাড়া ভারতের জাপানের সঙ্গে ব্যবসায়িক লেনদেন ভালো অবস্থায় রয়েছে। ভারত আক্রান্ত হলে জাপান ছেড়ে কথা বলবে না সেটা পরিস্কার বুঝতে পারছে চিন সরকার। সেই কারণে খানিকটা দ্বিধায় রয়েছে চিন।

বিশ্ব রাজনীতির পরিবর্তনে ইজরায়েল এবং ইউক্রেন যুদ্ধ

আমেরিকা ভারতকে খোঁচা দিয়ে কোয়াডের অন্য দেশগুলিকে পাশে নিয়ে ভারতের সমালোচনা করতে শুরু করে দিয়েছেন বাইডেন। মোদি সরকারের রুশ নীতি হচ্ছে স্বার্থপরতার নীতি বলে গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে আমেরিকা। ভারত সব ক্ষেত্রে নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখে বলে সমালোচনা করেছেন বাইডেন। তিনি হুঁশিয়ারী দিয়ে বলেছেন, রাশিয়ার আগ্রাসন নীতিরপ্রভাব ভারত এবংপ্রশান্ত মহাসাগরের ওপরেও পড়তে পারে। তখন ভারত কোন ভূমিকা পালন করবে তা এখনই বলতে হবে। রাশিয়ার বিরুদ্ধে সবাই যদি কোমর বেঁধে না নামে তাহলে তার ফল সবাইকে ভোগ করতে হবে বলে বাইডেন জানান। এদিকে কোয়াডের জরুরী বৈঠক ডেকেপ্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধে সবাই মেতে না থেকেপ্রশান্ত মহাসাগরের ওপরে বেশি করে নজর দেওয়া উচিত। সেখান চিনের সেনারা মহড়া দিতে শুরু করে দিয়েছে। আসলে এই সময়ে চিন কি চাইছে তা পরিস্কার করে বুঝতে পারা সম্ভব হচ্ছে না। চিন শুধু সুযোগ খোঁজার চেষ্টা করছে। ইউক্রেন যুদ্ধের ফাঁকটা খুঁজে বের করে তারপরে তারা তাইওয়ান দখল নেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করছে বলে মনে করা হচ্ছে। এর সঙ্গে উত্তর কোরিয়া যুক্ত থাকবে। কোয়াডের বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যে সব আলোচনা হয়েছে তা কিন্তু বিশ্ব শান্তির পক্ষে রয়েছে। কিন্তু ভারত জাপান এবং ভারত অস্ট্রেলিয়ার যৌথ বিবৃতির মধ্যে পার্থক্য দেখতে পাওয়া গিয়েছে। সেখানে ঐক্যের সুর শুনতে পাওয়া যায়নি।প্রশান্ত মহাসাগরের ওপরে রাশিয়া হউক্রেন এবং ইজরায়েল হামাসের যুদ্ধেরপ্রভাব কতখানি পড়তে তা খতিয়ে দেখার কথা ছিল। এবং কোয়াড এর সদস্য রাষ্ট্রগুলি মধ্যে সেনা মহড়া দেওয়ার কথাও উঠে। কিন্তু ভারত এখন অপেক্ষা করতে বলতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত এর পক্ষ থেকে বলা হয়েছে এত তাড়াহুড়ো করার কোনওপ্রয়োজন নেই। রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধটা কোনও পথ ধরে এগোতে শুরু করে দিয়েছে এবং ইজরায়েল হামাস যুদ্ধ কতদিন গড়ায় তা দিকে লবাই লক্ষ্য রাখতে শুরু করেছে। তবে কোয়াডের সেনাদের সতর্ক হয়ে থাকতে বলা হয়েছে। ভারত ইতিমধ্যে তাদের সেনাদের সতর্ক রয়েছে। চিন সীমান্ত এলাকার ওপরে ভারত কড়া নজরদারি করতে শুরু করেছে। যদিও সীমান্ত এলাকা এখন যথেষ্ট শান্তিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে। সীমান্ত চিন ভারত আলোচনা হওয়ার পরিবেশ তৈরি হয়েছে। এদিকে ভারতের ভূমিকা নিয়ে কোয়াড থেকেপ্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে যে তাহলে কি ভারত পিছু হটতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলতে শুরু করে দিয়েছে আমেরিকাসহ নেটো দেশগুলি যতই জোটবদ্ধ হওয়ার পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে ততই চিন তাদের শক্তিকে বৃদ্ধি করতে শুরু করেছে। চিন কিন্তু চুপ করে বসে নেই? তারা ইউক্রেন ফাঁক খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে। এদিকে ইজরায়েলের সঙ্গে হামাসের যুদ্ধের ফলে বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ক্রমশ পাল্টাতে শুরু করেছে। সাত দ্রিদেনর যুদ্ধ বিরতির পর আবার ইজরায়েল গাজা আক্রমণ করতে শুরু করেছে। গাজা দখল করে রেখেছে ইজরায়েল। হামাস ইজরায়েল যুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে আমেরিকা অতি সক্রিয় হয়েছে। চিন ইতিমধ্যে আমেরিকার সহেগ বিবাদ মিটিয়ে ফেলে নতুন করে মৈত্রীকে সুদৃঢ় করতে ইচ্ছাপ্রকাশ করেছে। রাশিয়া আমেরিকার মধ্যে লড়াইটা কৌশলগতভাবে লাগিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে চিন। কিন্তু পারছে না বাইডেনের জন্য। জো বাইডন অতি ঠাণ্ডা মাথার রাজনীতিবিদ। খুবই মাথা ঠাণ্ডা করে পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকেন। তিনি ট্রাম্প নন সেটা পরিস্কার করে গিয়েছে বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

চিঠিপত্র কলকাতা থেকে

বিশ্ব গণতন্ত্রকে রক্ষার প্রচেষ্টা করতে হবে

চিন যেমন প্রশান্ত সাগর এবং ভারত মহাসাগরে তাদের আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করছে ঠিক তেমনি রাশিয়া এখন কৃষ্ণ সাগরে তাদের আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করছে যাতে করে ইউরোপের গণতান্ত্রিক দেশগুলির ওপরে খবরদারি করা যেতে পারে। চিন এখন চিন সাগরের ওপরে তারা খবরদারি করার চেষ্টা করছে। আন্তর্জাতিক জল পথ কারোর নিজস্ব সম্পত্তি নয়। তা জানা থাকলে চিন এখন সেখানে গায়ের জোর দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। রাশিয়া শক্তি দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু শক্তি দেখিয়ে বেশিদিন টিঁকে থাকা যাবে না। প্রধানমন্ত্রী মোদির সমানে এই রুশ বিরোধী বক্তব্য রেখেছেন ইউরোপ ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন আপনাদের ভাবতে হবে। শক্তির কাছে মাথা নত করবে না। মানবতার কাছে মাথা নত করবেন। মানবতাবাদকে রক্ষা করতে গেলে বহু পরিশ্রম করতে হবে। আর অস্ত্র দিয়ে শক্তি প্রদর্শন এবং তা দিকে আতঙ্ক তৈরি করাতে কোনও বাহাদুরি নেই। রাশিয়া এখন সবাইকে অস্ত্র দিয়ে থমকে রাখার চেষ্টা করছে। ভারত হচ্ছে শান্তির দেশ। সমৃদ্ধশালী দেশ। গণতান্ত্রিক দেশ। সেই কারণে আমাদের চিন্তা থাকে যে বিশ্ব থেকে গণতান্ত্রিক দেশের অস্তিত্বকে একেবারে মুছে ফেলার চক্রান্ত করতে শুরু করে দিয়েছে কমিউনিস্ট আদর্শে বিশ্বাস দেশগুলি। মুক্ত বাণিজ্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। বিনিয়োগের প তৈরি করতে হবে। রাশিয়ার নির্ভরতাকে কমিয়ে ফেলতে হবে। কোনও দেশ চায় না তারা কারোর ওপরে নির্ভর করে বেঁচে থাক। সব দেশ চায় স্বনির্ভর হতে। কিন্তু রাশিয়া চিন চাইছে তাদের অধীনে দেশগুলি থাক। সেটা কোনও রকমভাবে মেনে নেওয়া যায় না। সেই কারণে ট্রেড টেকনিক্যাল কাউন্সিল গড়ার প্রয়োজন রয়েছে। এবং সেখানে সব দেশগুলিও সদস্য হওয়ার অধিকার হবে। শুধু মাত্র রাশিয়া এবং চিনকে বাদ দিয়ে। কারণ তারা এখন চাইছে বিশ্বের সমস্ত দেশগুলি তাদের ওপরে নির্ভর করে বেঁচেবর্তে থাক। সেটা হতে পারে না। সব দেশেরই অধিকার রয়েছে আত্মমর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকার। সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করার। স্বাধীনতাকে রক্ষা করার। ইউক্রনের প্রেসিডেন্ট সেখানকার স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে যুদ্ধ করছে। যদিও কূটনীতিক কারণে সরাসরি ইউরোপের কোনও রাষ্ট্র তাদেরকে সহযোগিতা করতে পারছে না। তবে যতখানি সম্ভব সব কিছুই দিয়ে সহযোগিতা করা হচ্ছে। রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণার মধ্যে দিয়ে তার স্বৈরতান্ত্রিক চেহারাটা প্রকাশ পেয়ে গিয়েছে। ইউক্রেনের সেনারা এখন লড়াই করে চলেছে। যতদিন না তাদের অধিকৃত জমি দখল না করতে পারবে ততদিন ধরে যুদ্ধ চলবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি। তিনি দেশকে বাঁচাতে যুদ্ধ করছেন। তিনি আমেরিকাকে বাঁচাতে যুদ্ধ করছেন না। তিনি নেটোর সহযোগিতা চেয়েছেন নিজের দেশকে রক্ষা করতে। এটাই একটি দেশপ্রেমিকের সাচ্চা কাজ।

মানব ভট্টাচার্য, রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা-৭০০০০৯

হেরিটেজ ঃ কলকাতার মিউজিয়াম

১৯১৪ সালে কলকাতায় ভারতীয় জাদুঘর তৈরি হয়েছিল। এটি শুধু ভারতের প্রাচীনতম জাদুঘর তা নয়, পৃথিবীর প্রাচীনতম জাদুঘরের মধ্যে এটি একটি। কলকাতা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল এবারে একশো বছর পূর্ণ করে দিয়েছে ২০২১ সালেই। কলকাতার এই দুটি জাদুঘর অতি জনপ্রিয়। কলকাতা পুলিশের একটি নিজস্ব জাদুঘর রয়েছে মানিকতলার কাছে রাজা রামমোহন রায়ের বসতবাড়িতে। এটি এখন ডিসি নর্থ-এর অফিস। রিপন স্ট্রিটে 'লাইমলাইট' নামে একটি ভবন রয়েছে যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ভাওয়াল সন্ন্যাসীর মামলা। আলিপুর জেলে এখন তৈরি হয়েছে একটি মিউজিয়াম। ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্কের সদর দফতরে একটি স্টেট ব্যাঙ্কের মিউজিয়াম রয়েছে। রাজা রামমোহন সরণিতে রাজা রামমোহন মিউজিয়াম তৈরি হয়েছে। স্ট্যান্ড রোডে ওপরে রয়েছে মেডকাফে হল। কলকাতা পোর্ট ট্রাস্টে কাজ করতেন উত্তম কুমার। ১৯৪৭ সালে তিনি অরুণ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নাম সই করে মাইনে সংগ্রহ করতেন। তাঁর নামে একটি এক হাজার টাকার রসিদ এই পোর্টের মিউজিয়ামে রাখা রয়েছে। কলকাতায় ১৯৩৫ সালে তৈরি হয়েছিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক। এখানে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সদর দফতর ছিল। কলকাতার জিপিওতে একটি মিউজিয়াম রয়েছে। কলকাতার এসপ্লানেডে ট্রাম কোম্পানির একটি মিউজিয়াম তৈরি করা হয়েছে। গুরুসদয় দত্ত রোডের ওপরে বিড়লা মিউজিয়াম রয়েছে যার পুরো নাম হচ্ছে বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড টেকনোলজিক্যাল মিউজিয়াম। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের কাছে আশরফ মিস্ত্রি লেনে মৌলানা আব্দুল কালামআজাদ মিউজিয়াম রয়েছে। এস এন রায় রোডের ওপরে রয়েছে পুরাতত্ব সংগ্রহশালা, এলগিন রোডে রয়েছে নেতাজি ভবন, রাজা বাজার সায়েন্স কলেজের পাশে রয়েছে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোসের সংগ্রহশালা, জওহরলাল নেহরু রোডের ওপরে রয়েছে নেহরু মিউজিয়াম। আলিপুর চিড়িয়াখানার নাম উল্লেখ করতে হয়।

বাচ্চাদের জন্য রান্না করা খাবারে কিলবিল করছে পোকা

মিড ডে মিল নিয়ে বিক্ষোভ অভিভাবকদের

তনুজ জৈন, মালদা, ৪ ডিসেম্বর ঃ শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের মিড ডে মিলের মজুদ করা ডালে থিকথিক করছে পোকা। আর সেই ডালই রান্না করে দেওয়া হচ্ছে ছাত্রদের। যার জেরে কার্যত বিক্ষোভে ফেটে পড়েন অভিভাবকরা। চাঁচল ১ নম্বর ব্লকের সাজীব শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের ঘটনা। অভিভাবকদের অভিযোগ এই কেন্দ্রে দীর্ঘদিন ধরে মিড ডে মিলে বেনিয়ম হচ্ছে। নিয়ম অনুযায়ী দেওয়া হচ্ছে না খাবার। পরিমাণেও কম দেওয়া হয়। সাথে খাবার অত্যন্ত নিম্নমানের। এই কেন্দ্রে রয়েছেন তিনজন শিক্ষিকা। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১১০। তিনজন শিক্ষিকার মধ্যে বেশিরভাগ দিনে কেউ না কেউ গরহাজির থাকেন। মিড ডে মিল নিয়ে অভিযোগের কথা অভিভাবকরা প্রধান শিক্ষিকাকে বারবার বললেও তিনি কর্ণপাত করেন না। সোমবার প্রধান শিক্ষিকা কেন্দ্রে গরহাজির ছিলেন। পোকা দেওয়া ডাল রান্না হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের থেকে জানতে পারেন অভিভাবকেরা। কেন্দ্রে এসে মিড ডে মিলের মজুদ করা ডাল দেখে চক্ষু চড়কগাছ অভিভাবকদের। ডালের মধ্যে অজস্র পোকা। তারপরেই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রের মধ্যেই বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন অভিভাবকরা। তাদের প্রশ্ন এই ডাল খেলে কি ছাত্র-ছাত্রীরা সুস্থ থাকতো! কেন শিক্ষিকারা এতটা উদাসীন? তাদের আরও অভিযোগ, এই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রে মিড ডে মিল নিয়ে দুর্নীতি হচ্ছে। কোনদিন ডিম বা সোয়াবিন দেওয়া হচ্ছে না। পোকা ধরা ডাল রান্না কথা স্বীকার করে নিয়েছেন রাঁধুনি। তিনি সমস্ত দোষ চাপিয়েছেন শিক্ষিকাদের উপর। রাঁধুনির দাবি তাকে রান্নার জন্য কোনদিন ঠিক মতো সামগ্রী দেওয়া হয় না। তাকে বাধ্য হয়েই পোকা ধরা ডাল রান্না করতে হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষিকারা বলেছেন ওই ডালই রান্না করতে হবে। যদিও এদিন ওই কেন্দ্রে উপস্থিত এক শিক্ষিকা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেন। মহম্মদ মিঠুন নামে এক অভিভাবক জানান, ডালের মধ্যে পোকা রয়েছে। সেই ডাল রান্না করে দিয়েছে। বাচ্চারা এগুলো খেলে কি আর সুস্থ থাকবে! দীর্ঘদিন ধরে এখানে সঠিকভাবে খাবার দেওয়া হয় না। যেগুলো দেওয়া হয় তাও খারাপ। রান্নাও ঠিকভাবে হয় না। আরেক অভিভাবিকা সাজেদা বিবির প্রশ্ন, দিদিমনিরা আমাদের বাচ্চাদের মানুষ ভাবে না। নিজেদের বাড়ির বাচ্চাদের এইরকম ডাল খাওয়াতে পারতো? ডালে পোকা কিলবিল করছে। দীর্ঘদিন ধরেই এখানে ঠিকভাবে মিড ডে মিল দেওয়া হচ্ছে না। রাঁধুনি সালেখা বিবির বক্তব্য, আমি দিদিমনিদের বলেছিলাম। বলল ওই ডালই রান্না করতে হবে। ডিম, সোয়াবিনও দেয় না আমাদের রান্না করার জন্য। প্রত্যেক দিন ডাল। তাও পরিমাণে ঠিকভাবে দেয় না। শিক্ষিকা পূর্ণিমা চক্রবর্তীর সাফাই, আজ প্রধান শিক্ষিকা আসতে পারেন নি বলে একটু সমস্যা হয়েছে। ডালে পোকা ছিল সেটা হয়তো খেয়াল করা হয়নি। এরপর আর হবে না এই ভুল। প্রত্যেকদিন নিয়ম না মেনে খাবার দেওয়া হয় ওই অভিযোগ ভিত্তিহীন। চাঁচলের এসডিও সৌভিক মুখার্জী জানান, এই বিষয়টি সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে বলবো খতিয়ে দেখতে।

১ টাকায় পাঠদান

রাজ কুমার ঘোষ, কালনা, ৪ ডিসেম্বর ঃ গরিব ও দুঃস্থ ছেলে-মেয়েরা যাদের প্রাইভেট টিউশন নেওয়ার ক্ষমতা নেই, সেই সমস্ত ছেলে-মেয়েদের টিউশন পড়িয়ে যাতে তারা সমাজে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে সেই লক্ষে এবং পড়াশোনাকে ভালোবেসে এগিয়ে এলেন কালনার কৃষ্ণদেবপুর পঞ্চায়েতের বাঘনাপাড়ার সমীরণ প্রসাদ চক্রবর্তী। কালনার বাদলা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক সমীরণ প্রসাদ চক্রবর্তী মাসিক ১ টাকা বেতনে তাদের টিউশন পড়িয়ে চলেছেন। প্রতিমাসে ছাত্র-ছাত্রীরা এক টাকা নিয়ে আসে, সেই টাকা তিনি হাতেও নেন না। একটি ভান্ডারে সেই টাকা জমা করে যায় ছাত্র-ছাত্রীরা। ভান্ডার ভর্তি হলে সেই ভান্ডারে জমানো টাকা দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনার সামগ্রী কেনা হবে বলে জানান সমীরণ প্রসাদ চক্রবর্তী। সমীরণ বাবুর এই পাঠশালার নামকরণ করেছেন আনন্দ পাঠ ষোল আনার পাঠশালা, এই ষোল আনার পাঠশালার ছাত্র-ছাত্রীদের আগামী দিনের লক্ষ্য কেউ শিক্ষক বা কেউ পুলিশ অফিসার হতে চায়। আর সকলের পিছনেই আছেন সমীরণ বাবু। তাদেরকে যেভাবে সাহায্য করা যায় তিনি সাহায্য করবেন। এমনটাই জানান তিনি।

ক্রীড়ায় সাফল্য

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর ঃ জলপাইগুড়ির তোড়লপাড়া নেতাজী বিদ্যাপীঠের দ্বাদশ শ্রেণীর দুই ছাত্র তীরন্দাজি প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে রাজ্য স্তরে সোনা এবং জাতীয় স্তরে ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেছে। এই দুই কৃতী ছাত্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে সংবর্ধনা দেওয়া হলো। কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে আয়োজিত ৬৭ তম ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট স্কুল গেমস আর্চারি প্রতিযোগিতায় সোনা জয় করেছে জিৎ বর্মন। অনূর্ধ্ব ১৯ বছর বিভাগে এই সাফল্য পেয়েছে সে। অন্য এক কৃতী ছাত্র ধনঞ্জয় রায় জাতীয় প্রতিযোগিতায় ব্রোঞ্জ পদক জয় করেছে। উত্তরপ্রদেশের অযোধ্যায় আয়োজিত ২৯ তম এনটিপিসি সিনিয়র ইন্ডিয়ান রাউন্ড ন্যাশনাল আর্চারি চ্যাম্পিয়নশিপের মিক্স ডাবলস বিভাগে ব্রোঞ্জ পেয়েছে সে। তাদের এই সাফল্যে খুশি বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। প্রত্যন্ত গ্রামের এই দুই কৃতী ছাত্র দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করে এই সাফল্য অর্জন করেছে বলে জানান শিক্ষকরা। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সভাপতি, অন্যান্য সদস্য, প্রধান শিক্ষক সহ অন্যান্যরা। আগামীদিনে তাদের আরও বড় প্রতিযোগিতায় সাফল্য কামনা করেন তারা।

হেলমেট ছাড়া

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর ঃ হেলমেটহীন মোটরবাইক চালকদের বিরুদ্ধে এবার কঠোর হলো জলপাইগুড়ি সদর ট্রাফিক পুলিশ। ট্রাফিক অফিসার সৈকত ভদ্রর নেতৃত্বে শহরের পিডব্লিউডি মোড়, থানা মোড় সহ বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালানো হচ্ছে। বিনা হেলমেটে মোটরবাইক আরোহী দেখলেই ধরে ধরে ফাইন করা হচ্ছে। সদর ট্রাফিক পুলিশ অফিসার সৈকত ভদ্র জানিয়ে দেন হেলমেট ছাড়া শহরে বাইক চালানো যাবে না। কাউকে হেলমেট ছাড়া দেখলেই জরিমানা করা হবে। জলপাইগুড়ি শহরের পিডব্লিউডি মোড়, বাবুপাড়া ও কোতোয়ালির সামনে ও শহরের অন্যান্য বেশ কিছু এলাকায় ট্রাফিক পুলিশ কর্মীদের অভিযান চালাতে দেখা যায়। সদর ট্রাফিক ওসি সৈকত ভদ্র মোটর বাইক চালকদের জরিমানা করে জানিয়ে দেন, নিম্নমানের হেলমেট পরে বাইক চালানো যাবে না। তিনি বলেন, ট্রাফিক আইন সবার জন্য সমান। আইনের ধারা থেকে কেউ পাড় পাবে না। গত কয়েকদিনে হেলমেট ছাড়া শতাধিক বাইক আরোহীর জরিমানা করা হয়।

কারখানার চিমনি বিকল হওয়ায় দূষণ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ ডিসেম্বর ঃ পুরাতন মালদা ব্লকের নারায়ণপুর শিল্পাঞ্চলে গুজরাটের একটি নামী শিল্প কারখানার চিমনি বিকল হয়ে যাওয়ায় দূষিত ছাইয়ে ছেয়ে যাচ্ছে আশেপাশের বেশ কিছু গ্রাম। বাড়ির রান্না করা খাওয়ার থেকে শুরু করে ঘরের আসবাবপত্র কয়লার ছাইয়ে ভরে যাচ্ছে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। এমনকি অনেকেই ক্ষেত্রে চিমনির ধোঁয়ার আস্তারনে থাকা ছাইয়ের জেরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতেও সমস্যায় পড়ছেন বলে অভিযোগ। এমন পরিস্থিতি চলতে থাকার কারণেই পুরাতন মালদা ব্লকের মঙ্গলবাড়ী গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত নারায়ণপুর শিল্পাঞ্চলের আশেপাশের কয়েকটি গ্রামের বাসিন্দাদের মধ্যে চরম অসন্তোষ ছড়িয়েছে। পুরো বিষয়টি তাঁরা ব্লক প্রশাসনকেও জানিয়েছেন। যদিও পুরাতন মালদার নারায়ণপুর শিল্পাঞ্চলের অবস্থিত গুজরাটের এক নামী ইন্ডাস্ট্রির এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, একটা চিমনি বিকল হয়ে গিয়েছে। তিন থেকে চার দিনের মধ্যেই সেটাই মেরামতি করে ফেলা হবে। উল্লেখ্য, পুরাতন মালদা ব্লকের নারায়ণপুর এলাকায় রয়েছে শিল্পাঞ্চল। এখানে ছোট বড় অসংখ্য কলকারখানা ও ইন্ডাস্ট্রি গড়ে উঠেছে। কয়েক বছর আগে গুজরাটের একটি নামী সংস্থার ভুট্টা থেকে খাদ্য উপকরণ তৈরির ইন্ডাস্ট্রি গড়ে ওঠে। পুরাতন মালদার এই শিল্পাঞ্চলে গত শনিবার থেকে ওই কারখানার একটি চিমনি বিকল হয়ে যাওয়ার কারণে নারায়ণপুর এলাকার আশেপাশের গ্রাম ছাইয়ে ভরে যাচ্ছে। যার কারণে চরম সমস্যায় পড়েছেন আমতলা, ভাবুক এলাকার মানুষ। নারায়ণপুরে ওই কারখানার ম্যানেজার রঞ্জন নিয়োগী জানান, একটি চিমনি বিকল হয়ে যাওয়ার কারণে সাময়িক সমস্যা হয়েছে। বাইরে থেকে টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারেরা এসে দ্রুত সেটি মেরামতি করে ফেলবে, তার জন্য তিন থেকে চার দিন সময় লাগবে। আশা করছি এরপর আর কোন সমস্যা হবে না।

পরিমাপে কারচুপি

দুরন্ত বার্তা, কাঁথি, ৪ ডিসেম্বর ঃ সরকারি পরিমাপের পাল্লায় কারচুপির অভিযোগ তুলে কিষান মান্ডিতে বিক্ষোভ দেখালেন চাষীরা। সোমবার দুপুর ১২টায় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার এগরা পৌরসভার কিষানমান্ডিতে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। চাষীদের অভিযোগ পাল্লায় কারচুপি করে চাষীদের ধানের পরিমানে দুর্নীতি করা হচ্ছে। উত্তেজিত স্থানীয় চাষীরা কিষান মান্ডির গেটে তালা ঝুলিয়ে দেয়। কিষান মান্ডির দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন চাষীরা।

দোকানে গুলি করে খুন ব্যবসায়ীকে

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৪ ডিসেম্বর ঃ দোকানের ভিতরে ঢুকে ব্যবসায়ীকে গুলিতে ঝাঁজরা করে দিল দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে রায়গঞ্জের ভুলকাই গ্রামে। গুলির আওয়াজ পেয়ে গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে ব্যবসায়ীকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখেন। তাঁকে দ্রুত রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। নিহতের নাম লালুয়া শেখ, বয়স ৫৫ বছর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দিন চার আগে ভুলকাইয়ে খাস জমি দখল করে 'যুব সংঘ' নামে একটি ক্লাবের বোর্ড লাগাতে বাধা দেন লালুয়া শেখ। তার জেরে স্থানীয় সুলেমান হকের সঙ্গে তাঁর গোলমাল বাঁধে, সামান্য ধাক্কাধাক্কিও হয় দু'জনের মধ্যে। অভিযোগ সেসময়ই ওই ব্যবসায়ীকে প্রকাশ্যে গুলি করে খুনের হুমকি দিয়েছিল সুলেমান হক। এরপর রবিবার রাত দশটা নাগাদ দোকানে ঢুকে লালুয়া শেখের পিঠ লক্ষ্য করে গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। মৃত্যু হয় তাঁর। পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, সুলেমান হকের নেতৃত্বেই খুনের ঘটনা ঘটেছে। ভুলকাই গ্রামে রাতের বেলা এমন খুনের ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই মেডিকেল কলেজে ভিড় জমান গ্রামের লোকজন। খবর পেয়ে মাত্র পাঁচদিন আগে বিয়ে হওয়া মেয়ে নারজুমা বিবি শ্বশুরবাড়ি থেকে পৌঁছে যান রায়গঞ্জ হাসপাতালে। কাঁদতে কাঁদতে তিনি বলেন, বাবা কোনও দল করতেন না। একটা ক্লাবের নাম লেখা একটি বোর্ড ঝোলানো নিয়ে সুলেমান হক নামে এক বাসিন্দার সঙ্গে তিনদিন আগে গোলমাল হয়। সরকারি জমি দখল করে ক্লাবের বোর্ড ঝোলাতে চেয়েছিল। বাবা বাধা দেওয়ায় বাবার পিঠের মেরুদন্ডে গুলি করে দুই দুষ্কৃতীরা। পিঠে গুলিবিদ্ধ হয়ে দোকানেই রক্তাক্ত অবস্থায় তিনি পড়ে যান। তার কিছুক্ষণের মৃত্যু হয় ওই ব্যবসায়ীর। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলের জুইনুল হক বলেন, তিনদিন আগে একটি ক্লাবের নাম লেখা বোর্ড ঝোলানো নিয়ে গোলমালে একটু ধাক্কাধাক্কি হয়েছিল। তখনই খুনের ছক হয়ে যায় বলে জানা যায়।

LAGDA GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING TENDER
No.06/LGP/2023-24,
Date: 30/11/2023

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 12(Twelve)Nos. different works. DATE & TIME OF DROPPING TENDER FORM: **12/12/2023 up to 1.30 PM.** DATE & TIME OF OPENNING OF TENDER PAPER: **12/12/2023 up to 2.00 PM.** For details please visit website or visit office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
Lagda Gram Panchayat

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
DASPUR-II PANCHAYAT SAMITY
Sonakhali, Paschim Medinipur
NOTICE INVITING e-TENDER
Memo no- 1271 Date- 08/11/2023
Notice Inviting e-Tender No. WBPMID/DASP2/EO/NIT-67(23-24), TENDER NO.-T-1 to T-8/23-24)
The Block Development Officer, Daspur-II Panchayat Samity invites tender from qualified bidders 08 Nos work, under Daspur-II Block. Details may be accessed and dully respond through **https://www.wbtenders.gov.in on and from 01/12/2023 (Friday) at 09.00 A.M. to 09/12/2023 (Saturday) at 06.55 P.M.**

Sd/-Executive Officer
Daspur-II Panchayat Samity.

Office of the Purulia-II Panchayat Samiti
Vill. Bongabari, P.O: V.Nagar, Dist: Purulia (W.B), Phone No. 8373068635, E-mail ID: bdoeopurulia2@gmail.com

e-Tender is being invited by the Executive Officer, Purulia-II Panchayat Samiti of village: Bongabari, Post: V.Nagar, Dist: Purulia, for the various development works as follows E-**Tendering Notice No. (1) WBPUR/EO/P-II/NIT(e): 03/2023-24 2nd Call. (2) WBPUR/EO/P-II/NIT(e): 06/2023-24 2nd Call.** For more details, intending contractors may also visit **www.wbtenders.gov.in** and may follow the office notice board for further updates.

Sd/- Executive Officer
Purulia-II Panchayat Samiti

NOTICE INVITING E-TENDER

e-Tender is hereby invited on behalf of Chairman, Habra Municipality for works within Habra Municipality.

Sl. No.	Ref. e-Tender No.	Last Date of submission of e-Tender
1	WBMAD/HM/PWD/NIT e-560/2023-24 (SL No.- 1 to 3)	20/12/2023 up to 5.00 PM

For details please see at the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman, Habra Municipality

SBI
এসবিআই এসএমই সেন্টার, বিধান নগর (১৫৭৪৫)
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৪ ফ্লোর), ১ / ১৬ ভি.আই.পি. রোড, কলকাতা-৭০০০৫৪
ফোন নং. ঃ ০৩৩ ২৩৫৫৭৮৮২ / ৭৮৩৩। **E-mail: sbi.15745@sbi.co.in**

অনুবিধি ২(রুল ৮(১)
অধিগ্রহণ নোটিশ
(স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী হচ্ছেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমই সেন্টার বিধাননগর,** অনুমোদিত আধিকারিক, সিকিউরিটাইজেশান অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশান ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, ২০০২ এর অধীনে এবং ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে বিধি ৩ সহ পঠিত সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ নীচে উল্লিখিত একটি ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছেন এবং ঋণগ্রহীতা / জামিনদারদের অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে, এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দখল নিয়েছে উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩(৪) এর অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য এখানে বর্ণিত সম্পত্তিটি ঋণগ্রহীতার বিরুদ্ধে দেখানো তারিখ অনুসারে উল্লিখিত বিধিগুলির ৮ এবং ৯ বিধির সাথে পড়া হয়েছে। বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাদের এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা সম্পত্তির সাথে লেনদেন করবেন না এবং সম্পত্তির সাথে কোন লেনদেনের জন্য **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, এসএমই সেন্টার, বিধাননগর** উল্লিখিত পরিমাণ এবং সুদের জন্য চার্জ করা হবে। আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতাদের মনোযোগ আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, উপলব্ধ সময়ের ক্ষেত্রে, সুরক্ষিত সম্পদগুলি খালাস করার জন্য।

ক্র নং.	নাম ও ঠিকানা গ্রাহকদের ও লোন অ্যাকা. নং.	সম্পত্তির বিবরণ	১) ডিমান্ড নোটিশ তারিখ ২) অধিগ্রহণ নোটিস তারিখ ৩) বকেয়া রাশি
১.	**মে. বিশ্বাস রেডিমেড ফ্যাক্টারি,** (মালিক ঃ শ্রী ফৈয়াজ বিশ্বাস, গ্রাম-পূর্ব ধারিন্দা, পোস্ট-মাসুন্দা, থানা-আমডাঙা, পিন-৭৪৩৭১১ **অ্যাকা. নং. ৩৭৭৮০৫৭২৪০৮ (সিসি) অ্যাকা. নং. ৩৯৫১৫১৯৬৫১৩ (জিইসিএল) অ্যাকা. নং. ৪০২৩৫৫৬৪৪৭৩ (এফআইটিএল) অ্যাকা. নং. ৪০২৩৫৫৬০৬৩৭ (ডব্লুসিটিএল)**	**বন্ধকী স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ** অনুগ্রহ করে সমস্ত দায়বদ্ধ সম্পত্তি, যেমন, স্টক, বুক, ঋণ, প্রাপ্য, ভোগযোগ্য মজুদ এবং খুচরা এবং দায়বদ্ধ অস্থাবর কারখানা এবং মেশিনারি সহ বর্তমান সম্পদ উল্লেখ করুন যা নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে। (তালিকাসূচি ''সি'') **''মজুদ এবং অন্যান্য গ্রহণযোগ্য''**	১) ০৪.০৭.২০২৩ ২) ০১.১২.২০২৩ ৩) **টাকা. ৯,৪১,৮৮০.০০ (নয় লক্ষ একচল্লিশ হাজার আটশত আশি টাকা মাত্র) ২৭.০৬.২০২৩ তারিখে সঙ্গে ভবিষ্যৎ সুদ উল্লেখিত নোটিস প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে।**
২.	**মে. জে কে এস এন্টারপ্রাইজ (মালিক-শ্রী খাদিজুল ইসলাম, পিতা-সিরাজুল ইসলাম) গ্রাম-ট্যাংরা, পোস্ট-তালসা, থানা-অশোকনগর, পিন-৭৪৩২৩৪ অ্যাকা. নং. ৪০৬১৬৮৬৭০৯১ (টিএল)**	**বন্ধকী স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির বিবরণ** অনুগ্রহ করে সমস্ত দায়বদ্ধ সম্পত্তি, যেমন, স্টক, বুক, ঋণ, প্রাপ্য, ভোগযোগ্য মজুদ এবং খুচরা এবং দায়বদ্ধ অস্থাবর কারখানা এবং মেশিনারি সহ বর্তমান সম্পদ উল্লেখ করুন যা নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে। (তালিকাসূচি ''সি'') **''কারখানা এবং যন্ত্রসামগ্রী''**	১) ০৪.০৭.২০২৩ ২) ০১.১২.২০২৩ ৩) **টাকা. ১৭,৫১,৯০২.০০ (সতেরো লক্ষ একান্ন হাজার নয়শত দুই টাকা মাত্র) ৩০.০৬.২০২৩ তারিখে সঙ্গে ভবিষ্যৎ সুদ উল্লেখিত নোটিস প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে।**

দ্রষ্টব্য ঃ দখলের নোটিশ ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা / জামিনদারকে পাঠানো হয়েছে। যদি, ঋণগ্রহীতা / জামিনদার এটি না পান, তাহলে এই নোটিশটিকে পরিষেবার একটি বিকল্প মোড হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

তারিখ ঃ ০১.১২.২০২৩, স্থান ঃ বিধাননগর — অনুমোদিত আধিকারিক, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Office of The
Beldih Gram Panchayat
At-Juradih, PO-Tumbajhalda, PS-Arsha, Dist-Purulia
Notice Inviting E-Tender
No.-07(E)/BGP/2023-24/XVFC

For and on behalf of the Beldih Gram Panchyat Authority, the Pradhan Beldih Gram Panchyat, tenders are invited. Bid submission (online) starting from **04/12/2023 at 17.00 Hrs.** Bid submission closing (online) on **12/12/2023 up to 17:00 Hrs.** Time and Date of Opening of Bid(Online): **15/12/2023 at 14:00 Hrs.** For details please visit website **www.wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Beldih Gram Panchayat

OFFICE OF THE PRADHAN
GOLAMARA GRAM PANCHAYAT
Under Purulia-II Panchayat Samity
Vill + PO: Golamara Dist: Purulia
TENDER NOTICE

Sealed tenders are invited from the contractor/ Supplier for various works of Golamara GP area under Purulia-II Panchayat Samity. The schedule of the tender process are as follows: **NIT No: 007/GGP/2023-24, Date: 04/12/2023.** Date of Sale of Tender Form On any working day **from 04/12/2023 to 12/12/2023 (11 am to 1:00 pm).** Last date of Sale of Tender Form & dropping of Sealed Tender Form **12/12/2023 till 1:00 pm.** Date of Opening of Tender **12/12/2023 at 1:30 pm.** The list of works and other details will be available in the office notice board of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Golamara Gram Panchayat
Purulia-II Panchayat Samity
Vill + PO- Golamara, Dist-Purulia

Office of The
Beldih Gram Panchayat
At-Juradih, PO-Tumbajhalda, PS-Arsha, Dist-Purulia
Notice Inviting E-Tender
No.-06(E)/BGP/2023-24/XVFC

For and on behalf of the Beldih Gram Panchyat Authority, the Pradhan Beldih Gram Panchyat, tenders are invited. Bid submission (online) starting from **04/12/2023 at 17.00 Hrs.** Bid submission closing (online) on **12/12/2023 up to 17:00 Hrs.** Time and Date of Opening of Bid(Online): **15/12/2023 at 14:00 Hrs.** For details please visit website **www.wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.

Sd/- Pradhan
Beldih Gram Panchayat

Office of The Pradhan
Lakhanpur Gram Panchayat
Hura Panchayat Samity
P.O.–LAKHANPUR, P.S.–HURA, DIST –PURULIA (W.B.), PIN–723104
E-Mail–lakhanpurgp1@gmail.com
Notice Inviting E-Tender No:- WBPUR/HURA/LKGP/(15thFC)/NIT(e)-10/2023-24

The separate e-tenders are invited by the undersigned for the 10(Ten)Nos. similar works. Last date of submission of Bid(Online): **13.12.2023 at 10:00 am.** Date of Opening of Financial Proposal (online): **15.12.2023 at 10.00 am.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Lakhanpur Gram Panchayat

Office of The Pradhan
Lakhanpur Gram Panchayat
Hura Panchayat Samity
Vill-Layakdih, P.O-Lakhanpur, Dist-Purulia, Pin-723104
Notice Inviting Tender
No: 09(2023-24)/LKGP

Sealed tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of 5(Five) Nos. different works. Date of sale of tender form on any working day **from 04.12.2023 to 12.12.2023.** Last date of dropping of sealed tender form on or before **13.12.2023 up to 12.00 noon.** Date of Tender Opening: **14.12.2023 at 12.30 pm.** For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Pradhan
Lakhanpur Gram Panchayat

OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER
DASPUR-II PANCHAYAT SAMITY
Sonakhali, Paschim Medinipur
NOTICE INVITING e-TENDER
Memo no- 1352 Date- 30/11/2023
Notice Inviting e-Tender No. WBPMID/DASP2/EO/NIT-69(23-24), TENDER NO.-T-1 to T-4/23-24)
The Block Development Officer, Daspur-II Panchayat Samity invites tender from qualified bidders 04 Nos Construction of Concrete road work. under Daspur-II Block. Details may be accessed and dully respond through **https://www.wbtenders.gov.in from 02/12/2023 (Saturday) at 09.00 A.M. to 13/12/2023 (Wednesday) at 12.00 P.M.**

Sd/-Executive Officer
Daspur-II Panchayat Samity.

Office of the Pradhan
Ghonga Gram Panchayat
PURULIA-II PANCHAYAT SAMITY
Vill-Chargali, PO-Sihali, PS-Purulia(MFS), Dist-Purulia(WB), Pin-723149
NOTICE INVITING E-TENDER
No. GGP/PRLII/NIT(e)-03/2023-24

E-Tender is invited by the Prodhan, Ghonga Gram Panchayat from the experienced and resourceful bidders for execution of the total 2(two) nos. similar nature of works. Source of Fund: 15th FC Tied, Work completion period: 15 Days. Last date of submission of Bid (online) **14.12.2023 at 06:00 PM.** Date of opening of Technical Proposal (online) **18.12.2023 at 11.30 PM.** For details please visit office of the undersigned or visit website **https://wbtender.gov.in**

Sd/- Pradhan
Ghonga Gram Panchayat

Office of The Chharra-Dumdumi Gram Panchayet
Under Purulia-II Development Block
PO: Chharra, PS: Purulia(M), Dist: Purulia
NOTICE INVITING e-TENDER No. 15/2023-24/CDGP dated-01/12/2023

e-Tenders are hereby invited from the experienced and resourceful bidders for execution of various schemes under different development fund. I) Date of Sale of tender document: **04/12/2023 to 12/12/2023.** ii) Last date of submission tender documents: on or before **12/12/2023 up to 4.00 pm.** iii) Date of opening of technical bid: **on 14/12/2023 (at 4.00 PM onwards).** For further details please contact with the Office of the Chharra-Dumdumi Gram Panchayet.

Sd/- Pradhan
Chharra-Dumdumi Gram Panchayet

ABRIDGED NIT NOTICE

e N.I.T Memo No - 344/BGP-23 & e N.I.T Memo No- 345/BGP-23 Dated – 01/12/2023 from 15th CFC (TIED & UNTIED) are invited by the Pradhan, Bhabuk Gram panchayat Details are available in the Notice Board of (1) S.D.O., Sadar Malda (2) D.P & R.D.O., Malda, (3)B.D.O, Old Malda (4) Tathya Mitra Kendra, Rangamatia & Office Notice Board of GP office.

Sd.
Pradhan (Bhabuk Gram Panchayat)
Dhumadighi, Malda

OFFICE OF THE
LOCHANPUR
GRAM PANCHAYAT
Lochanpur, Islampur, Murshidabad
NOTICE INVITING e-TENDER
NIeT. No.- 11/15th FC/ Lochanpur gp/2023-24

E-tender are hereby invited by the Prodhan, Lochanpur Gram Panchayat, Raninagar-1 Block, Islampur, Msd For the Bonafied and Resourceful Contractors. Last date of Tender Submission **13/12/2023.** For Other details Please seen the website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-Prodhan
Lochanpur GP
Lochanpur , Islampur, Murshidabad.

Online tender are invited by the Principal, Purulia Government Engineering College, Purulia - 723103 from bidder regarding Laboratory based quality training of NS Batch-2 etc. through electronic tendering (e-tendering) process. The details of which will be available in website **https://wbtenders.gov.in** from **05/12/2023.** Last date of submission of tender is **11/12/2023.**

Sd/- Dr. Malay Kanti Ghosh
Programme coordinator &
Associate Professor
Department of Civil Engineering
RKMGEC, Purulia

e-Tender Notice

Pradhan, Pantihal Gram Panchayat under Jagatballavpur Dev. Block, Howrah invites e-Tender vide **NIT No. : Pant/NIT/423/2023, Dated 04/12/2023.** Last Date of Submission of Bid through online **13/12/2023 upto 11.00 AM.** For more information visit : https://www.wbtenders.gov.in

Tender Notice
Office of the Parbatipur Gram Panchayat
Vill. & P.O.-Parbatipur, P.S.-Domjur, Dist.-Howrah-711405
E - mail: Parbatipurgrampanchayat.com

e-tenders are invited for execution of 7 NO. for works under **NIT - (PGP/182/2023, PGP/183/2023, PGP/184/2023, PGP/185/2023, PGP/186/2023, PGP/187/2023, PGP/188/2023, PGP/189/2023, PGP/190/2023) , Dated :-01/12/2023** for details the bidders may visit at **http://wbtenders.gov.in** and at the office of the undersigned in any working days. Last date of document download for participation in tender is **12-12-2023 up to 09.00 AM.** And the Date of technical opening is **14/12/2023. (Tender ID-2023_ZPHD_613219_1, 2023_ZPHD_613213_1 , 2023_ZPHD_613224_1 , 2023_ZPHD_613227_1, 2023_ZPHD_613230_1, 2023_ZPHD_613232_1, 2023_ZPHD_613235_1, 2023_ZPHD_613240_1, 2023_ZPHD_613244_1).**

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
"Notice Inviting e-Tender No.-"
WBMAD/UM/434/e-Tender/2023-24,
Dated: 04.12.2023,

(Installation of 1 no. SOLAR high mast lighting tower with Swaged Tubular pole (8.5 mtr. Long) round ring bracket suitable for 6 nos. LED fittings, 3 nos. 300W LED flood light, & foundation accessories in different ward under MPLADS of Uluberia Municipality) Details are available in the **www.wbtender.gov.in.**

Sd/- Executive Officer
Uluberia Municipality

ULUBERIA MUNICIPALITY
TENDER NOTICE
"Notice Inviting e-Tender No.-"
WBMAD/UM/435/e-Tender/2023-24, Dated: 04.12.2023,

(Construction of Boundary Wall of Uluberia High School & Chakbanckha Madrasah Shiksha Kendra under MPLADS of Uluberia Municipality) Details are available in the **www.wbtender.gov.in.**

Sd/- Executive Officer
Uluberia Municipality

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (E)/(Ltg.)/Z-IV, KMC** invites tender online, two part bid system for the following work:
NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/BR-X/114/23-24
Name of work : **Operation and maintenance of Street Lighting System in Ward No.-93 under Br-X.** Estimated Amount : **Rs. 4,91,315.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **365 Days.** Last date and time of completion of bid: **13.12.2023** up to **2 p.m.** The bid form and other details are available on and from **05.11.2023** at **2 p.m.** from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical)/Ltg./Zone-V/Br-XIII, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/LTGV/119/AC2/23-24/WIRING (1st call)
Name of work : **New wiring in replacement of existing old wiring and allied electrical works at 2nd floor of assessment-collection (S.S. Unit) Office at Taratala in Br-XIII.** Estimated Amount: **Rs. 1,55,916.73.** Earnest Money: **Rs. 3,130.00.** Period of Completion: **15 Days.**
2. NIT No. : KMC/LTGV/116/23-24/P-DECO (1st call)
Name of work : **Improvement of existing lighting system by remodeling of existing poles and fittings at Ramkrishna Park, Near Agrasi Math and Park surrounding area in Ward No. 116.** Estimated Amount: **Rs. 4,35,732.99.** Earnest Money: **Rs. 8,730.00.** Period of Completion: **20 Days.**
3. NIT No. : KMC/LTGV/117/23-24/D1 (1st call)
Name of work : **Improvement of street lighting installation by installing a few nos of energy efficient LED Light Fittings at Canel Road, Roy Bahadur Road Bye Lane and different areas in Ward No. 117.** Estimated Amount: **Rs. 4,76,120.38.** Earnest Money: **Rs. 9,530.00.** Period of Completion: **20 Days.** Last date & time of submission of bid: **14.12.2023** at **4 p.m.** (for sl. no. 1 to 3). The bid forms and other details are available on & from **05.12.2023** at **4 p.m.** from the website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 3).

The **Executive Engineer(E)/LTG/Z-III, KMC** invites tender online, two part bid system for the following works:
1. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/482
Name of work : **Supply & delivery of energy saving eco friendly LED street light fittings at Wattgaunge Road, Canal Road, Hospital Lane in Ward No.-75.** Estimate Amount: **Rs. 4,98,442.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**
2. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/483
Name of work : **Supply & delivery of energy saving eco friendly LED street light fittings at Satya Doctor Road, C.G.R Road, Pitambar Sarkar Lane in Ward No.-76.** Estimate Amount: **Rs. 4,98,752.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**
3. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/484
Name of work : **Supply & delivery of energy saving eco friendly LED street light fittings at C.G.R Road, B.K. Road, Ganesh Sarkar Lane in Ward No.-77.** Estimate Amount: **Rs. 4,98,442.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**
4. NIT No. : KMC/LTG/Z-III/2023-2024/485
Name of work : **Installation of street lighting system at Ramanath Pal Road, Gopal Doctor Road & other places in Ward No.-76.** Estimate Amount: **Rs. 1,98,923.54.** Earnest Money: **Rs. 4,000.00.** Period of Completion: **30 Days.** Last date and time of completion of bid: **16.12.2023** up to **2 p.m.** (for sl. no. 1 to 4). Tender opening date: **18.12.2023** at **2 p.m.** (for sl. no. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **05.12.2023** at **2 p.m.** (for sl. no. 1 to 4). For full and further details, please visit the website **https://etender.wb.nic.in.** Please keep watching on the above website for further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only (for sl. no. 1 to 4).

The **Executive Engineer(E)/Lighting/Zone-V/BR-XIV, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : LTG/XIV/84/23-24/131/RE
Name of work : **Repairing and renovation of street lighting arrangement at N.S.C Bose Road, K.D. Mukherjee Road, Lane, Bye Lane and other areas in Ward No.-131.** Estimated Amount: **Rs. 2,79,055.00.** Earnest Money: **Rs. 5,600.00.** Period of Completion: **15 Days.**
2. NIT No. : LTG/XIV/85/23-24/132/RE
Name of work : **Repairing and renovation of street lighting arrangement at Halder Para, Banerjee Para Road, Lane, Bye Lane and other areas in Ward No.-132.** Estimated Amount: **Rs. 2,74,526.00.** Earnest Money: **Rs. 5,500.00.** Period of Completion: **15 Days.**
3. NIT No. : LTG/XIV/87/23-24/128/OM/MKT
Name of work : **Operation and maintenance of electrical installation at Bakultala Market in Ward No.-128.** Estimated Amount: **Rs. 1,81,873.00.** Earnest Money: **Rs. 3,700.00.** Period of Completion: **366 Days.** Last date and time of submission of bid: **13.12.2023 at 4 p.m.** (for sl. no. 1 to 3).
4. NIT No. : LTG/XIV/91/23-24/130 (1st call)
Name of work : **Operation and maintenance of electrical installation at P.P.B. KMC Market in Ward No.-130.** Estimated Amount: **Rs. 3,47,480.00.** Earnest Money: **Rs. 7,000.00.** Period of Completion: **366 Days.**
5. NIT No. : LTG/XIV/92/23-24/130 (1st call)
Name of work : **Operation and maintenance of electrical installation at Manton KMC Super Market in Ward No.-130.** Estimated Amount: **Rs. 3,47,480.00.** Earnest Money: **Rs. 7,000.00.** Period of Completion: **366 Days.**
6. NIT No. : LTG/XIV/94/23-24/130 (1st call)
Name of work : **Development of lighting system with decorative LED light fittings at Debalaya Park in Ward No.-130.** Estimated Amount: **Rs. 2,99,968.00.** Earnest Money: **Rs. 6,000.00.** Period of Completion: **15 Days.**
7. NIT No. : LTG/XIV/95/23-24/130 (1st call)
Name of work : **Operation and maintenance work of street lighting installation in Ward No.-130.** Estimated Amount: **Rs. 4,97,935.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **366 Days.** Last date & time of submission of bid: **13.12.2023** at **5 p.m.** (for sl. no. 4 to 7). The bid forms and other details are available on and from **05.12.2023** at **4 p.m.** from the website : **https://wbtenders.gov.in** (for sl. no. 1 to 3) and **05.12.2023** at **5 p.m.** from the website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 4 to 7).

The **Executive Engineer(Electrical)/LTG/Zone-II, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for following works:
1. NIT No. : LTG/173/V/Z-II/23-24
Name of work : **Miscellaneous decorative lighting arrangement from Princep Ghat to Armenian Ghat at Riverfront Site for the Ensuing Festive Season.** Estimate Amount: **Rs. 4,98,653.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **20 Days.**
2. NIT No. : LTG/179/45/V/Z-II/23-24
Name of work : **Improvement of street lighting system at N.S. Road, Old China Bazar Str. & other places in WD No.-45, Br-V.** Estimate Amount: **Rs. 4,97,633.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**
3. NIT No. : LTG/171/V/Z-II/23-24
Name of work : **Miscellaneous lighting arrangement from Princep Ghat to Armenian Ghat at Riverfront Site.** Estimate Amount: **Rs. 4,99,568.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **30 Days.**
4. NIT No. : LTG/24/V/Z-II/23-24
Name of work : **Supply & installation of sound system for the purpose of "Arati Bandhana" at both sides of Bajekadamtala Ghat.** Estimate Amount: **Rs. 2,26,270.00.** Earnest Money: **Rs. 4,600.00.** Period of Completion: **10 Days.** Last date and time of submission of bid: **12.12.2023** up to **4 p.m.** (for sl. no. 1 to 4).
5. NIT No. : LTG/160/43/V/Z-II/23-24
Name of work : **Repairing and replacement of street lighting poles, fittings etc damaged by Old Dilapitaded Building in Ward No.-43, under Borough-V.** Estimate Amount: **Rs. 2,17,188.38.** Earnest Money: **Rs. 4,500.00.** Period of Completion: **12 Days.** Last date & time of submission of bid: **14.12.2023** up to **4 p.m.** (for sl. no. 5).
6. NIT No. : LTG/127/61/VI/Z-II/23-24
Name of work : **Annual operation and maintenance of street, bustee and narrow passage lighting system in Ward No.-61.** Estimate Amount: **Rs. 4,96,696.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **366 Days.**
7. NIT No. : LTG/124/54/VI/Z-II/23-24
Name of work : **Annual operation and maintenance of street, bustee and narrow passage lighting system in Ward No.-54.** Estimate Amount: **Rs. 4,97,962.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **366 Days.** Last date and time of submission of bid: **14.12.2023** up to **2 p.m.** (for sl. no. 6 & 7). The bid forms and other details are available on and from **05.12.2023** at **6 p.m.** (for sl. no. 1 to 5) and **06.12.2023** at **2 p.m.** (for sl. no. 6 & 7) from the website : **https://etender.wb.nic.in** (for sl. no. 1 to 7).

CORRIGENDUM

(A) NIT No. : LTG/295/WD-30/INST/O&M/BR-III/Z-I/23-24, (B) NIT No. : LTG/298/WD-14/O&M/BR-III/Z-I/23-24 of **Ltg. Deptt. Z-I/BR-III** published in this Newspaper **(Key No. 949/23-24)** on **11.11.2023** last date and time of submission of bid of sl. no. 3 & 4 will be **07.12.2023** at **12 noon** instead of 30.11.2023 at 12 noon.

1033/23-24

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

আপনার জন্য হোয়াটসঅ্যাপ নিয়ে এসেছে আকর্ষণীয় ফিচার!

হোয়াটসঅ্যাপ এই মাসের শুরুতে অ্যাকাউন্টগুলির জন্য ইমেল অ্যাড্রেস যাচাই করার পরীক্ষা শুরু করেছে। এখন, এই বৈশিষ্ট্যটি iOS ব্যবহারকারীদের জন্য উপলব্ধ রয়েছে। এর আগে, হোয়াটসঅ্যাপ শুধুমাত্র ফোন নম্বর ভেরিফাই করার প্রক্রিয়া ব্যবহার করত। কিন্তু নতুন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে, আপনি আপনার ফোন নম্বরের মাধ্যমে আপনার অ্যাকাউন্ট ভেরিফাই করতে সক্ষম হবেন। ইমেল ঠিকানা যাচাই নিরাপত্তার একটি অতিরিক্ত স্তর প্রদান করে। আপনি যদি আপনার ফোন নম্বর হারিয়ে ফেলেন, আপনি আপনার ইমেল ঠিকানা ব্যবহার করে আপনার অ্যাকাউন্ট পুনরুদ্ধার করতে পারবেন। **হোয়াটসঅ্যাপ ইমেল ভেরিফিকেশন-** হোয়াটসঅ্যাপ সম্প্রতি iOS ২৩.২৪.৭০ আপডেটে প্রকাশ করেছে, যা ব্যবহারকারীদের তাদের অ্যাকাউন্টের জন্য ইমেল ভেরিফিকেশন করার সুযোগ দেয়। এই বৈশিষ্ট্যটি চেঞ্জলগে প্রদর্শিত হয় না, তবে এটি উপলব্ধ রয়েছে বলে WABetaInfo নিশ্চিত করেছে। ইমেল যাচাইকরণ করতে, ব্যবহারকারীদের তাদের WhatsApp সেটিংসে যেতে হবে এবং 'অ্যাকাউন্ট' আইকন ব্যবহার করতে হবে।

কীভাবে করবেন- তারপর, তাদের 'ইমেল বাটন'-টি ক্লিক করতে হবে এবং তাদের ইমেল আইডি লিখতে হবে। একবার তারা তাদের ইমেল আইডি লিখলে, তারা একটি নিশ্চিত করার ইমেল পাবেন। ইমেলটিতে একটি লিংক থাকবে যা ব্যবহারকারীরা তাদের ইমেল ঠিকানা যাচাই করতে ক্লিক করতে পারেন। আপনি যদি ছয়-সংখ্যার এসএমএস কোড দিয়ে আপনার WhatsApp যাচাই করতে না পারেন, তাহলে আপনি ইমেল ঠিকানা যাচাই করার সুযোগ ব্যবহার করার পদ্ধতি নির্বাচন করতে পারেন। এটি গুরুত্বপূর্ণ যে ইমেল ঠিকানাগুলির সঙ্গে WhatsApp ফোন নম্বরগুলির প্রতিস্থাপন করার কোনও বিকল্প নেই, কারণ এই বৈশিষ্ট্যটি কেবলমাত্র আপনার আইডি-তে একটি অতিরিক্ত অ্যাক্সেসের সুবিধা প্রদান করে।

মহাকাশে নাসা ও জাপান পাঠাবে কাঠের স্যাটেলাইট!

মহাকাশ প্রযুক্তিতে বিপ্লব ঘটানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপে, NASA এবং জাপান অ্যারোস্পেস এক্সপ্লোরেশন এজেন্সি ২০২৪ সালের মধ্যে বিশ্বের প্রথম কাঠের উপগ্রহ মহাকাশ কক্ষপথে উৎক্ষেপণ করতে প্রস্তুত। লিগনোস্যাট মিশন নামে পরিচিত এই উদ্ভাবনী প্রকল্পটির লক্ষ্য একটি পুনর্নবীকরণযোগ্য এবং বায়োডিগ্রেডেবল উপাদান ব্যবহার করে মহাকাশে জায়গা নষ্ট হওয়ার ক্রমবর্ধমান সমস্যার সমাধান করবে। লিগনোস্যাট স্যাটেলাইট কী? লিগনোস্যাট উপগ্রহের নামকরণ, কাঠের জন্য ল্যাটিন শব্দের নামানুসারে করা হয়েছে। এটি একটি ছোট, কিউব-আকৃতির কাঠামো হবে যার ব্যাস প্রায় ১০ সেন্টিমিটার এবং ওজন প্রায় ৩৩০ গ্রাম। এটি প্রাথমিকভাবে ট্রিটেড জাপানি ম্যাগনোলিয়া কাঠ থেকে তৈরি করা হবে, এটি একটি হালকা ওজনের এবং টেকসই উপাদান যাকে মহাকাশের চরম পরিস্থিতি সহ্য করার ক্ষমতার জন্য সাবধানে নির্বাচন করা হয়েছে।

তিস্তা থেকে মুখ ফেরাতে শুরু করেছে পরিযায়ী পক্ষীকুল

উত্তর সিকিমে লোনাক হ্রদে বিস্ফোরণের জেরে হড়পা বানে

বিধ্বস্ত তিস্তা নদী। তবে কি এবার পাল্টে দিচ্ছে পরিযায়ী পক্ষীকুলের ঠিকানা? দূষিত জলের ছোঁয়া মিলতেই কি তিস্তা থেকে মুখ ফেরাতে শুরু করেছে বিদেশি অতিথিরা? যে তথ্য সামনে আসছে, তার ভিত্তিতে পাখি বিশেষজ্ঞ মহলে ওই প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে শুরু করেছে। জানা গিয়েছে, কিছু পাখি নামলেও বিপদ বুঝে অল্প সময়ে ঠিকানা বদলে জলঢাকা অথবা তোর্সা নদীতে পাড়ি জমাতে শুরু করেছে। এমন পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন বন্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটির পাখি বিশেষজ্ঞরা তিস্তায় নজরদারিতে তৎপর হয়েছেন। হড়পা বানের পর রাসায়নিক দূষণের ফলে উত্তরবঙ্গে নদীগুলির জলে অক্সিজেনের মাত্রা কমে যাওয়ায় বোরোলি-সহ সুস্বাদু মাছের ভাণ্ডার নষ্ট হতেই সম্ভবত পরিযায়ীরা তিস্তায় থাকতে চাইছে না। তার সঙ্গে জুড়েছে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনা। ওই কারণে এবার খুব বেশি পরিযায়ী পাখি এখনও আসেনি। যে পাখিরা এসেছে, তারা জলঢাকা, ডায়না, তোর্সা নদী অথবা নারারথলি ও সাতবেকির মতো ঝিলে ডেরা বাঁধতে শুরু করেছে। সাধারণত হেমন্তের ধানখেত সোনালি হতে উত্তরে হিমেল হাওয়ার ছোঁয়া লাগতে পরিযায়ী পাখিরা দলেদলে পাড়ি দিতে শুরু করে উত্তরের নদী ও জলাশয়ে। ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত সেটা চলে। তিস্তা, জলঢাকা, মূর্তি, তোর্সা, মহানন্দা নদী, রসিকবিল, সাগরদিঘির মতো জলাশয় মুখরিত হয় পরিযায়ীদের কলতানে। সবচেয়ে বেশি পরিযায়ী পাখির দেখা মেলে তিস্তার গজলডোবায়। এই সময় পাখিপ্রেমীদের উচ্ছ্বাস ঘিরে ভিন্ন ধরনের পর্যটনশিল্প বিকাশের সম্ভাবনাও তৈরি হয়। কিন্তু এবার তিস্তায় বিধ্বংসী বন্যা এবং তার জেরে জল দূষণ পুরো ছবি পাল্টে দিয়েছে। অনেকটাই উঁচু হয়ে যাওয়া তিস্তা বক্ষ কার্যত সুনসান। পাখি বিশেষজ্ঞ সৌম্য চক্রবর্তী জানান, প্রাথমিকভাবে মনে হয়েছে, বন্যার ফলে বিভিন্ন রাসায়নিক মিশ্রণে তিস্তার জল দূষিত হওয়ায় মাছ-সহ জলজ প্রাণীর ভাণ্ডার নষ্ট হয়েছে। যে এলাকা নিরিবিলি এবং যেখানে পর্যাপ্ত জল, মাছ, জলজ প্রাণীর মতো খাবার রয়েছে পরিযায়ীরা, সেখানেই থাকতে পছন্দ করে। একদিকে তিস্তায় জল কমেছে। অন্যদিকে, খাদ্য সঙ্কটের কারণে হয়ত পরিযায়ীরা মুখ ফেরাতে শুরু করেছে। যদিও তিনি বলেন, এখনও সময় আছে। জলচর পরিযায়ীরা শীত জাঁকিয়ে না পড়লে আসে না। তাই কয়েকদিন অপেক্ষায় আছি। শীত পড়লেও ওদের দেখা না পেলে কারণ অনুসন্ধান সহজ হবে। পাখিপ্রেমীদের দাবি, এবার তিস্তায় পরিযায়ী পাখির আনাগোনা নেই বললে চলে। শুধু তাই নয়। দ্রুত বদলেছে ওদের শীতকালীন ঠিকানাও। পাখিপ্রেমী রাজা রাউত বলেন, জলঢাকা-সহ বিভিন্ন নদীতে কমবেশি পরিযায়ী পাখির দেখা মিললেও তিস্তায় নেই। ওই নদীর যে এলাকায় পরিযায়ীরা এই সময় চলে আসে এবার বন্যায় সেখানে পলি ও বালির আস্তরণ জমেছে। মাছও কমেছে। এদিকে অতিথি পাখিদের এমন আচরণ পরিবর্তনে ভূগোলের গবেষক মহলে উসকে দিয়েছে প্রশ্ন, তবে কি তিস্তাকে নিরাপদ মনে করছে না পক্ষীকুল?

খাদে পড়ে মৃত ৬ কাশ্মীরি শ্রমিক

শিমলা, ৪ ডিসেম্বর ঃ হিমাচল প্রদেশের শিমলা শহরে একটি সড়ক দুর্ঘটনায় ছয়জন কাশ্মীরি শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সকালে রাজধানী শিমলা সংলগ্ন সুন্নি থানা এলাকায় করদঘাটে একটি পিকআপ ভ্যান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। দুর্ঘটনায় পিকআপ ভ্যানে থাকা ছয়জন শ্রমিকের মৃত্যু হয় এবং ছয়জন গুরুতর আহত হন। আহতদের আইজিএমসি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সোমবার সকালে একটি পিকআপ ভ্যানে করে ১২ জন শ্রমিক সুন্নি থেকে মান্ডি যাচ্ছিলেন। এদিন সকাল ৭টার দিকে তাঁদের গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে করদঘাটে খাদে পড়ে যায়। শিমলা থেকে প্রায় ৩৫ কিলোমিটার দূরে এই দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে ত্রাণ ও উদ্ধার কার্য শুরু করে। পুলিশ স্থানীয় মানুষ জনের সহায়তায় খাদ থেকে লোকজনকে উদ্ধার করে। পিকআপে থাকা তিনজনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় এবং হাসপাতালে তিনজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। আহতদের আইজিএমসি হাসপাতালে নিয়ে যায় পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় মৃত সকল শ্রমিকই কাশ্মীরের বাসিন্দা। দুর্ঘটনায় মৃত চারজনের নাম ফরিদ, গোলাম, শাব্বির ও তালিব। বাকি দুজনের পরিচয় জানা যায়নি। শিমলার এএসপি সুনীল নেগি জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীরের ছয়জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে, এঁনারা সকলেই এদিন পিকআপ ভ্যানে ছিলেন। তিনি জানান, দুর্ঘটনার মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

Name Change
I KAMAL HALDER,SON OF KARTICK HALDAR , RESIDING AT RABINDRANAGAR PASCHIM PARA, PO-RABINDRANAGAR,PS-CHINSURAH, HOOGHLY-712103, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS KAMAL HALDAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/12/2023.THAT KAMAL HALDER AND KAMAL HALDAR ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I MITHU BANDYOPADHYAY BANERJEE, W/O PRADIP KUMAR BANDYOPADHYAY, R/O 23B/1, BADE RAIPUR ROAD, PO JADAVPUR UNIVERSITY, KOLKATA - 700032, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MITHU BANERJEE, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/12/2023. MITHU BANERJEE AND MITHU BANDYOPADHYAY BANERJEE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I SHAMA JALAL, WIFE OF JALAL UDDIN, RESIDING AT 22B/H/6 BECK BAGAN ROW, PO-CIRCUS AVENUE, PS-KARAYA, KOLKATA - 700017,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAMA BANO VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/12/2023.THAT SHAMA JALAL AND SHAMA BANO ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I ATIBAR RAHAMAN MOLLA,SON OF RASID MOLLA, RESIDING AT KASTEKUMARI, PASCHIM CHAMNI, BISHNUPUR, SOUTH24PARGANAS-743503, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ATIBAR MOLLA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/12/2023.THAT ATIBAR RAHAMAN MOLLA AND ATIBAR MOLLA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I MD SALMAN SK, S/O MD. REJAUL KARIM SK, R/O VILL+PO CHAKENAYET NAGAR, PS BISHNUPUR, DIST-SOUTH 24 PARGANAS, PIN-743503, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD. SALMAN ALI SK, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/12/2023. MD. SALMAN ALI SK AND MD SALMAN SK SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I GOUTAM SARKAR,SON OF SHANTI RANJAN SARKAR, RESIDING AT 19/53 K.B. SARANI, MALL ROAD, PO-MALL ROAD, PS- DUMDUM, NORTH 24 PARGANAS -700080, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ASHIM SARKAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/12/2023.THAT GOUTAM SARKAR AND ASHIM SARKAR ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I AFTAB AHMAD, RESIDING AT 6/1/H/6 EKBALPUR LANE, KOLKATA - 700023, WEST BENGAL.THAT MY FATHER SK MD SULAIMAN SHALL HENCEF ORTH BE KNOWN AS S M SULEMAN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/12/2023.THAT SK MD SULAIMAN AND S M SULEMAN ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I MOHAMMAD ALI MOLLA, S/O SAIYAD ALI MOLLA, R/O ISABPUR, SULTANPUR, KALNA, VTC ISABPUR, PO SULTANPUR, DIST-PURBA BARDHAMAN, PIN-713146, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAHAMMAD ALI MOLLA, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/12/2023. MAHAMMAD ALI MOLLA AND MOHAMMAD ALI MOLLA SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I SHABNAM PARWEEN, W/O MD. SHAHABUDDIN, R/O 134B, BELIAGHATA ROAD, PS NARKELDANGA, KOLKATA -700015, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHARDA SINGH, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/12/2023. SHABNAM PERWEEN AND SHARDA SINGH SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I SHAAADAB SHAHABUDDIN, S/O HAJI GULAM MOINUDDIN AHMAD, R/O 134B, F-2L, BELIAGATA ROAD, TANGRA, KOLKATA -700015, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD. SHAHABUDDIN, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/12/2023. MD. SHAHABUDDIN AND SHAAADAB SHAHABUDDIN SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I SANDEEP KUMAR BHUI, RESIDING AT UTALIKA LUXURY-FLAT- 401 DWITYA, BARAKOLA, MUKUNDOPUR, KOLKATA - 700099, WEST BENGAL.THAT MY MINOR CHILD RIDEEP KUMAR SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RIDEEP KUMAR CHANDRA VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/12/2023.THAT RIDEEP KUMAR AND RIDEEP KUMAR CHANDRA ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I JABEDA CHOWDHURY, W/O ISHA AHSAN CHOWDHURY, R/O SOUTH KUMRAKHALI, MASJIT BARI ROAD, RAJPUR SONARPUR, PS NARENDRAPUR, KOLKATA -700103, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JOBEDA CHOWDHURY HOSSAIN, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/12/2023. JABEDA CHOWDHURY AND JOBEDA CHOWDHURY HOSSAIN SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I SK LATIF , S/O LATE SK ABDUL RAHMAN, R/O VILL JOTKAMAL, PO BABNAN, PS DADPUR, DIST-HOOGHLY, PIN-712305, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK ABDUL LATIF, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/12/2023. SK LATIF AND SK ABDUL LATIF SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I SHAHAJADI BEGAM HASIN, W/O HASEEN AHMAD CHAND, R/O VILL+ PO GARRI, PS JALE, WARD NO 8, DARBHANGA, BIHAR, PIN- 847303, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SHAHZADI KHATOON, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/12/2023. SHAHZADI KHATOON AND SHAHAJADI BEGAM HASIN SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I APARAJITA CHAKRABORTY, W/O SOUVIK CHAKRABORTY, R/O 8/2, CHAMPATALA LANE, SERAMPORE, HOOGHLY, PIN-712235, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS APARAJITA CHAKRABORTY KUNDU, VIDE AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/12/2023. APARAJITA CHAKRABORTY KUNDU AND APARAJITA CHAKRABORTY SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I MD JOHORUL HOQUE, SON OF LT KHODABOX, RESIDING AT VILL SOLEMANPUR,PO SADHANPUR,PS ASHOKENAGAR,NORTH 24 PGS-743221,SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS JAHIRUL HAQUE MONDAL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 01/12/2023.THAT MD JOHORUL HOQUE AND JAHIRUL HAQUE MONDAL ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I, SAFIKUL MALLICK S/O SAHID MALLICK Presently residing at VILL-ANANTAPUR, P.O-ILAHIPUR,P.S-HARIPAL,DSIT-HOOGHLY,PIN-71207, West Bengal, India, My (Old name) SAIFI KUL MALIK S/O SAHID MALLICK have changed her name to (shall henceforth be known as) , SAFIKUL MALLICK (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 04/12/2023.

Name Change
I SWAPAN DASH (OLD NAME), SON OF MADHAB CHANDRA DASH, RESIDING AT PANCHROL, EGRA, EAST MEDINIPUR-721447, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SWAPAN KUMAR DASH(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/12/2023.THAT SWAPAN DASH AND SWAPAN KUMAR DASH ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I RAZIA KHATOON (OLD NAME),WIFE OF MD ISRAIL, RESIDING AT 9 MANORANJAN ROY CHOWDHURY ROAD, PO-CIRCUS AVENUE,PS-BENIAPUKUR,KOLKATA -700017,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAZIA BEGUM(NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/12/2023.THAT RAZIA KHATOON AND RAZIA BEGUM ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

Name Change
I MALINA MIRBAR,WIFE OF KAMAL HALDAR, RESIDING AT RABINDRANAGAR PASCHIM PARA, PO-RABINDRANAGAR, PS-CHINSURAH, HOOGHLY-712103, WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MALINA HALDER MIRBAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 04/12/2023. THAT MALINA MIRBAR AND MALINA HALDAR MIRBAR ALL ARE THE SAME AND ONE INDENTICAL PERSON.

পূর্ব রেল ১৫.৩৪৮ এমডব্লুপি সোলার ক্যাপাসিটি সহ টেকসই শক্তির পথ দেখায়

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর ঃ পূর্ব রেল গর্বিতভাবে ১৫.৩৪৮ এমডব্লুপি এর মোট ইনস্টল করা সৌর ক্ষমতার গর্ব করে। এর মধ্যে রয়েছে ২০২৩ সালের অক্টোবরে ২৫০ এমডব্লুপি (০.২৫০ এমডব্লুপি) সাম্প্রতিক সংযোজন, যা একটি সবুজ এবং আরও টেকসই ভবিষ্যতের দিকে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ চিহ্নিত করে। চলমান অর্থবছর ২০২৩-২৪-এ, ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত, সৌর প্ল্যান্টের ক্রমবর্ধমান ইনস্টলেশন একটি চিত্তাকর্ষক ৬.৭০২ MWp- এ দাঁড়িয়েছে। এই উদ্যোগটি পরিষ্কার শক্তির উৎস ব্যবহার এবং এর কার্বন পদচিহ্ন হ্রাস করার জন্য পূর্ব রেলওয়ের প্রতিশ্রুতির উপর জোর দেয়। পরিবেশের উপর ইতিবাচক প্রভাব সৌর প্রজন্মের পরিসংখ্যানে স্পষ্ট। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত, সোলার প্ল্যান্টটি ৫.৩৪ এমইউ (মিলিয়ন ইউনিট) অবদান রেখেছিল যা আগের অর্থবছরের একই সময়ের (এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর ২০২২) ৩.১৪ এমইউ ছিল। সৌর উৎপাদনে এই প্রশংসনীয় বৃদ্ধির ফলে ৩.১ কোটি টাকার উল্লেখযোগ্য খরচ সাশ্রয় হয়েছে। একটি যুগান্তকারী উন্নয়নে, নন-ট্র্যাকশন এনার্জি বিলে পাওয়ার ফ্যাক্টর এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট রিবেটের মাধ্যমে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বরে টাকা ৩৯,১৬,৮৯৪- এর মতো উল্লেখযোগ্য সঞ্চয় অর্জন করা হয়েছে। এই কৃতিত্বটি ক্যাপাসিটিভ লোড বৃদ্ধির সাথে মিলিত আবেশী লোডের একটি কৌশলগত হ্রাসকে দায়ী করা হয়।এই কৃতিত্বের সাথে পাওয়ার ফ্যাক্টরের ধারণার মধ্যে ডেলভিং-এ জড়িত। পাওয়ার ফ্যাক্টর হল বৈদ্যুতিক শক্তি কতটা কার্যকরভাবে কার্যকরী কাজের আউটপুটে রূপান্তরিত হয় তার একটি পরিমাপ। এটি একটি বৈদ্যুতিক সিস্টেমে প্রবর্তক (লেগিং) এবং ক্যাপাসিটিভ (প্রধান) লোডের মধ্যে ভারসাম্য দ্বারা প্রভাবিত হয়। এই ইন্ডাকটিভ কম্পোনেন্টকে মিনিমাইজ করে, পাওয়ার ফ্যাক্টর উন্নত হয়, যার ফলে বৈদ্যুতিক শক্তির আরও দক্ষ ব্যবহার হয়। একই সাথে, ক্যাপাসিটিভ লোডের বৃদ্ধি এই বর্ধিত পাওয়ার ফ্যাক্টরটিতে অবদান রাখে। শ্রী কৌশিক মিত্র, মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক, পূর্ব রেলওয়ে বলেন, সৌরশক্তির প্রতি পূর্ব রেলওয়ের স্থির প্রচেষ্টা বৃহত্তর পরিবেশগত লক্ষ্যগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং একটি টেকসই ভবিষ্যতে অবদান রাখার জন্য একটি সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করে। পূর্ব রেলওয়ে নবায়নযোগ্য শক্তি গ্রহণের পথে নেতৃত্ব দিয়ে চলেছে, অন্যান্য সংস্থাগুলির জন্য একটি অনুপ্রেরণামূলক উদাহরণ স্থাপন করেছে। এই উদ্যোগটি কেবল পরিবেশগত স্টুয়ার্ডশিপের প্রতি রেলওয়ের প্রতিশ্রুতিই প্রদর্শন করে না বরং পরিচ্ছন্ন শক্তির উৎসগুলিতে রূপান্তরের অর্থনৈতিক সুবিধাগুলিও তুলে ধরে।

দক্ষিণ পূর্ব রেলের আদ্রা বিভাগে উন্নয়নমূলক কাজের কারণে ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর ঃ দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আদ্রা বিভাগে উন্নয়নমূলক কাজের পরিপ্রেক্ষিতে, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করা হবে ট্রেন বাতিল ১. ১৮০৩৫ / ১৮০৩৬ খড়গপুর- হাতিয়া-খড়গপুর, ০৫.১২.২০২৩ এবং ০৬.১২.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা বাতিল থাকবে। ২. ১২৮৮৫/ ১২৮৮৬ শালিমার- ভোজুডিহ-শালিমার এক্সপ্রেস, ০৫.১২.২০২৩ এবং ০৬.১২.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা বাতিল থাকবে। ৩. ২২৩৩০ / ২২৩২৯ আসানসোল- হলদিয়া- আসানসোল এক্সপ্রেস, ০৬.১২.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা বাতিল থাকবে। ট্রেনের সংক্ষিপ্ত সমাপ্তি সংক্ষিপ্ত উৎপত্তি ১. ০৮৬৮৬/ ০৮৬৮৫ আদ্রা-খড়গপুর-আদ্রা মেমু স্পেশাল, ০৪.১২.২০২৩ থেকে ০৬.১২.২০২৩ পর্যন্ত যাত্রা শুরু হবে চন্দ্রকোনা রোড থেকেউদ্ভূত সংক্ষিপ্ত সময়ে। ২. ০৮৬৮০ / ০৮৬৭৯ আদ্রা-মেদিনাপুর-আদ্রা মেমু স্পেশাল, ০৪.১২.২০২৩ এবং ০৬.১২.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রাটি গড়বেতা থেকে উদ্ভূত / সংক্ষিপ্ত সময়ে শেষ হবে। ৩. ০৮৬৮০/ ০৮৬৭৯ আদ্রা-মেদিনাপুর-আদ্রা মেমু স্পেশাল, ০৫.১২.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রাটি বাঁকুড়া থেকে সংক্ষিপ্ত সংক্ষিপ্ত সময়ে শেষ হবে। ৪. ১৮০২৪/ ১৮০২৩ এনএসসিবি গোমো- খড়গপুর-এনএসসিবি গোমোহ এক্সপ্রেস, ০৫.১২.২০২৩ এবং ০৬.১২.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রাটি আদ্রা থেকে উদ্ভূত / সংক্ষিপ্ত সময়ে শেষ হবে। ট্রেনের ডাইভারশন ১. ২২৬৪৩ এর্নাকুলাম-পাটনা এক্সপ্রেস, ০৪.১২.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা হিজলি-টাটানগর- চান্ডিল- আনারা- জয়চণ্ডী পাহাড়-আসানসোল হয়ে ডাইভার্ট রুটে চলবে। ২. ১৮৬২৮/ ১৮৬২৭ রাঁচি- হাওড়া - রাঁচি ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, ০৫.১২.২০২৩ তারিখে শুরু হওয়া যাত্রা কোটশিলা-পুরুলিয়া-চান্ডিল-টাটানগর-খড়গপুর হয়ে ডাইভার্ট রুটে চলবে।

১১৫ দিন চাড্ডার সাসপেনশন প্রত্যাহার

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর ঃ আম আদমি পার্টি (এএপি)-র রাজ্যসভার সাংসদ রাঘব চাড্ডার সাসপেনশন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়। প্রায় ১১৫ দিন পর, সোমবার সংসদের শীতকালীন অধিবেশনের প্রথম দিনই রাঘব চাড্ডার সাসপেনশন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে। রাজ্যসভা থেকে সাসপেনশন প্রত্যাহার হওয়ায় সুপ্রিম কোর্ট ও রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়কে ধন্যবাদ জানিয়েছেন রাঘব চাড্ডা। বিজেপি সাংসদ জি ভি এল নরসিমহা রাও-এর প্রস্তাবের পর সাংসদ রাঘব চাড্ডার সাসপেনশন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড়।

গাজায় মৃত্যু ১৫ হাজার ছাড়িয়ে গেল, আহত প্রায় ৪২ হাজার!

গাজা, ৪ ডিসেম্বর ঃ মৃত্যুর মিছিল। রক্তের প্রবাহ। হিংসার উদযাপন। গাজার দিকে তাকালে যেন চেনা যায় না ভূখণ্ডটিকে। সম্প্রতি এক হাড়হিম করা তথ্য সামনে এল। গাজা উপত্যকায় প্রায় দু'মাস ধরে চলা ইজরায়েলি হামলায় ১৫ হাজার ৫২৩ জন প্যালেস্টাইনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ৪১ হাজার ৩১৬ জন। গতকাল, রবিবার প্যালেস্টাইনের স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাস নিয়ন্ত্রিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এই তথ্য জানিয়েছে। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র আরও এক শিউরে-ওঠা খবর দিয়েছেন জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ইজরায়েলের হামলায় নিহত এই প্যালেস্টাইনিদের মধ্যে ৭০ শতাংশই নারী ও শিশু! অনেকে এখনও ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে আছেন বলে জানা গিয়েছে।

জানা গিয়েছে, ইজরায়েলি বাহিনীর অব্যাহত বোমাবর্ষণে শেষ ২৪ ঘণ্টায় গাজা উপত্যকায় ৭০০-রও বেশি মানুষ নিহত হয়েছেন! গত ৭ অক্টোবর ইজরায়েলে হামলা চালায় হামাস। জবাবে সেদিনই গাজায় বিমান হামলা শুরু করে ইজরায়েল। এবং এখনও পর্যন্ত তা অব্যাহত। গাজায় ইজরায়েলের টানা ৪৭ দিনের হামলার পর গত ২৪ নভেম্বর প্রথম দফায় চার দিনের যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়েছিল এখানে। সাত দিনের যুদ্ধবিরতি শেষ হতে না-হতেই আবারও গাজায় হামলা শুরু করেছে ইজরায়েল। দক্ষিণ গাজায় ঢুকে পড়েছে ইজরায়েলের বাহিনী। ইজরায়েলের যুদ্ধের ধরন-ধারণ ক্রমশ নির্মম হয়ে উঠছে। শিশুদের উপর হামলার নিন্দা হয়েছে বিশ্ব জুড়ে। তারই মধ্যে শরণার্থী শিবিরে হামলা চালিয়েছিল ইজরায়েল। গাজার সবথেকে বড় রিফিউজি ক্যাম্পে হামলা চালিয়েছিল ইজরায়েল। ইজরায়েলের দাবি ছিল, শরণার্থী শিবিরে করা তাদের এই এয়ারস্ট্রাইকে হামাসের এক শীর্ষ কম্যান্ডার ও বেশ কিছু সংখ্যক 'হামাস জঙ্গি' নিহত হয়েছে। গাজার রিফিউজি ক্যাম্পে হানায় নিহত হামাসের সেন্ট্রাল জাবালিয়া ব্যাটেলিয়নের কম্যান্ডার। ওই হানায় আরও বেশ কয়েকজন হামাস জঙ্গি নিহত হয়েছে বলে দাবি ছিল ইজরায়েলের। তাদের দাবি ছিল, ওই হামাস কম্যান্ডার ৭ অক্টোবর ইজরায়েলের উপরে হামলার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এর আগেই গাজায় মানবিক পরিস্থিতি খুব ভয়াবহ বলে উল্লেখ করেছিলেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিয়ো গুতেরেস। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, মর্গগুলি লাশে ভরে গিয়েছে। দোকান-পাট সব খালি। স্যানিটেশনের অবস্থা ভয়াবহ। শ্বাসকষ্টজনিত রোগ-অসুখ বেড়ে গিয়েছে। কোথাও কোনও জায়গাই নিরাপদ নেই!

মিজোরামে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন লালদুহোমার জোরাম পিপলস্ মুভমেন্টের, মুখ থুবড়ে জোরামথাঙ্গার এমএনএফ

আইজল, ৪ ডিসেম্বর ঃ ৪০ আসনের মিজোরাম বিধানসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছে লালদুহোমার জোরাম পিপলস্ মুভমেন্ট (জেডপিএম)। মুখ থুবড়ে পড়েছে ক্ষমতাসীন জোরামথাঙ্গার মিজো ন্যাশনাল ফ্রন্ট (এমএনএফ)। ভোটগণনার সর্বশেষ ফলাফল অনুযায়ী ক্ষমতাসীন এমএনএফ ১০, প্রধান বিরোধী জেডপিএম ২৭, কংগ্রেস ১, বিজেপি ১ এবং ২-টি আসনে অন্য দলের প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন। ১৮ জন মহিলা সহ মোট ১৭৪ জন প্রার্থী এবারের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিলেন। ক্ষমতসীন এমএনএফ, মূল বিরোধী দল জোরাম পিপলস্ মুভমেন্ট এবং কংগ্রেস সব কয়টি ৪০ টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল। বিজেপি ২৩, আম আদমি পার্টি ৪ এবং ২৭ জন নির্দলীয় প্রার্থী নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছিলেন। ২০১৮ সালে মিজোরাম বিধানসভা নির্বাচনে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসকে পরাস্ত করে এমএনএফ-এর ২৭, প্রধান বিরোধী দল জেডপিএম-এর ৬, কংগ্রেসের ৫ এবং বিজেপির একজন বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। এবার ২০২৩ সালের নির্বাচনেও ক্ষমতাসীন এমএনএফ-কে পরাস্ত করে ক্ষমতায় আসার পথে বিরোধী দল জেডপিএম। রাজ্যের ১৩ টি গণনা কেন্দ্রর এবং ৪০ টি গণনা হল-এ এদিন সোমবার সকাল ৮.০০টা থেকে কড়া নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে ভোট গণনা শুরু হয়েছে।

ডিমাপুর-কোহিমা রেল সংযোগী প্রকল্পের উপর গুরুত্ব আরোপ

মালিগাঁও, ৪ ডিসেম্বর ঃ নাগাল্যান্ডে রেল প্রকল্প সম্পর্কে ০৪ ডিসেম্বর, ২০২৩ তারিখে নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নেইফিউ রিওর সাথে সাক্ষা করলেন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব। দুজনের মধ্যে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে নাগাল্যান্ডে বিভিন্ন রেলওয়ে প্রকল্পের মসৃণ ও সহজ পরিচালনার ক্ষেত্রে উদ্বেগ সম্পর্কিত বিষয়গুলির রূপরেখা তৈরি করা নিয়ে আলোচনা হয়। মলভোম ও ফেরিমা পর্যন্ত নির্মীয়মাণ ধনসিরি-জুজবা নতুন লাইন প্রকল্পের রেল সংযোগ ২০২৪-এর সেপ্টেম্বরের মধ্যে সম্পূর্ণ হবে মুখ্যমন্ত্রীকে আশ্বাস দেন জেনারেল ম্যানেজার। রাজ্য কর্তৃপক্ষের অনুরোধে রেল মলভোমে একটি গুডস ইয়ার্ডও নির্মাণ করবে। পাশাপাশি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের পক্ষ থেকে রাজ্যটির প্রয়োজন অনুযায়ী রেল পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হবে বলেও জেনারেল ম্যানেজার আশ্বস্ত

করেন। রেলওয়ের সাথে জড়িত বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য রাজ্যে একটি উচ্চস্তরের কমিটি গঠনের অনুরোধও নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী গ্রহণ করেছেন। এখন থেকে কমিটিটি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বৈঠকে বসবে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই অঞ্চলটিতে রেল পরিকাঠামো পুনর্নির্ধারণ করার লক্ষ্য ধার্য করেছে। ২০২৬ সালের মধ্যে চালু করার জন্য নির্মীয়মাণ কোহিমা সংযোগী প্রকল্পের পাশাপাশি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের পক্ষ থেকে নাগাল্যান্ড ও মণিপুরের রাজধানী শহর যথাক্রমে কোহিমা ও ইম্ফলের মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ রেল সংযোগ প্রদানেরও লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। এর স্থিতি সম্পর্কেও জেনারেল ম্যানেজার মুখ্যমন্ত্রীকে অবগত করেন। জুজবা-ইম্ফল নতুন লাইনের জন্য রিকনেসান্স ইঞ্জিনিয়ারিং কাম ট্র্যাফিক সার্ভে সম্পূর্ণ হয়েছে। বর্তমানে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল এই নতুন লাইনটির জন্য শীঘ্রই চূড়ান্ত স্থানের সমীক্ষা শুরু করার পর্যায়ে রয়েছে, যার চুক্তি ইতিমধ্যে হয়ে গেছে। উল্লেখযোগ্য, ২০২২ সালে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল নাগাল্যান্ডে শখুভি রেলওয়ে স্টেশন খুলেছিল। শখুভি হলো ডিমাপুরের পরে নাগাল্যান্ডে দ্বিতীয় রেল স্টেশন, যা ১০০ বছরেরও অধিক সময়ের ব্যবধানে খোলা হয়। ভারতীয় রেলওয়ের পক্ষ থেকে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে একাধিক নতুন রেলওয়ে লাইন সংযোগী প্রকল্প পরিচালনার মাধ্যমে উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির রূপান্তরের প্রতি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। দেশের অবশিষ্ট অংশের সাথে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সমস্ত রাজ্যের রাজধানীকে সংযুক্ত করতে নতুন রেল লাইন নির্মাণ শীর্ষ অগ্রাধিকার প্রকল্প হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

বিজেপির বিপুল জয়ে মা গঙ্গাকে আরতির মাধ্যমে প্রার্থনা

বারাণসী, ৪ ডিসেম্বর ঃ তিনটি রাজ্যে বিজেপির বিপুল জয়ের ফলে সোমবার মা গঙ্গাকে আরতির মাধ্যমে প্রার্থনা জানানো হয়। বিধানসভা নির্বাচনে তিনটি রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টির জয়ের কারণে সোমবার দশাশ্বমেধ ঘাটে মা গঙ্গার আরতি করেন নমামি গঙ্গের সদস্যরা। সোমবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ছবি নিয়ে মোদীর জন্য মা গঙ্গার কাছে আশীর্বাদও চান নমামি গঙ্গের সদস্যরা। সদস্যরা মা গঙ্গার আরতি পরিবেশনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী মোদীর 'নারী শক্তি বন্দন' আহ্বানকে স্বাগত জানান। এরপরে, মা গঙ্গাকে পরিষ্কার করার জন্য সবাই সংকল্পবদ্ধ হয়। নমামি গঙ্গের সদস্যরা গঙ্গার তীরে ছড়িয়ে থাকা ময়লা একত্রিত করে ডাস্টবিনে নিয়ে যায়। লাউডস্পিকারের মাধ্যমে 'ময়লা থাকলে রোগ আছে, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা থাকলে স্বাস্থ্য আছে' এই বার্তা দেওয়া হয়। কাশী অঞ্চলের আহ্বায়ক রাজেশ শুক্লা জানান, তিনটি রাজ্যে বিজেপির জয়ের জন্য মহিলাদের অবদান সবচেয়ে বেশি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের মহিলাদের ক্ষমতায়নের দিকে নারী শক্তি বন্দন আইনের গুরুত্বের উপর জোর দেন। আমরা এখানে মা গঙ্গার কাছে আশীর্বাদ চেয়েছি যে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে দরিদ্র, মহিলা, কৃষক এবং যুবকরা সমৃদ্ধির দিকে এগিয়ে চলুক। এদিনের এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন বীনা গুপ্তা, পুষ্পলতা ভার্মা, পতঞ্জলি যোগপীঠের মহিলা ইনচার্জ সীমা জোহর, হরিশ জোহর, ওমেশ জোহর প্রমুখ।

অধিবেশনে যোগ দেওয়ার আগে খাড়গের সঙ্গে সাক্ষাৎ বিরোধী সাংসদদের

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বর ঃ সংসদের শীতকালীন অধিবেশনে যোগ দেওয়ার আগে, বিরোধী সাংসদরা সোমবার রাজ্যসভার বিরোধী দলের নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে বৈঠক করেন। সোমবার কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এক্স- এ পোস্ট করে বৈঠকের বিষয়টি জানানো হয়। এক্স- এ কংগ্রেস লেখে যে, সোমবার কংগ্রেস সভাপতি এবং রাজ্যসভার বিরোধীদলের নেতা মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে বিরোধী দলগুলির একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের বৈঠকে সংসদ অধিবেশন নিয়ে আলোচনা হয়। উল্লেখ্য, ৪ ডিসেম্বর সোমবার থেকে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন শুরু হয়েছে। এই অধিবেশন চলবে ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত। অধিবেশন চলাকালীন মোট ১৯ টি বিল সংসদে উপস্থাপন করা হবে বলেও জানা গিয়েছে।

বিভিন্ন দাবির সমর্থনে সিডিপিও কে স্মারকলিপি দিল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী ইউনিয়ন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ ডিসেম্বর ঃ বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি গাজোল ব্লকের সিডিপিও কে ডেপুটেশন দিল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী সমিতির সদস্যারা। সোমবার দুপুরে গাজোলে একটি র‍্যালি করেন শতাধিক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সমিতির সদস্যারা। এরপরই গাজোলের সিডিপিও কে গণ স্বাক্ষর সম্বলিত স্মারকলিপি তুলে দেন। এদিনের ডেপুটেশন আসা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সমিতির সদস্যদের বক্তব্য, অষ্টম শ্রেণী পাশ অঙ্গনওয়াড়ি হেল্পারদের প্রমোশন বৃদ্ধি করতে হবে। ন্যূনতম মাসিক ২১ হাজার টাকা বেতন দিতে হবে। অবসরকালীন ১৫ লক্ষ টাকা দিতে হবে। পিএফ চালু করা এবং শিশুদের খাদ্য তালিকায় পুষ্টিকর খাবারের আর্থিক বরাদ্দ বাড়াতে হবে। এরকমই নানান দাবি-দাওয়া নিয়েই এদিন বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি অঙ্গনওয়াড়ি সমিতির কর্মীরা গাজলের সিডিপি ওকে ডেপুটেশন দেন।

নদী থেকে বালি তোলার অনুমতির দাবিতে পথ অবরোধ আলিপুরদুয়ারে

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৪ ডিসেম্বর ঃ নদী থেকে বালি, পাথর তোলার অনুমতির দাবিতে আলিপুরদুয়ার -১ এর সোনাপুর চৌপথিতে পথ অবরোধ করল শিলতোর্ষা রিভার বেড শ্রমিক কল্যাণ সংগ্রাম কমিটি। সোমবার প্রায় এক ঘন্টা ধরে চলা অবরোধের জেরে একদিকে আলিপুরদুয়ার - ফালাকাটা জাতীয় সড়ক অপরদিকে সোনাপুর-হাসিমারা রাজ্য সড়কে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। কয়েক মাস আগে শিলতোর্ষা রিভার বেড শ্রমিক কল্যাণ সংগ্রাম কমিটি তৈরি হওয়ার পর বিভিন্ন জায়গায় তারা আন্দোলন করে। ব্লকের বিভিন্ন জায়গায় পথসভা করার সঙ্গে জেলার বিভিন্ন প্রশাসনিক মহলে স্মারকলিপিও দেওয়া হয়। মূলতঃ প্রায় তিন বছর ধরে শিলতোর্ষা নদী থেকে বালি পাথর উত্তোলনের কাজ যে বন্ধ রয়েছে সেই কাজ আবার শুরুর দাবিতে এই আন্দোলন শুরু হয়েছে। সংগ্রাম কমিটির সভাপতি আব্দুল কাদের এদিন জানান, শ্রমিকরা নদীতে কাজ করতে না পেরে ভিন রাজ্যে চলে গেছে। গ্রামগুলি পুরুষ শূন্য হওয়ার মতো অবস্থায়। তাঁরা চান, প্রশাসন দ্রুত নদী থেকে বালি-পাথর উত্তোলনের অনুমতি দিক। প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে আরও বড় আন্দোলনে যাবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।

মেট্রোর ভাড়া-বহির্ভূত রাজস্ব আয়ে ৬৩.৫ শতাংশ বৃদ্ধি

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর ঃ ভারতীয় রেলের অ-ভাড়া রাজস্ব আয় বৃদ্ধিতে মেট্রো রেল একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রেল বোর্ডের নির্দেশিকা অনুসরণ করে, মেট্রো রেল, ভারতীয় রেলের ক্ষুদ্রতম অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি হওয়া সত্ত্বেও, বিগত বছরগুলিতে ভাড়া-বহির্ভূত রাজস্ব আয় বাড়ানোর প্রচেষ্টায় উল্লেখযোগ্য ফলাফল দেখাতে সক্ষম হয়েছে। চলতি অর্থবছরে অর্থাৎ ২০২৩-২৪-এ সেই ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে, কলকাতা মেট্রো স্টার্লিং ফলাফল তৈরিতে সমস্ত রেল জোনের মধ্যে প্রথম দৌড়বিদ হিসাবে নিজেকে নিবন্ধন করতে সক্ষম হয়েছে। আয়ের ঐতিহ্যবাহী উৎসগুলি ছাড়াও উপার্জন বাড়ানোর জন্য ভারতীয় রেলওয়ের অ-ভাড়া রাজস্ব বাড়ানোর উদ্যোগগুলিকে সফল করার জন্য, মেট্রো রেল তার রাজস্ব বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন উদ্ভাবনী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যা সাধারণত যাত্রী উপার্জনের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসাবে, মেট্রো রেল স্টেশনগুলিতে লিটার বিনগুলির ব্র্যান্ডিং, মেট্রো রেকের ভিতরে এবং বাইরে বিজ্ঞাপন প্রদর্শন, খোলা জায়গায় হোর্ডিংগুলি প্রদর্শন এবং বিভিন্ন স্টেশনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা কিয়স্ক স্থাপন, হ্যান্ডেল চেইন ব্র্যান্ডিং ইত্যাদির মাধ্যমে রাজস্ব আয়ের দিকে মনোনিবেশ করছে। . এছাড়াও, মেট্রো রেলওয়ে ট্র্যাক সাইডওয়ালস ব্র্যান্ডিং, কার্ড ব্যালেন্স চেকিং টার্মিনাল (সিবিসিটি) ব্র্যান্ডিং, স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিন (এএসসিআরএম) ব্র্যান্ডিং, এএফসি-পিসি গেটস এবং ফ্ল্যাপ ব্র্যান্ডিং, ফুড কিয়স্ক স্থাপন, স্মার্ট কার্ডের মতো উদ্ভাবনী ধারণাগুলি বাস্তবায়ন করেছে। এবং টোকেন ব্র্যান্ডিং, যাত্রীদের ইনফোটেইনমেন্ট দেওয়ার জন্য রেকের ভিতরে ডিজিটাল ডিসপ্লে স্ক্রিন স্থাপন করা ইত্যাদি। এই ধরনের উদ্যোগগুলি মেট্রো রেলওয়ের ভাড়া- বহির্ভূত রাজস্ব অনেকাংশে বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছে। এই ধরনের সমন্বিত প্রচেষ্টায়, মেট্রো রেল ১ এপ্রিল, ২০২৩ থেকে ৩০ নভেম্বর, ২০২৩ এর মধ্যে নন-ফেয়ার রেভিনিউ হিসাবে ৩১.৩৯ কোটি টাকা আয় করেছে। ২০২২-২৩ সালে মেট্রো একই সময়কালে (অর্থাৎ এপ্রিল, ২০২২ থেকে নভেম্বর, ২০২২) এনএফআর হিসাবে ১৯.২০ কোটি টাকা আয় করেছে। এটি ৬৩.৫ বৃদ্ধি। শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, মহাব্যবস্থাপক, মেট্রো রেল তার সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন কারণ মেট্রো এমন একটি কর্মক্ষমতা দেখাতে সক্ষম হয়েছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে এই অর্থবছরেও মেট্রো রেল বোর্ডের প্রত্যাশা পূরণ করতে সক্ষম হবে।

শিয়ালদহ স্টেশনে রেল সুরক্ষা বাহিনী পিকপকেট এবং মোবাইল চোর চক্রকে ধ্বংস করেছে

কলকাতা, ৪ ডিসেম্বর ঃ একটি উল্লেখযোগ্য অভিযানে, শিয়ালদহ বিভাগের রেল পুলিশ ফোর্স শিয়ালদহ স্টেশনে পকেটমার এবং মোবাইল চুরির সাথে জড়িত একটি কুখ্যাত গ্যাংয়ের কার্যকলাপকে সফলভাবে ব্যর্থ করেছে। আরপিএফ দল, সন্দেহভাজন অবাঞ্ছিত কার্যকলাপের উপর একটি বিশেষ গোপন নজরদারির সময়, শিয়ালদহ প্রধান এবং দক্ষিণ সেকশনের প্ল্যাটফর্মগুলিতে এই অপরাধমূলক কাজে জড়িত ব্যক্তিদের আটক করে। ২০২৩ সালের নভেম্বরে অপারেশন চলাকালীন, আরপিএফ দল মোট ৬৬,৫০০- টাকা (প্রায়) মূল্যের চুরি হওয়া অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল ফোন সহ পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছিল। আটক ব্যক্তিরা, মালিকানা সম্পর্কে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে অক্ষম, শিয়ালদহ রেল স্টেশনে সন্দেহভাজন যাত্রীদের কাছ থেকে ফোনগুলি তোলার কথা স্বীকার করেছে। জব্দ করা মোবাইল ফোনগুলি প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য অবিলম্বে সরকারি রেল পুলিশ শিয়ালদহের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। শিয়ালদহ আরপিএফ- এর সমন্বিত প্রচেষ্টার ফলে যাত্রীর জিনিসপত্র চুরির সঙ্গে জড়িত পাঁচ ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ পর্যন্ত পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং এরকম আরও কুখ্যাত অপরাধীকে ধরতে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। শিয়ালদহ বিভাগের আরপিএফ যাত্রীদের তাদের জিনিসপত্র রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য এবং কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে কোনো সন্দেহজনক কার্যকলাপের রিপোর্ট করার জন্য অনুরোধ করেছে। ডিআরএম শিয়ালদহ শ্রী দীপক নিগমের নির্দেশনায় সিনিয়র ডিএসসি / শিয়ালদহ এই ধরনের উদ্যোগ নিয়েছে। কৌশিক মিত্র, প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক, পূর্ব রেল বলেন, যাত্রীদের সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য, তাদের জিনিসপত্রের সুরক্ষা করার জন্য এবং কর্তৃপক্ষকে যে কোনও সন্দেহজনক কার্যকলাপের বিষয়ে অবিলম্বে রিপোর্ট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

পৌষ মেলা না হওয়ার খবর শুনে মন খারাপ শান্তিনিকেতনের, আন্দোলনের পথে কি ব্যবসায়ী সমিতি?

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৪ ডিসেম্বর ঃ পৌষ মেলা না হওয়ার খবর শুনে মন খারাপ শান্তিনিকেতনের, আন্দোলনের পথে কি ব্যবসায়ী সমিতি? - এমন গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে শান্তিনিকেতনে। সোমবার সকালে কর্মসমিতি, শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট, সমস্ত ভবনের অধ্যক্ষ, আধিকারিকরা বৈঠকে সর্বসম্মতভাবে বিভিন্ন কারণ দর্শিয়ে মেলার বিপক্ষে রায়দান করেন। শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট ও বিশ্বভারতী যৌথ বিবৃতি দিয়ে বলে, এত স্বল্প সময়ে মেলা আয়োজন করা সম্ভব নয়। তার প্রধান কারণ, অন লাইন বুকিংয়ের জন্য খড়্গপুর আইআইটি থেকে সফটওয়্যার চেয়ে পাঠানোতে কোন উত্তর পাওয়া যায় নি। একইভাবে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ থেকে কোন উত্তর পাওয়া যায় নি। পাশাপাশি, ভুবনডাঙার চারটি বাঁধ পরিষ্কার করা বিশ্বভারতীর পক্ষে সম্ভব নয়। একইভাবে ছোটো মেলা করা অবাস্তব এমন কথা বলে আগেই ছোট মেলায় আপত্তি করে শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট। ট্রাস্টের সম্পাদক অনিল কোনার বলেন, খুব স্বাভাবিক যে মেলা না হওয়াই ব্যবসায়ীদের ক্ষতি হবে। কিন্তু কিছু করার নেই। সফটওয়্যার না থাকলে বুকিং কি করে হবে? ব্যবসায়ী সমিতি ও বাংলা সংস্কৃতি মঞ্চ মেলার দাবিতে বিশ্বভারতীর কাছে স্মারক লিপি জমা দেন। কবিগুরু মার্কেটে হস্তশিল্প ব্যবসায়ীর তরফে আমিনুল হোদা বলেন, মেলা না হওয়াই আমাদের খুব ক্ষতি হবে। আগামীকাল থেকে আমরা আন্দোলনে নামবো। উল্লেখ্য, উনিশ সালের পর বিশ্বভারতী বা ট্রাস্টের উদ্যোগে পৌষমেলার আয়োজন হয়নি। কুড়ি সালে এবং তার পরের বছরও করোনা অতিমারী জনিত কারণে পৌষমেলার আয়োজন বিশ্বভারতী বা ট্রাস্টের উদ্যোগে হয়নি। পুরসভার অনুমতি ক্রমে ডাকবাংলো মাঠে ছোটো আকারে পৌষমেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রবীণ আশ্রমিক সুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, মন খারাপের খবর। কিন্তু কিছু করার নেই। বিশ্বভারতী ও শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট যেটা বলেছে, তা অযৌক্তিক কিছু নয়। তবে আমরা আশা করবো আগামী বছর পৌষমেলা হবে। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা বলেন, আমাদের কাছে কোনো নির্দেশ আসে নি। এলে কার্যকর হবে। আজকেই তো শুনলাম। দেখা যাক।

কোদাল দিয়ে মাটি কেটে রাস্তা সংস্কার করছেন স্বয়ং পঞ্চায়েত প্রধান

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর ঃ কোদাল দিয়ে মাটি কেটে রাস্তা সংস্কার করছেন স্বয়ং পঞ্চায়েত প্রধান। বর্ষায় বেহাল হয়েছে রাস্তা। সেই রাস্তা সংস্কার জরুরি। তাই গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিজের হাতে কোদাল-ঝুড়ি নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়েছেন প্রধান। মালদার গাজোল ২-নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ফতেপুর এলাকার এই ছবি। বর্ষায় রাস্তা বেহাল হয়ে গেছে। তাই সেই রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধানেই। তাঁর দাবি, বিজেপি-পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতে উন্নয়নের খাতে টাকা বরাদ্দ হবে কি না, তা নিয়ে তিনি সন্দিহান। তাই এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। যদিও পঞ্চায়েত প্রধান ও বিজেপি নেতারা নাটক করছেন বলে অভিযোগ করেছে তৃণমূল। পাল্টা তৃণমূলের বিরুদ্ধেও নাটকের অভিযোগ বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মুর। গাজোল ২-নম্বর পঞ্চায়েতের ফতেপুরের দেড় কিলোমিটার রাস্তা গত বর্ষায় বেহাল। যার ফলে, স্কুলপড়ুয়া থেকে গ্রামবাসীদের যাতায়াতে সমস্যা তৈরি হয়েছে। এরই মধ্যে শুরু হয়েছে ফসল ও রবিশস্য ঘরে তোলার পালা। যাচ্ছে মোটরচালিত ভ্যানগাড়ি। কিন্তু সেসব এই রাস্তায় যে কোনও সময়ে উল্টে যেতে পারে। বিষয়টি নিয়ে গ্রামের বাসিন্দারা প্রধান ও প্রশাসনকে বারবার জানিয়েছেন। অথচ রাস্তা সংস্কারের কোনও উদ্যোগ দেখা যায়নি। গাজোল ২-নম্বর পঞ্চায়েত বিজেপি পরিচালিত হওয়ায় রাস্তার স্কিম করলেও বর্তমান শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত হওয়ায় তা হবে কি না তাও সন্দেহ রয়েছে। তাই প্রধান নিজেই মাটি কেটে ঝুড়িতে করে নিয়ে রাস্তা সংস্কার করছেন। গ্রামের বাসিন্দা রোজিনা মণ্ডল বলেন, এখানে হিম পাইপ ছিল। বর্ষার জলে ফেটে গিয়ে রাস্তাটা কেটে গিয়েছে, গর্ত হয়ে গিয়েছে। স্কুলের ছোট ছোট ছাত্রছাত্রী থেকে গ্রামের মানুষও এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে পারছেন না। আমরা প্রধানকে জানিয়েছি। কিন্তু রাস্তা সংস্কার হয়নি। তাই আমরা রাস্তা সংস্কারে কাজ করছি নিজেদের উদ্যোগে। প্রধানও রাস্তা সংস্কারের কাজ করছেন। প্রধান উর্মিলা রাজবংশী জানান, পঞ্চায়েতটি বিজেপি পরিচালিত। রাস্তার জন্য স্কিম দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বিজেপি পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতে উন্নয়নের খাতে টাকা বরাদ্দ হবে কি না, তা নিয়ে তিনি সন্দিহান। তাই নিজেই মাটি কেটে রাস্তা সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তিনি। জেলা তৃণমূলের সহ- সভাপতি দুলাল সরকার বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস ভোটের রাজনীতিতে রাহাজানি করে না বিজেপির মতো। সেই বিজেপি প্রধান মনে করছে কেন্দ্রীয় সরকার মানুষের টাকা বন্ধ করে তৃণমূল কংগ্রেসের উপর যে অত্যাচার করছে সেই ভয়ে ভাবছে তৃণমূলও তাই করবে, তবে সেটা তৃণমূল করে না। লোকসভা ভোটের আগে রাজনীতি করছে। নাটক করছে। পাঁচ বছর বিজেপি সাংসদ বিধায়ক কোনও কাজ করেননি। তাই সাংসদের টাকায় বিজেপিরা কিছু কাজ করছে নাটক করছে। লোকসভা ভোটের আগে সাংসদের নির্দেশে তারা এই সব করছে। বিজেপির এটা নাটক। বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, গাজোলের প্রধানকে আমি ধন্যবাদ জানাব। এই প্রশাসনের রাজত্বে এই রাস্তা সংসার হবে, গরিব মানুষ পরিসেবা পাবে? তাই প্রধান নিজে নেমেছেন। নাটক তো আমরা করছি না নাটক করছে তৃণমূল কংগ্রেস। ওরা নাটক করে রাজ্যে এখানে চেয়ার ধরে রাখার জন্য পুলিসকে ব্যবহার করছে। সাধারণ প্রশাসনকে ব্যবহার করছে।

পঞ্চায়েত ভোটে ভরাডুবির পরেই ভালুকা অঞ্চলে প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ ডিসেম্বর ঃ তৃণমূলের অঞ্চল চেয়ারম্যান এবং প্রাক্তন দক্ষ নেতৃত্বকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিচ্ছেন অঞ্চল সভাপতি। দলের প্যাডে লেখা সেই নির্দেশ ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যদিও অঞ্চল সভাপতির দাবি তিনি বহিষ্কারের জন্য ব্লক সভাপতিকে চিঠি করেছেন। কি ভাবে সেই কাগজ ভাইরাল হলো তিনি জানেন না।সাথে অঞ্চল সভাপতির অভিযোগ অঞ্চল চেয়ারম্যান এবং ওই প্রাক্তন নেতা পঞ্চায়েত ভোটে দল বিরোধী কাজ করেছেন। তাদের জন্যই পঞ্চায়েত দখল করতে পারেনি তৃণমূল। পাল্টা ওই নেতাদের দাবি অঞ্চল সভাপতি নিজেই দুর্নীতিগ্রস্ত। দলের প্রটোকল না মেনে শোকজ করার আগেই বহিষ্কার করে দিচ্ছেন। সমগ্র ঘটনায় প্রকাশ্যে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। যা নিয়ে খোঁচা দিতে ছাড়েনি বিজেপি। চরম অস্বস্তিতে তৃণমূল। দলের নীতির তোয়াক্কা না করেই প্রটোকল ভেঙে শাসকদলের অঞ্চল চেয়ারম্যান কে বহিষ্কার করার অভিযোগ ওই অঞ্চলেরই অঞ্চল সভাপতির বিরুদ্ধে।আর এই বহিস্কারের চিঠি সামনে আসতেই তৈরি হয়েছে বিতর্ক। বহিষ্কারের চিঠি সোশ্যাল মিডিয়াতে ভাইরাল হয়েছে। যাদের বহিষ্কার করার চিঠি ভাইরাল হয়েছে তাদের অভিযোগ দলের অঞ্চল সভাপতি নিজে দুর্নীতিগ্রস্ত। তাই উনি দলের নিয়মকানুন না মেনে স্বচ্ছ ভাব মূর্তির দলের অঞ্চল চেয়ারম্যান কে বহিষ্কার করেছেন। যদিও অঞ্চল সভাপতির বক্তব্য অঞ্চল চেয়ারম্যান এবং ব্লকের আরেক নেতা বিগত পঞ্চায়েত ভোটে দলকে পিছন থেকে ছুরি মেরেছেন এবং দলবিরোধী কাজ করেছেন বলেই পঞ্চায়েতে শাসক দলের ভরাডুবি ঘটেছে। তাই উনি বহিষ্কারের জন্য ব্লক সভাপতিকে চিঠি করেছেন। কিন্তু কিভাবে এই কাগজ সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হলো তা তিনি জানেন না। এই ঘটনায় দলের অন্দরে শুরু হয়েছে গোষ্ঠীকোন্দল। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই চরম অস্বস্তিতে শাসকদল। হরিশ্চন্দ্রপুর ২ নম্বর ব্লকের ভালুকা অঞ্চলের সভাপতি ধীরেন্দ্রনাথ সাহা গত সপ্তাহে দলের প্যাডে ওই অঞ্চলের বর্তমান চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হোক এবং দলের প্রাক্তন ব্লক সাধারণ সম্পাদক বিবেকচন্দ্র সাহাকে বহিষ্কার করার নির্দেশ জারি করেন। দলের প্যাডে ছাপানো সেই নির্দেশের কাগজ ভাইরাল হয়ে যায় সোশ্যাল মিডিয়ায়। অঞ্চল সভাপতির অভিযোগ বিগত পঞ্চায়েত ভোটে ওই দুজন দলবিরোধী কাজ করেছে এবং অন্তরঘাত করে ভালুকা অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবি ঘটিয়েছে। আর এই কারণে পঞ্চায়েত হাত ছাড়া হযেছে শাসকদলের তাই এই দুইজনকে দল থেকে বহিষ্কার করা হলো। আর এই বহিষ্কারের ঘটনার পরেই সরব হয়েছে দলের একাংশ। তাদের দাবি অঞ্চল সভাপতি কখনোই অঞ্চল চেয়ারম্যান কে বহিষ্কার করতে পারেন না তার সেই অধিকার নেই। তিনি দলের প্রটোকল না মেনেই এই কাজ করেছেন। সাথে অঞ্চল সভাপতি দুর্নীতিগ্রস্ত এবং তার জন্যই পঞ্চায়েতের এই ফলাফল বলে তারা অভিযোগ করেছেন। যদিও এই বিষয়ে দলের আভ্যন্তরীণ বিষয় বলে সাফাই দিয়েছে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব। ব্লক নেতৃত্ব এই ব্যাপারে কোন মন্তব্য করতে চায়নি। সমগ্র ঘটনা নিয়ে তৃণমূলকে তীব্র কটাক্ষ করেছে বিজেপি। তৃণমূলের অঞ্চল চেয়ারম্যান মোজাম্মেল হক এই বিষয়ে বলেন, এই ভাবে আমাদের বহিষ্কার করতে পারে না। আগে শোকোজ লেটার দিতে হবে। খারাপ ফলাফলের দায় অঞ্চল সভাপতির। উনি নিজেই দুর্নীতিগ্রস্ত। ব্লকের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক বিবেক চন্দ্র সাহার বক্তব্য, আমি বর্তমানে কোন পদে নেই। কিন্তু দলটা বহুদিন ধরে করি। অনেকে নতুন নতুন এসে ক্ষতি করে দিল। এরা নিজের স্বার্থ চলে। অঞ্চল সভাপতি ধীরেন্দ্রনাথ সাহা দাবি করেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় ওই দুইজন বিরোধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ছিল। দল বিরোধী কাজ করেছে। আমি বহিস্কার করার অনুমতি চেয়ে ব্লক সভাপতিকে চিঠি দিয়েছি। কিন্তু ওই কাগজ কিভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার ভাইরাল হলো তা জানি না। বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি অজয় গাঙ্গুলীর কটাক্ষ, এরা নিজেদের মধ্যে ঝামেলা করেই একদিন শেষ হয়ে যাবে। এভাবে তৃণমূল দলটা উঠে যাবে। জেলা সহ সভাপতি শুভময় বসু বলেন, এটা আমাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। সেটা দলের মধ্যে আলোচনা হবে। এটা নিয়ে বিরোধিদের কথার কোন জবাব নেই। পঞ্চায়েত নির্বাচনে মালদা জেলার অন্যান্য এলাকার তুলনায় হরিশ্চন্দ্রপুর বিধানসভায় ফলাফল খারাপ তৃণমূলের। সামনে লোকসভা নির্বাচন। তার মধ্যে এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। স্বাভাবিকভাবেই অস্বস্তি বাড়াচ্ছে শাসক শিবিরের।

১৫ দফা দাবিতে জেলাশাসক দফতরে স্মারকলিপি দিলেন বঙ্গীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিতি

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৪ ডিসেম্বর ঃ বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষ্যে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের দাবিতে ১৫ দফা দাবিতে স্মারকলিপি দিল বঙ্গীয় প্রতিবন্ধী কল্যাণ সমিত। ২০১৬ সালে সংসদের গৃহীত সমান সুযোগ ও সমান অধিকার আইন মোতাবেক শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সামাজিক মর্যাদা ও অর্থনৈতিক পুনর্বাসন দেওয়ার দাবিতে এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের ৫ শতাংশ হারে সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার দাবিতে তাদের এই ডেপুটেশন। তাদের দাবি দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে গেলেও শারীরিক প্রতিবন্ধীরা এই বিষয়ে অবহেলিত ও বঞ্চিত। তাই প্রতিবন্ধীদের এই ১৫ দফা দাবি যদি না মানা হয় তাহলে আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলন এবং অনশনে বসার হুমকি দিলেন।

মাটি চাপা পড়ে মৃত শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৪ ডিসেম্বর ঃ নদীয়ায় নবদ্বীপে পৌরসভার কাজ করতে গিয়ে পাইপ লাইনের গর্ত করার সময় মাটি চাপা পড়ে যান শ্রমিক। তারপর শ্বাস আটকে মৃত্যু ওই ব্যক্তির। মৃতের নাম গৌতম বিশ্বাস। তাঁর বাড়ি ফাঁসিতলা চড় এলাকায়। জানা গিয়েছে, নবদ্বীপের শ্মশানঘাটের কাছে ১৮ নম্বর ওয়ার্ডে পৌরসভার মাছের ভেরির জল এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাবার জন্য পাইপ লাইনের কাজ চলছিল। সেই কাজের সময় মাটিতে চাপা পড়ে যান গৌতমবাবু। পরে জেসিবি দিয়ে উদ্ধার করতে গেলে মাথায় আঘাত লাগে তাঁর। সঙ্গে সঙ্গে সেখানে থাকা অন্যান্য শ্রমিকরা দৌড়ে ওই এলাকায় চলে আসেন। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

গাজোল ব্লকে রাসমেলা জমজমাট হয়ে উঠেছে

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৪ ডিসেম্বর ঃ গাজোল ব্লকে রাসমেলা উৎসব জমজমাট হয়ে উঠেছে । রবিবার রাতে কবি সম্রাট অসীম সরকার গান করেন। তাঁর গানের শ্রবণে মেতে ওঠে অসংখ্য শ্রোতা ও ভক্তেরা। মালদার গাজোলের রাসমেলাকে কেন্দ্র করে মেলাতে চরম ভিড় দেখা গিয়েছে । মেলাতে মুখরোচক দোকানে কেনার হিড়িক ছিল সাধারণ মানুষের। এছাড়া নাগরদোলা সহ বিভিন্ন দোকানপাট ভিড় দেখা যায়। এই মেলাতে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তার জন্য রয়েছে কড়া নজরদারি । কবি সম্রাট অসীম সরকার বলেন, উত্তরবঙ্গের মধ্যে এই মালদার গাজোল রাস উৎসব মেলা অনুষ্ঠান চোখে পড়ার মতোন । গাজোলের ঐতিহ্যবাহী রাস মেলা মর্যাদা সম্পন্ন অনুষ্ঠান। সনাতনী উত্তরবঙ্গের মধ্যে কয়েকটি অনুষ্ঠানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। গাজোলের রাস উৎসবকে প্রশংসা করেন কবি সম্রাট অসীম সরকার।

জমি মাফিয়াদের ভয়েই আত্মহত্যা মা ও মেয়ের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর ঃ গত রবিবার দুপুরে শিলিগুড়ির ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিনগর বউবাজার এলাকায় একই ঘর থেকে উদ্ধার হয় মা ও মেয়ের মৃতদেহ। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পরে এলাকায়। পরিবার সূত্রে জানা যায়, সেই বাড়িতে থাকতেন মা (লতা সরকার), বাবা (সাধন সরকার) ও মেয়ে (তিয়াসা সরকার)। রোজকার মত এদিন সাধন সরকার নিজের কাজে বেরিয়ে যায়, এরপর দুপুরে সে বাড়ি ফিরে এসে দেখে শোয়ার ঘরের দরজা বন্ধ রয়েছে। দীর্ঘক্ষণ ডাকা ডাকির পরেও যখন ভেতর থেকে কোনোরকম সারা শব্দ পাওয়া যায় না, তখন আসে পাশের লোকেদের ডেকে ঘরের দরজা ভাঙার পর তারা দেখতে পায়, ঘরের ভেতরে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে লতা সরকার (৪৫) এবং তার পাশেই বিছানার উপর মৃত অবস্থায় পড়ে ছিল মেয়ে তিয়াসা (২১)। এরপর তৎক্ষণাত পরিবারের সদস্যরা পুলিশে খবর দেয় ও ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছায় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ ও পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ দুটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। মৃতদেহের পাশে পরে থাকা সুসাইড নোটের ভিত্তিতে পাঁচ জনের নামে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে স্বামী সাধন সরকার। অভিযোগের নামের তালিকায় প্রথমেই দেখা যায় তৃণমূল নেতা তথা জমি মাফিয়া প্রসেনজিত রায়ের নাম, সুজিত কুমার ঘোষ উরফে (কালা) সহ আরোও তিনজনের। সাধন রায় দাবি করেন জমি সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে মাঝে মাঝে বাড়িতে এসে এরা মেরে ফেলার হুমকি দিত। সেই আতংকেই স্ত্রী লতা সরকার ও তিয়াসা আত্মহত্যা করে। অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তির দাবি জানান তিনি। অভিযুক্ত যেই দলেরই হোক না কেন দোষ করলে কঠোর শাস্তি পেতে হবে, এমনটাই জানালেন তৃণমূল নেতা তথা শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব।

জায়গা না ছাড়ায় ধারালো অস্ত্রের কোপে প্রাণ গেল বাবা- ছেলের, আহত মা

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ৪ ডিসেম্বর ঃ প্রতিবেশীর ধারালো অস্ত্রের কোপের আঘাতে প্রাণ গেল বাবা ও ছেলের গুরুতর জখম মা একই পরিবারের তিন সদস্য, অভিযুক্তরা পলাতক। এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে বাঁকুড়া পৌরশহরের ১১ নং ওয়ার্ডের নতুনচটি এলাকায়। জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে এই মারাত্মক আক্রমণ। প্রতিবেশীর ধারালো অস্ত্রের কোপে গুরুতর জখম একই পরিবারের তিন সদস্য। রবিবার রাতের এই ঘটনায় মারাত্মক আতঙ্ক ছড়াল বাঁকুড়া শহরের নতুনচটি এলাকায়। গুরুতর জখম তিনজনই মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে বাঁকুড়া মেডিকেল কলেজে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের নাম মথুরামোহন দত্ত (৬৬) ও শ্রীধর দত্ত (৩২) এবং স্ত্রী মল্লিকা দত্ত এখন বাঁকুড়া সম্মেলনী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। মথুরামোহনের বড় ছেলে সায়ন দত্ত ঘটনার সময় বাড়ির বাইরে থাকায় প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। সায়নবাবু জানিয়েছেন, তিনি কলকাতায় চাকরি করেন। ছুটিতে বাড়ি আসেন। ঘটনার দিন তিনি বাড়ি ফিরছিলেন, তখন মা মল্লিকা দত্ত তাঁকে ফোন করেন। মল্লিকাদেবী ছেলেকে জানান, তাঁদের বাড়িতে চড়াও হয়েছে প্রতিবেশী নমিতা রুইদাস ও পিন্টু রুইদাস ও তাদের দুই ছেলে। বাঁশ রড দিয়ে তাঁদের মারধর করা হচ্ছে। মায়ের কাছ থেকে এমন ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ও বন্ধুবান্ধবদের ফোন করেন সায়ন। পুলিশ খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে যায়। কিন্তু ততক্ষণ মারধর করে পালিয়ে গেছে আক্রমণকারীরা। গুরুতর জখম অবস্থায় তিনজনকে উদ্ধার করে বাঁকুড়া সম্মেলনী হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে মাত্র চার ফুটের জমি নিয়ে বিবাদ। নতুনচটি এলাকায় ওই অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মথুরমোহন দত্তের সঙ্গে জায়গা সংক্রান্ত বিবাদ চলছিল প্রতিবেশী পিন্টু রুইদাসের সঙ্গে। অভিযোগ তাঁদের জমিতে একটি পিলার ভেঙে আবাস যোজনার টাকা হাতিয়ে বাড়ি করেছিল এই রুইদাস পরিবার। দীর্ঘ দিনের এই বিবাদ। বিবাদ গড়িয়েছে আদালত পর্য্যন্ত। মাঝেমধ্যেই দুই পরিবারের মধ্যে ঝগড়াঝাটি হত। অভিযোগ, রবিবার রাতে আচমকাই পিন্টু ও তাঁর পরিবারের সদস্যেরা আচমকা চড়াও হন মথুরামোহনের পরিবারের উপর। রড ও কাটারি জাতীয় ধারালো অস্ত্র দিয়ে প্রথমে শ্রীধরের উপর হামলা চালান। শ্রীধরকে এলোপাথাড়ি কাটারির কোপ মারা হয়। বাধা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হন মথুরামোহন ও তাঁর স্ত্রী মল্লিকা দত্তও। পরিবারের বড় ছেলে সায়দ দত্ত জানান এদিন পরিকল্পনা করে তাঁদের বাড়িতে চড়াও হয়েছিল বলেই অনুমান। এই ঘটনায় আমরা তাঁদের দ্রুত গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। এলাকার কাউন্সিলার তথা বাঁকুড়ার পুরপ্রধান অলকা সেন মজুমদার বলেন, ''অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আইন আইনের পথেই চলবে।

পুরনিগমে কালচারাল কমিটির বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৪ ডিসেম্বর ঃ শিলিগুড়ি পুর নিগমে অনুষ্ঠিত হলো কালচারাল কমিটির বৈঠক। এদিন পুরনিগমের আধিকারিকদের নিয়ে কালচারাল কমিটির বৈঠকটি অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে মেযর জানান আগামীতে শিলিগুড়ি পুর নিগমের উদ্যোগে মাইকেল মধুসূদন দত্তের দ্বিশতবার্ষিকী জন্মজয়ন্তী এবং ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন প্রমুখ মহান ব্যক্তিদের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন করা হবে সেই লক্ষ্যেই এদিনের এই বৈঠক।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

নং ঃ সিওএম/পিইউবি/পিআরও/ই-অকশন/২০২৩, তারিখ ০১.১২.২০২৩। ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার (আই/সি), পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিশন, স্টেশন রোড, আসানসোল-৭১৩৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস পোর্টালের মাধ্যমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** পার্সেল স্পেস লিজে দেবার জন্য চুক্তি সম্পাদন। **অকশনের ক্যাটিগরি ঃ** পার্সেল স্পেস (এসএলআর) লিজে দেওয়া। **ই-অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** সি-৩-পিএআরসিএএসএন১৫১২। **অকশন শুরুর তারিখ ঃ** ১৫.১২.২০২৩, বেলা ১২টা। **ক্রঃ নং, ট্রেন নং, এসএলআর** যথাক্রমে ঃ (১) ১৩৫০৭ (আসানসোল–গোরখপুর) এফএসএলআর-১, (২) ১৩৫০৭ (আসানসোল–গোরখপুর) এফএসএলআর-২, (৩) ১৯৪৩৬ (আসানসোল–আহমেদাবাদ) এফএসএলআর-১, (৪) ১৩৫০৯ (আসানসোল–গোন্ডা জংশন) এফএসএলআর-১, (৫) ১৩৫০৯ (আসানসোল–গোন্ডা জংশন) এফএসএলআর-২, (৬) ১৩৫০৯ (আসানসোল–গোন্ডা জংশন) আরএসএলআর-১, (৭) ১৫৬২৫ (দেওঘর–আগরতলা) এফএসএলআর-২, (৮) ১৫৬২৫ (দেওঘর–আগরতলা) এফএসএলআর-১, (৯) ১৭৩২২ (জসিডি–ভাস্কো ডা গামা) এফএসএলআর-১, (১০) ২২৪৫৯ (মধুপুর–আনন্দ বিহার টার্মিনাল) এফএসএলআর-১, (১১) ২২৪৬৫ (মধুপুর–আনন্দ বিহার টার্মিনাল) এফএসএলআর-১, (১২) ১২২৩৫ (মধুপুর–আনন্দ বিহার টার্মিনাল) এফএসএলআর-১, (১৩) ১১৪২৮ (জসিডি–পুনে) এফএসএলআর-১, (১৪) ১২৩৭৬ (জসিডি–তাম্বরম) এফএসএলআর-১, (১৫) ২২৩০৬ (জসিডি–এসএমভিটি বেঙ্গালুরু) এফএসএলআর-১, (১৬) ১২৩৬১ (আসানসোল–সিএসএমটি মুম্বাই) এফএসএলআর-১। উল্লেখিত সূচী অনুযায়ী ই-অকশনে অংশ নিতে ও সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে সকল সম্ভাব্য বিডারদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। (ASN-176/2023-24)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Exe. Engr. (C)/Br.-X, KMC** invites online percentage rate tenders in two bid system for following work:
NIT No.: EEC/BX/093/025/2023-2024/R
Name of the Work: **Improvement of IPS passage near Premises No.-29/9, 32 Gobindapur Road etc. in Ward No.-93, Br.-X.** Estimated Value (Including GST & CESS): ₹ **1,49,387.30**. Earnest Money: ₹ **2,988.00.** Time of Completion: **90 days**. Last Date and Time of submission of Bid: **14.12.2023 – 12 Noon**. Date and Time of opening of Bid: **16.12.2023 – 12 Noon**. The bid forms and other details are available on and from **05.12.2023 (From 5 p.m.)** from the website **https://etender.nic.in**

The **Exe. Engr. (C)/Br.-XIII, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/XIII/115/19/23-24/BUSTEE (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of Sanitary Latrine at M.G. Road & Karunamoyee Ghat Road slum area in Ward No.-115.** Work Value: ₹ **2,01,749.37**. Earnest Money: ₹ **4,200.00.** Period of Completion: **40 days**.
(2) NIT No.: KMC/XIII/115/28/23-24 (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of Banerjee Para Road & Jadunath Ukil Road Bye Lane by C. C. Pavement near Pr. No.-36/25 & 91 in Ward No.-115.** Work Value: ₹ **3,51,893.87**. Earnest Money: ₹ **7,200.00.** Period of Completion: **30 days**. Last Date of submission of Bid: **14.12.2023 (Upto 11 a.m.)** (For Sl. No. 1 & 2). Tender will be opened on: **16.12.2023 (11 a.m.)** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **05.12.2023 (From 5 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2). from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2).

The **Exe. Engr. (C)/Br.-XIV, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/XIV/130/024/23-24/D (1st Call)
Name of the Work: **Restoration of concrete passage in the New Bakshi Bagan area near Pr. No.-25, 49, 31, 34 and 31/1 etc. R. B. Road in Ward No.-130.** Work Value: ₹ **2,80,302.48**. Earnest Money: ₹ **5,700.00.** Period of Completion: **21 days**.
(2) NIT No.: KMC/XIV/130/022/23-24/D (1st Call)
Name of the Work: **Development of concrete passage in the Bye Lanes of R. K. Sarani near Pr. No.-44 and 40/1A etc. in Ward No.-130.** Work Value: ₹ **2,86,691.69**. Earnest Money: ₹ **5,800.00.** Period of Completion: **21 days**.
(3) NIT No.: KMC/XIV/129/015/23-24/R (1st Call)
Name of the Work: **Maintenance of C. C. passages at P. K. Road near Premises No.-257/1/4, 40/5/1 etc., A. Nagar near Premises No.-47/30, 57/4 etc. and different location of surrounding areas in Ward No.-129.** Work Value: ₹ **4,78,109.27**. Earnest Money: ₹ **9,600.00.** Period of Completion: **30 days**. Last Date of submission of Bid: **14.12.2023 (Upto 11 a.m.)** (For Sl. No. 1 to 3). Tender will be opened on: **16.12.2023 (11 a.m.)** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **05.12.2023 (From 5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 3). from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3).

The **Exe. Engr. (C)/Br.-XVI, KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/142/044/23-24/PARK
Name of the Work: **Plantation of different trees and ancillary work at Ashavari Park and Julpia Road Khal Par area in Ward No.-142 under Br.-XVI.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **4,82,799.47**. Earnest Money: ₹ **9,700.00.**
(2) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/124/041/23-24
Name of the Work: **Maintenance of C. C. Road at Sister Nibedita Road Thakurpukur near Pre. No.-75A in Ward No.-124.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **1,66,690.42**. Earnest Money: ₹ **3,400.00.**
(3) NIT No.: KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/044/23-24
Name of the Work: **Maintenance of C. C. Road at A. L. Mukherjee Road opposite Milan Shree Club in Ward No.-125.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **2,01,377.29**. Earnest Money: ₹ **4,100.00.** Period of Completion: **30 days** (For Sl. No. 1 to 3). Last Date and Time of submission of Bid: **13.12.2023 – 12 Noon** (For Sl. No. 1 to 3). The Tender will be opened on: **15.12.2023 – 12 Noon** (For Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **05.12.2023 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 to 3). from the website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 to 3). **(1035/23-24)**

টি-২০ ব্যাটারদের খেলা নয় সিরিজ জিতে বললেন সূর্য

বেঙ্গালুরু, ৪ ডিসেম্বরঃ ঘরের মাঠে হাতছাড়া বিশ্বকাপ। অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৬ উইকেটে হেরে সবরমতীতে মিলিয়ে যায় ভারতের বিশ্বকাপের স্বপ্ন। ফের চার বছরের অপেক্ষা। বিশ্বকাপ শেষ করেই ফের অজিদের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি-

২০ সিরিজে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত। সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে সেই সিরিজ জয় করেছে ভারত। তবে বিশ্বকাপে হারের সেই দুঃখ এখনও ভোলেনি ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা। সেই ঘা এখনও দগদগে ভারতীয় তারকাদের মনেও। তবে সদ্য শেষ হওয়া সিরিজে অজিদের হারিয়ে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরেছে ভারতীয় শিবিরে। তবে ভারতের এই জয়ের পিছনে ব্যাটার নয় বরং বোলারদেরকেই এগিয়ে রাখছেন ক্যাপ্টেন সূর্য। এই প্রসঙ্গে কী বলছেন তিনি? বিশ্বকাপ শেষ করে অজিদের বিরুদ্ধে পাঁচ দিনের টি-২০ সিরিজে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত। গতকাল, অর্থাৎ রবিবার বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে এই সিরিজ জিতে নিয়েছে মেন ইন ব্লু। বিশ্বকাপের পর দলের অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। ইয়ংস্টারদের নিয়েই সিরিজ হাসিল করছে টিম ইন্ডিয়া। দলকে নেতৃত্ব দিয়েছেন সূর্যকুমার যাদব। অজিদের হারিয়ে স্বাভাবিকভাবেই আবেগে ভাসছেন স্কাই। ম্যাচের পর পাশে থাকার জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি তিনি। জেতার পর তিনি বলেন, ''সিরিজ জিতে স্বাভাবিকভাবেই ভালো লাগছে। আমার প্রাপ্তির খাতায় নতুন অধ্যায় যোগ হল। দলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। ওরা সবাই মিলে লড়েছে। সবার সহযোগিতা পেয়েছি।'' বক্তব্যের শেষে আরও একটি বিষয়কে তুলে ধরেছেন সূর্য। তাঁর মতে, টি-২০ ব্যাটারদের খেলা নয়। বোলাররাই এই ফরম্যাটের রাজা। এই প্রসঙ্গে তিনি বলছেন, ''বেশিরভাগ লোকজনই মনে করেন, যে টি-২০ সিরিজ জেতায় ব্যাটাররা। অনেকসময় বোলারদের অনেকরকম নিন্দার মুখে পড়তে হয়। তবে আমার মনে হয় ব্যাটাররা ম্যাচ জেতাতে পারে। কিন্তু সিরিজ জেতায় বোলাররাই।''

যোগ্য কিনা প্রমাণ করতে হবে বিরাট-রোহিতকেও মঞ্জরেকর

নয়াদিল্লি, ৪ ডিসেম্বরঃ যে কোনও বড় টুর্নামেন্টের জন্য দল বাছাতে গেলে কীসে জোর দেওয়া উচিত? সাম্প্রতিক অতীতে কেউ ফর্মে আছেন কিনা, ধারাবাহিক ভাবে নিজেকে তুলে ধরতে পারছেন কিনা, টিমের প্রয়োজনে কতটা কাজে লাগবেন, এ সবই বিচার করা হয়। অতীতে সেই তিনিই কতটা ভালো পারফর্ম করেছেন, সে দিকে নজর রাখা উচিত নয়। যে কোনও ক্রিকেটার যত বড়ই হোন না কেন, অ্যাকাউন্টে যতই রান কিংবা সেঞ্চুরি থাকুক, তা বিচার্য হওয়া উচিত নয়। তিনি বিরাট কোহলি হলেও এই নিয়মই বলব হবে। আগামী বছরের জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভারতীয় দল নিয়ে ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়ে গিয়েছে। তারই মধ্যে এমন কথা বলে দিলেন সঞ্জয় মঞ্জরেকর। এতেই শেষ নয়, রোহিত শর্মাকেও প্রমাণ করতে হবে, হার্দিক পান্ডিয়ার থেকে নেতা হিসেবে তিনিই যোগ্য। কী যুক্তি তুলে ধরছেন মঞ্জরেকর? ধীরে ধীরে তরুণ ক্রিকেটাররা জায়গা করে নিচ্ছেন ভারতীয় টিমে। তাঁরাই ভবিষ্যৎ। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে সদ্য পাঁচ ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজে ৪-১ জিতেছে

সূর্যকুমার যাদবেরর ভারত। এই নতুন ক্রিকেটারদের বদলে সিনিয়র কোনও ক্রিকেটারকে খেলাতে হলে তাঁকে প্রমাণ করতে হবে যে, তিনি জুনিয়র ক্রিকেটারের থেকেও যোগ্য। বিরাটের সম্পর্কে মঞ্জরেকর বলছেন, ''বিরাট কোহলিকেও প্রমাণ করতে হবে এখন টিমে খেলা যে কোনও জুনিয়রের জায়গায় ও সেরা বিকল্প। ঠিক একই রকম ভাবে রোহিত শর্মাকেও প্রমাণ করতে হবে যে, নেতা হিসেবে, ব্যাটার কিংবা অলরাউন্ডার হিসেবে ও হার্দিকের থেকে ভালো। কাল কী ঘটবে, কেউ জানে না। টিম বাছাইয়ের ক্ষেত্রে একটা সোজা ব্যাপার মাথায় রাখতে হবে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সেরা দল বেছে নিতে হবে।'' ওয়ান ডে বিশ্বকাপের পর ভারতীয় টিমের খোলনলচে বদলাতে শুরু করেছে। সিনিয়রদের বদলে জুনিয়রদের দিকে ফোকাস করতে চাইছেন নির্বাচকরা। ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হলে তাই করতে হবে। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, মহম্মদ সামিদের বদলে নতুন মুখদেরই প্রাধান্য দিতে হবে। ঠিক যে ভাবে অজিঙ্ক রায়না ও চেতেশ্বর পূজারার বদলে টেস্ট ফর্ম্যাটে সামনে তাকাতে চাইছে বোর্ড। টি-টোয়েন্টির মতো দ্রুত গতির ক্রিকেটে আরও বেশি করে তা করতে হবে, মঞ্জরেকরদের মতো প্রাক্তনরা মনে করছেন। যত দিন যাচ্ছে এই যুক্তিকে আঁকড়ে ধরতে চাইছেন নির্বাচকরাও।

রেফারির ওপর ক্ষুব্ধ হলান্ড, করলেন গালিগালাজ

ম্যানচেস্টার, ৪ ডিসেম্বরঃ গোলটা যে হতোই, সে নিশ্চয়তা নেই। তবে ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে নিশ্চিতভাবেই গোলের সুযোগ হারিয়েছে ম্যানচেস্টার সিটি। যে কারণে তাৎক্ষণিকভাবে মাঠে তো বটেই, ম্যাচ শেষে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও রেফারির প্রতি ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন আর্লিং হলান্ড। আর সেই ক্ষোভের প্রকাশ এমন ভাষায়, যার জেরে শাস্তিও হতে পারে তাঁর। ঘটনা গতকাল রাতের সিটি-টটেনহাম ম্যাচের ৯৪তম মিনিটের। ইতিহাদ স্টেডিয়ামে ম্যাচ তখন ৩-৩ গোলে সমতায়। শেষ হতে চলা ম্যাচে প্রতিটি সেকেন্ডই দুই দলের জন্য মূল্যবান। এমন সময় বল নিয়ে আক্রমণে ওঠার চেষ্টায় ফাউলের শিকার হন হলান্ড। তবে দ্রুতই নিজেকে সামলে নিয়ে ছুটে গিয়ে বল বাড়ান সামনে থাকা জ্যাক গ্রিলিশের দিকে। চমৎকারভাবে বাড়ানো বল ধরে গ্রিলিশ যখন টটেনহাম গোলমুখের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, পেছনে শুধু দুজন টটেনহাম ডিফেন্ডার। গোলের খুব ভালো সম্ভাবনা সিটির সামনে। ঠিক সেই সময় রেফারির বাঁশিতে থেমে যেতে হয় গ্রিলিশকে। হলান্ডকে ফাউলের ঘটনায় সিটিকে ফ্রি-কিক দেন তিনি। এতেই বেশ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন সিটির খেলোয়াড়েরা। ফাউল ধরলে সঙ্গে সঙ্গেই কেন নয়, কেন বল নিয়ে গোলের কাছাকাছি চলে যাওয়ার পর বাঁশি বাজল-এ নিয়ে রেফারি সাইমন হুপারকে ঘিরে ধরেন হলান্ডসহ অন্যরা। যদিও এতে কোনও কাজ হয়নি। উল্টো চেঁচামেচি করায় হলুদ কার্ড দেখেন হলান্ড। এ নিয়ে ম্যাচের পরও ক্ষোভ আড়াল করতে পারেননি নরওয়েজীয় তারকা। ফাউলের ঘটনার একটি ভিডিও রিটুইট করেছেন হলান্ড। সঙ্গে ক্যাপশনে জুড়ে দিয়েছেন গালাগালি হিসেবে ব্যবহার হয়, এমন একটি শব্দ। ম্যাচের পর আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে সিটি কোচ পেপ গার্দিওলাকে হলান্ডের মাঠের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়। গার্দিওলা বলেন, ''ক্ষুব্ধ হওয়াটা স্বাভাবিকই, ওর আর বাকি ১০ জন খেলোয়াড়ের প্রতিক্রিয়া একই। আইনে আছে, এই নিয়ে রেফারি বা চতুর্থ রেফারির সঙ্গে কথা বলা যায় না। (যদি বলা যেত) আজ আমাদের ১০ জনই লাল কার্ড দেখত।'' গার্দিওলা মনে করেন, খেলোয়াড়দের জায়গায় থাকলে হুপার নিজেও এমন রেফারিংয়ে হতাশ হতেন, ''সে (হলান্ড) কিছুটা হতাশ ছিল। এমনকি যিনি রেফারি ছিলেন, তিনি যদি সিটির হয়ে খেলতেন, তবে নিজের কাণ্ডের জন্য হতাশ হতেন।'' গত মাসে নিউক্যাসলের বিপক্ষে ম্যাচের রেফারিং নিয়ে কথা বলে শাস্তি পেয়েছিলেন আর্সেনাল কোচ মিকেল আরতেতা। ওই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত করে গার্দিওলা বলেন, ''আমি মিকেল আরতেতার মন্তব্য করতে চাই না।'' প্রতিক্রিয়া প্রকাশে সংযত হওয়া গার্দিওলা অবশ্য রেফারি ওই ঘটনায় কী করতে পারতেন, সেটি বলেছেন, ''আমি অবাকই হয়েছিলাম। আর্লিং যখন মাটিতে পড়ে গেল, তখনই আপনি বাঁশি বাজাতে পারতেন। কিন্তু সে যখন দাঁড়িয়ে গেল, রেফারি তাঁকে খেলা চালিয়ে যেতে ইশারাও করলেন। কিন্তু হলান্ড যখন পাসটা দিল, তখনই খেলাটা থামিয়ে দিলেন। আমি তাঁর সমালোচনা করতে চাই না।'' সাইমন হুপারের ফাউলের সিদ্ধান্তটি সঠিক নয় বলে মত দিয়েছেন দুই প্রাক্তন ফুটবলার ও বিশ্লেষক রয় কিন ও জেমি ক্যারাঘারও। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের প্রাক্তন অধিনায়ক কিন এটিকে 'ভুল' বলে অভিহিত করেছেন, আর প্রাক্তন লিভারপুল ডিফেন্ডার ক্যারাঘার বলেছেন, খেলা চালাতে গিয়ে 'আতঙ্কিত' হয়ে গিয়েছিলেন রেফারি।

ওয়ান ডে-টি টোয়েন্টি টিম থেকে বাদ বাভুমা

কেপটাউন, ৪ ডিসেম্বরঃ বিশ্বকাপের ট্রফি উন্মোচন অনুষ্ঠানে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন তিনি। যা নিয়ে কম হইচই হয়নি। পরে অবশ্য তিনি দাবি করেছিলেন, মোটেও ঘুমোননি। সোশ্যাল মিডিয়া তা অবশ্য মেনে নেয়নি। বিশ্বকাপে ব্যাট হাতে এখেবারেই সফল নন। নেতা হিসেবেও সে ভাবে ছাপ রাখতে পারেননি। বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল থেকে ছিটকে গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। তেম্বা বাভুমাতে যে মোহ ভঙ্গ হয়েছে প্রোটিয়া নির্বাচকদের, তা অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। ভারতের বিরুদ্ধে হোম সিরিজে ওয়ান ডে টিম থেকে বাদ দেওয়া হল তাঁকে। বিশ্বকাপের বিপর্যয়ের পর নতুন নেতা কে হলেন দক্ষিণ আফ্রিকার? শুধু ওয়েন ডে নয়, পুরো সাদা বলের ক্রিকেটের জন্য নতুন নেতা বেছে নিল দক্ষিণ আফ্রিকা। বাভুমাকে টিম থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে যেমন, তেমনই টিমে নেই কাগিসো রাবাডার মতো পেসার। রাবাডা অবশ্য লাল বলের ক্রিকেটেই এখন বেশি ফোকাস করতে চান। ছ'মাস পর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। সব দেশই ধীরে ধীরে দল গুছিয়ে নিতে চাইছে। প্রোটিয়া টিমে অবশ্য জায়গা পাননি ডিওয়াল্ড ব্রেভিস। টিমে প্রথম ডাক পেয়েছেন ওটনাইল বার্টম্যান। সাদা বলের ক্রিকেট থেকে সরিয়ে দেওয়া হলেও টেস্ট টিমের নেতা থেকে গিয়েছেন বাভুমাই। বোঝাই যাচ্ছে, লাল আর সাদা বলের ক্রিকেটের জন্য দু'রকম ভাবনা নিয়ে এগোতে চাইছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ওয়ান তো বটেই, টি-টোয়েন্টি টিমে নেতা করা হয়েছে এইডেন মার্করামকে। টেস্ট সিরিজ দিয়েই শুরু হচ্ছে ভারতের দক্ষিণ আফ্রিকা সফর। প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে দুটো টেস্ট ম্যাচ খেলবে ভারতীয় টিম। বিরাট সাদা বলের ক্রিকেট থেকে ছুটি নিলেও টেস্ট সিরিজে খেলবেন। ১০ ডিসেম্বর শুরু প্রথম টেস্ট।

লিও মেসির ২০১০ ব্যালন ডি'অর জয় ছিল 'অন্যায্য'

রোম, ৪ ডিসেম্বরঃ ২০০৭ সালে তৃতীয় এবং ২০০৮ সালে দ্বিতীয় হওয়ার পর ২০০৯ সালে ব্যালন ডি'অর পুরস্কার জেতেন লিওনেল মেসি। এরপর টানা আরও ৩টি। মেসির এই চারটি ব্যালন ডি'অর পুরস্কারের মধ্যে একটি তাঁর প্রাপ্য ছিল না বলে মনে করেন নেদারল্যান্ডসের প্রাক্তন প্লেমেকার ওয়েসলি স্নাইডার। তাঁর মতে, ২০১০ সালে মেসির ব্যালন ডি'অর ট্রফি জয়টা ছিল 'অন্যায্য'! ২০০৯-১০ মরসুমটা দুর্দান্তই কেটেছিল স্নাইডারের। ডাচ মিডফিল্ডার সেবার সতীর্থ স্পেনের হয়ে বিশ্বকাপ জেতা আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা ও জাভি হার্নান্দেজ। সে বিষয় নিয়ে এত দিন পর স্নাইডার হতাশা প্রকাশ করেছেন মিসরের টিভি চ্যানেল আলহাইয়াহর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে। স্নাইডার বলেছেন, ''২০১০ সালে আমি ব্যালন ডি'অর না জিতে মেসির জেতাটা ছিল কিছুটা অন্যায্য।'' তবে এ নিয়ে কোনও আক্ষেপ নেই বলেও জানালেন ইন্টার মিলান ও রিয়াল মাদ্রিদের প্রাক্তন মিডফিল্ডার, ''কিন্তু আমি এমন লোক নই যে এ নিয়ে চিৎকার

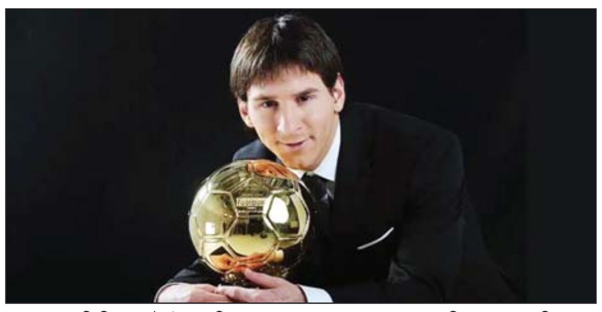

করব। ব্যালন ডি'অর ব্যক্তিগত পুরস্কার। আমি দলীয় ট্রফিতে বিশ্বাসী। আমাকে যদি চ্যাম্পিয়নস লিগ ও ব্যালন ডি'অরের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হয়, আমি চ্যাম্পিয়নস লিগই বেছে নেব।'' নেদারল্যান্ডসের জার্সিতে ১৩৪ ম্যাচ খেলে ৩১ গোল করা স্নাইডার এরপর যোগ করেন, ''আমি চ্যাম্পিয়নস লিগের শিরোপা জিততে পেরেই খুশি।'' তবে ২০১০ সালের বিশ্বকাপ জিততে না পারার আক্ষেপটা এখনো পোড়ায় স্নাইডারকে, ''স্পেনের বিপক্ষে ২০১০ বিশ্বকাপের ফাইনালে জয় আমাদেরই প্রাপ্য ছিল। কিন্তু তারা অসাধারণ খেলেছে এবং আমাদের হারিয়েছে। ওই হার আমার হৃদয় এখনো ভেঙে দেয়।'' পুরো টুর্নামেন্টে দুর্দান্ত খেলা নেদারল্যান্ডস সেবারের ফাইনালে ১১৬ মিনিটে ইনিয়েস্তার একমাত্র গোলে হেরে যায়। জোসে মরিনিওর ইন্টার মিলানের হয়ে জিতেছেন চ্যাম্পিয়নস লিগ, সিরি আ ও ইতালিয়ান কাপের শিরোপা। এ ছাড়া ২০১০ বিশ্বকাপে নেদারল্যান্ডসকে ফাইনালে তুলতেও বড় ভূমিকা রাখেন স্নাইডার ফাইনালে যদিও স্পেনের কাছে হেরে গিয়েছিল ডাচরা। অন্যদিকে সেই মরসুমে লিওনেল মেসি বার্সেলোনার হয়ে শুধু লা লিগার শিরোপা জেতেন। দিয়েগো মারাদোনার কোচিংয়ে আর্জেন্টিনা সেবার দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে জার্মানির কাছে ৪-০ গোলে হেরে বিদায় নিয়েছিল। সব মিলিয়ে ২০১০ সালের ব্যালন ডি'অরে মেসির চেয়ে তাঁরই ওপরে থাকার উচিত ছিল বলে মনে করেন স্নাইডার। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে, প্রথম তো নয়ই, স্নাইডার সেবার ব্যালন ডি'অর জয়ের দৌড়ে সেরা তিনেও ছিলেন না। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে ছিলেন সেই সময়ে মেসির দুই বার্সা

বিদেশে প্রথমবার আইপিএল নিলাম

মম্বই, ৪ ডিসেম্বরঃ প্রথাগত ছক ভেঙে এবার দুবাইতে হবে আইপিএল নিলাম পর্ব। আগামী ১৯ ডিসেম্বর হতে চলেছে আরব মুলুকে ক্রিকেটার কেনাবেচার অনুষ্ঠান। মোট ১১৬৪ জন ক্রিকেটার নাম রেজিস্ট্রেশন করেছেন। এর আগে বিদেশে আইপিএল হলেও নিলাম হয়েছে ভারতে। কিন্তু এবার ফ্র্যাঞ্চাইজির মত নিয়ে বাইরে করতে চলেছেন বোর্ড কর্তারা। ইতিমধ্যেই দলগুলিকে চিঠি দিয়ে নিলাম অনুষ্ঠান বাইরে হবে ইমেল করে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন নিলাম বাইরে করা হচ্ছে? সেই নিয়ে বিসিসিআই জানিয়েছে, দশ দলের বহু কর্তা আছেন যাঁরা লন্ডন, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আসবেন। তাঁদের সুবিধের কথা ভেবে দুবাই বেছে নেওয়া হয়েছে। এবার যখন কোটিপতি লিগ হবে সেইসময় ভারতে হবে লোকসভা নির্বাচন। তাই বোর্ড ভেবে দেখবে এবার মেগা আসর বাইরে করা যায় কিনা। করোনা কালে আইপিএল দুবাইতে হয়েছিল। তাই বিদেশে এর আগে হয়েছে ম্যারাথন লিগ। কারণ লোকসভা নির্বাচনের সময় পুলিশ পাওয়া নিয়ে সমস্যা হবে। তাই আগে থেকে কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না আইপিএল কর্তারা।

নতুন ভারতের তারুণ্য আর ভয়ডরহীন ক্রিকেট শিখছেন শ্রেয়স

বেঙ্গালুরু, ৪ ডিসেম্বরঃ ৩৭ বলে ৫৩ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেছেন। পাঁচটা চার ও দুটো ছয় দিয়ে সাজিয়েছেন নিজের ইনিংস। তবে ম্যাচ জেতানো ইনিংস নয়, শ্রেয়স আইয়ার মুগ্ধ টিমের তারুণ্যে। অস্ট্রেলিয়ার কাছেই বিশ্বকাপ ফাইনালে হেরেছিল ভারত। ১৯ নভেম্বরের ওই ম্যাচে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে কার্যত কিছুই করতে পারেনি ভারত। বিশ্বকাপের পরই অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে পাল্টা ঘুরে দাঁড়াল ভারতীয় টিম। রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি সহ একঝাঁক ক্রিকেটারকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছিল। অজিদের বিরুদ্ধে সেই অর্থে তরুণ টিমকেই খেলানো হয়েছে। তাও সূর্যকুমার যাদব, শ্রেয়স আইয়াররা টিমকে ৪-১ জিতিয়েছেন। এই তরুণ টিমই যে ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ, সন্দেহ নেই। আগামী বছর জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তার আগে এই নতুন ভারতীয় টিম নিয়ে কী বললেন শ্রেয়স? অজিদের উড়িয়ে দেওয়ার পর শ্রেয়স বলেছেন, ''পুরা টিমের মানিয়ে নিতে একটু সময় লেগেছিল। এই নতুন ছেলেদের সঙ্গে এর আগেও খেলেছি। এরা যে কোনও ম্যাচ খেলার সময় তেতে মাঠে নামে। যখন ড্রেসিংরুমে পা রেখেছিলাম, খেয়াল করেছিলাম, সবাই উপভোগ করছে ক্রিকেটাকে। ওদের সঙ্গে কাটানো সময়টা আমিও উপভোগ করেছি। বলতে পারেন, ওদের কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেওছি। বিশেষ করে যে ভাবে ওরা ভয়ডরহীন ক্রিকেট খেলে, যে মনোভাব নিয়ে মাঠে নামে, প্রথম বল থেকে যে ভাবে খেলাটাকে নেয়, সেটা শেখার মতোই।'' চোট সারিয়ে এশিয়া কাপে টিমে ফিরেছিলেন শ্রেয়স। তার পর আর পিছন ফিরে তাকাননি। বিশ্বকাপেও সেরাটা দিয়েছেন। দুরন্ত ফর্ম টি-টোয়েন্টিতেও ধরে রেখেছিলেন শ্রেয়স। যখনই প্রয়োজন পড়েছে, ব্যাট হাতে ভরসা দিয়েছেন। নিজেকে নিয়ে শ্রেয়স বলছেন, ''এশিয়া কাপে টিমে ফেরার পর থেকে একটা রুটিন তৈরি করেছিলাম নিজের জন্য। সেটাকেই ফলো করার চেষ্টা করেছি। কোনও রকম ভুলত্রুটি হোক, তা চাইনি। যতটা সম্ভব সহজ সরল ভাবে ক্রিকেট খেলার চেষ্টা করেছি। আমি যাতে পারফর্ম করতে পারি, কোচরা প্রচুর সাহায্য করেছেন। যে আত্মবিশ্বাস ফিরে পেয়েছিলাম, সেটাই এই টি-টোয়েন্টি সিরিজে ধরে রেখেছি।''

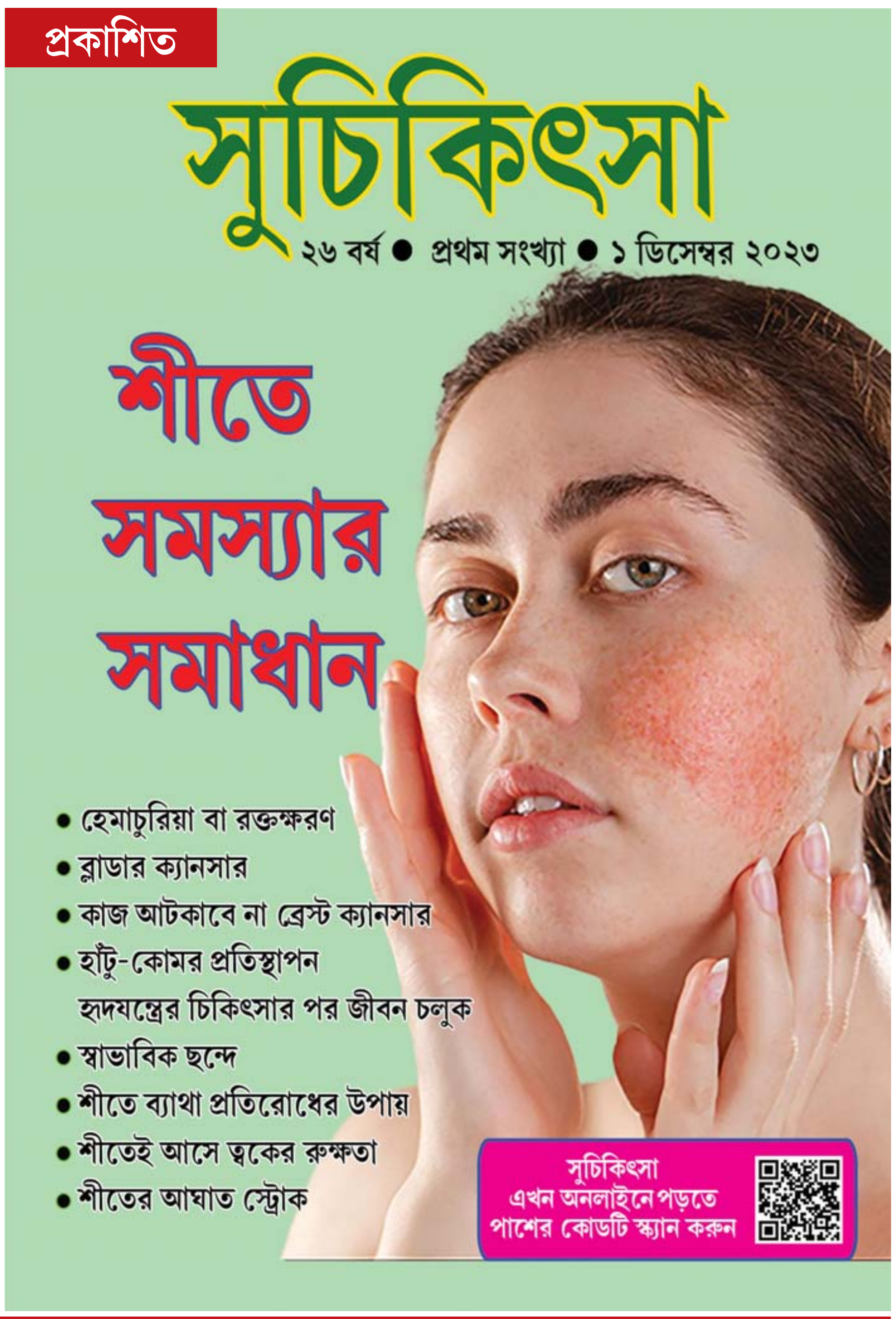

বার্সেলোনার জয়ে ফেলিক্সের 'প্রতিশোধ'

বার্সেলোনা, ৪ ডিসেম্বরঃ ম্যাচের ২৮ মিনিটে বক্সের মধ্যে ঢুকে কোনা থেকে চিপ শটে বল জালে জড়িয়ে দিলেন জোয়াও ফেলিক্স। আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে বার্সেলোনা এগিয়ে গেল ১-০ ব্যবধানে। গতকাল রাতে অলিম্পিক স্টেডিয়ামের লা লিগার ম্যাচটিতে বার্সার জন্য ফেলিক্সের গোলটি ছিল ম্যাচে এগিয়ে যাওয়ার মাধ্যম, শেষ পর্যন্ত যা দলটিকে এনে দিয়েছে ১-০ ব্যবধানের জয়ও। কিন্তু ২৪ বছর বয়সী পর্তুগিজ ফরোয়ার্ডের জন্য এটি ছিল 'প্রতিশোধ' আর তাই উদ্যাপনের একপর্যায়ে বিজ্ঞাপনের বোর্ডের ওপর দাঁড়িয়ে দু হাত দুদিকে ছড়িয়ে যেন নিজের শ্রেষ্ঠত্বের জানান দিতে চাইলেন। ফেলিক্স মূলত আতলেতিকোরই খেলোয়াড়। সর্বশেষ দলবদলে ধারে বার্সেলোনায় এসেছেন। বেশির ভাগ ধারের ক্ষেত্রে বিক্রি হয়ে যাওয়ার অপশন থাকে। কিন্তু ফেলিক্সকে আতলেতিকো পাঠিয়েছে শুধুই এক বছরের ধারে। অর্থাৎ ২০২৪ সালের ৩০ জুনের পর বার্সেলোনা তাঁকে রেখে দিতে চাইলে নতুনভাবে আলোচনা করতে হবে। নয়তো ফেলিক্সকে ফিরতে হবে আতলেতিকোতেই। তবে চার বছর আতলেতিকোতে কাটিয়ে স্বস্তিতে ছিলেন না ফেলিক্স। ২০১৯ সালে বেনফিকা থেকে আসা এই পর্তুগিজের সঙ্গে আতলেতিকো কোচ দিয়েগো সিমিওনে এবং ক্রীড়া পরিচালক আন্দ্রে বার্তার সম্পর্ক

কখনওই ভালো ছিল না। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর মাঠের খারাপ ফর্ম। গত বছরের শুরুতে আতলেতিকো তাঁকে চেলসিতে ধারে পাঠায়। যদিও প্রিমিয়ার লিগেও ভালো করতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত নিজের বেতন কমিয়েই ধারে চলে এসেছেন বার্সেলোনায়। প্রায় এক বছর আতলেতিকো মাদ্রিদের বাইরে থাকলেও ফেলিক্স তাঁর 'প্যারেন্ট ক্লাব'টি থেকে নানা অস্বস্তিকর মন্তব্য শুনেছেন। মাঝে বার্সেলোনায় ঘুরে যাওয়া আঁতোয়ান গ্রিজমান যেমন ফেলিক্সের মধ্যে 'ধারাবাহিকতার' অভাব বা 'ক্লান্তির ছাপ' দেখেন বলে মন্তব্য করেছেন। মিডফিল্ডার সাউল নিগুয়েজ বলেছেন, ফেলিক্সের আরও উন্নতি করতে হবে। এ ছাড়া লা লিগার বার্সা-আতলেতিকো ম্যাচের ম্যাচে কোচ সিমিওনেকে যখন ফেলিক্সকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি জবাব দেন ''সে এখন আমাদের খেলোয়াড় নয়।'' যদিও ফেলিক্সের মূল ক্লাব এখনো আতলেতিকোই। এই সবের প্রেক্ষিতেই বার্সেলোনা কোচ জাভি হার্নান্দেজকে ম্যাচ-পূর্ব সংবাদ সম্মেলনে ফেলিক্সের সমালোচনা নিয়ে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। তখন বার্সা কোচ বলেছিলেন, এ সব সমালোচনার জবাব দেওয়া উচিত ফেলিক্সেরই, ''আমি চাই আতলেতিকোর বিপক্ষে এ সব (সমালোচনা) তাঁকে উদ্দীপিত করে তুলুক। সে এখানে খুবই আনন্দে আছে, ধারাবাহিকও। সে যেভাবে এই দলের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে এবং খেলছে, তাতে আমি খুশি।'' জাভি খুশি হয়েছেন আতলেতিকোর বিপক্ষে ফেলিক্সের গোলেও। ম্যাচশেষে বলেছেন, ''ফেলিক্স প্রচুর পরিশ্রম করেছে। সে খুব ভালো জায়গায় ছিল, বলও পেয়েছে। ওকে আনন্দিত দেখাচ্ছে। আমি ওকে নিয়ে খুবই সন্তুষ্ট।'' ফেলিক্সের গোলে জয়টি লিগে আতলেতিকোর বিপক্ষে বার্সেলোনার টানা চতুর্থ। ১৫ ম্যাচে ১০ জয় ও ৪ ড্র নিয়ে বার্সেলোনার পয়েন্ট এখন ৩৪। লিগ পয়েন্ট তালিকায় অবস্থান তিনে। ৩৮ পয়েন্ট করে নিয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থানে যথাক্রমে রিয়াল মাদ্রিদ ও জিরোনা।

Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata ○ Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com